স্বপ্ন-প্রয়াণ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্র

শকাব্দা ১৭৯৭।

রূপকের দুর্ব্বোধ অংশের তাৎপর্য্য।

রূপক		অর্থ
দাক্ষ্য	... ...	...কার্য্য-দক্ষতা
কল্পনার সখী	সুরুচি ...	...কাব্য রসাস্বাদন-শক্তি, রসজ্ঞতা
	শরণ্ময়ী...	...শারদীয় ভাব অর্থাৎ প্রসাদগুণ
	মাধবী ...	...বাসন্তী ভাব অর্থাৎ মাধুর্য্যগুণ
মায়ার সখী	সাত্ত্বিকা	...সত্ত্বগুণ
	রাজসী...	...রজোগুণ
	তামসী...	...তমোগুণ
মরীচিকা	মায়াবিনী	...কুবাসনা (কুবাসনা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতীত করাইয়া মনকে ভুলায়। মরীচিকা সেইরূপ স্থলকে জলরূপে প্রতীতি করাইয়া পথিককে বিপথে লইয়া যায়। এই মর্ম্মে কুবাসনাকে মরীচিকা উপাধি দেওয়া হইয়াছে।)

দ্বন্দ্ব ... ...শাতোষ্ণ হর্ষ-শোক প্রভৃতি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি বিঘ্ন-সকলকে তত্ত্ববিদ্‌গণ দ্বন্দ্ব শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রেয়ঃ পথের বিঘ্ন ...

ছাগ	... ...	কাম
বাঘ	... ...	ক্রোধ
কুক্কুর	... ...	লোভ
অজগর	... ...	মোহ
মহিষ	... ...	মদ
সর্প	... ...	মাৎসর্য্য

সংক্ষিপ্ত বচনের উচ্চারণ পদ্ধতি।
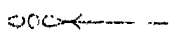
☞ নিম্ন লিখিতের স্থূলমর্ম্ম আয়ত্ত না করিলে গ্রন্থ অধ্যয়নের সময় অনেকের অনেক স্থানে ঠেকিবে।

মূল বচন	সংক্ষিপ্ত বচন	উচ্চারণ
বইস	ব'স *	বোসো
বসিও	বস্যো	বোসো
আইস	এ'স	এসো
আসিও	এস্যো	এসো
জানিও	জেন্যো	জেনো
করিও	কর্য্যো	কোরো
থাকিও	থেক্যো	থেকো
রাখিও	রেখ্যো	রেখো
দেখিও	দেখ্যো	দেখো
লইও	লয়্যো	লোয়ো
বলিও	বল্যো	বোলো

* লুপ্ত অক্ষরের স্থানে (') এইরূপ চিহ্ন প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মূল বচন	সংক্ষিপ্ত বচন	উচ্চারণ
মেশহ	মেশ’	মেশো
বিশ্বাসহ	বিশ্বাস’	বিশ্বাসো
নাশহ	নাশ’	নাশো
পারহ	পার’	পারো
করহ	কর’	করো
ধরহ	ধর’	ধরো
দেখহ	দেখ’	দ্যাখো
লেখহ	লেখ’	লেখো
শেখহ	শেখ’	শেখো
ক্ষমহ	ক্ষম’	ক্ষমো
ফিরাণো	ফিরাণ’	ফিরাণো
থামানো	থামান’	থামানো
কোনও	কোন’	কোনো
কখনও	কখন’	কখনো
পুনঃ	পুন’	পুনো
ক্রমশঃ	ক্রমশ’	ক্রমশ
শুনহ	শুন’	শুনো
হইল	হ’ল	হোলো
পড়িল	প’ল	পোলো
মরিল	ম’ল	মোলো
করিয়ে	করে্য	কোরে

মুল বচন	সংক্ষিপ্ত বচন	উচ্চারণ
লইয়ে	লয়্যে	লোয়ে
ফিরিয়ে	ফির্যে	ফিরে
ভুলিয়ে	ভুল্যে	ভুলে
কহিয়ে	কয়্যে	কোয়ে
সহিয়ে	সয়্যে	সোয়ে
রহিয়ে	রয়্যে	রোয়ে
বহিয়ে	বয়্যে	বোয়ে
পাইলে	পে'লে	পেলে
আইলে	এ'লে	এলে

অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	শ্লোক-সংখ্যা
"স্বপ্ন এ ত নয় ?	"স্বপ্ন এ ত নয় ?"	৪	১২
দলি'-স্বর্ণ-রেণু	দলি' স্বর্ণ-রেণু	৬	১৯
ঠাই	ঠাঁই	২৭	৭৬
ঐ	ঐ	৩২	৯৭
উথলি' উঠে !	উথলি' উঠে !"	৫০	১৫৮
তমো-রাশি'	তমোরাশি	৫৫	১৬৬
চাঁদে পায় লাজ	চাঁদে পায় লাজ !"	৬৬	৩৫
স্রাতের	স্রোতের	৮৭	১১৪
ফিরা'বেন কলে	ফিরা'বেন কুলে	৯২	১৩৭
ক্ষম' আজি	"ক্ষম' আজি	৯৭	১৫৭
কবিত্ব রস বই	কবিত্ব-রস বই"	১০৮	৯
মন্ত্রী-বলে	মন্ত্রী বলে	১১৮	৪৭
ঐ	ঐ	ঐ	৪৮
শোষে	শোষে	১৩২	১২
পক্কাময়ী	কৃপাময়ী	১৪১	৪৮
অদূর দাব সেনা	অদূরে দানব-সেনা	১৭৪	২৭
জ্ঞানের উপদেশ	জ্ঞানের উপদেশ"	২০৬	১৫৩
লইয়া চলিবে ;	লইয়া চলিবে	২১৮	৭৮
প্রণমি'	প্রণমি	২৪৩	১৭৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	শ্লোক-সংখ্যা
সসখার	সখ্যরস	১৩	২১
উপান্যাস	উপন্যাস	৩৫	১০৮
আসীবিযে	আশীর্ব্বিষে	৪৪	১৪৬
আঁখির	আঁখিয়ে	৫৭	১৫৪
আসিরস	আদিরস	৬৭	৩৮
দঁড়াইবে	দাঁড়াইবে	১০০	১৬৮
মানবের	"মানবের	১০৮	৮
ঝপ্সি	ঝুপ্সি	১১০	১৫
জ্বালায় ॥"	জ্বালায় ॥	১৩৩	৫৫
[illegible]	কোফ্রিমাচ	২২১	৯১

স্বপ্ন-প্রয়াণ।

প্রথম সর্গ।

সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জ্বলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥ ১ ॥

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি';
করে পদ্ম-ফুল
করে ঢুল-ঢুল,
অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি'॥ ২ ॥

কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে,
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।
পরশের বশে
মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে॥ ৩।

অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে কাঁপিয়া-উঠে দরিদ্র অভাগা॥ ৪॥

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনো-মন্দিরে খুলি'-দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে-দেখিতে
অমনি চকিতে
এ'ল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি'॥ ৫॥

মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হয়ো আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান
করে গাত্রোত্থান,
চালায় সারথি হয়ো কল্পনা-কুমারী॥ ৬॥

দেখিতে না-দিয়া কোথা কোন্ স্থান,
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া, চলিল বিমান।
গিরিবর তায়
ভূতলে মিশায়,
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্ব্বাণ ॥ ৭ ॥

কবিবর নাহি জানে কোথা রয় ;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়।
কিছু কাল পরে,
আকুল অন্তরে,
সারথিরে উদ্দেশিয়া সম্বোধিয়া কয় ॥ ৮ ॥

"কোথায় গো সারথি! তোমারে ধন্য!
নাহি দিক্ বিদিক্! অগম শূন্য! হেতায় কি জন্য!
মুখে নাই কথা,
এ কেমন প্রথা!
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন॥" ৯ ॥

কিবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া ধরি',
মুখ ফিরাইল কলপনা-বালা মৃদু হাস্য করি'!
কবিবর তায়
কি যে ধন পায়,
এক দৃষ্টে চাহি'-রয় সকল পাশরি' ॥ ১০ ॥

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা!
স্তব্ধ-পুলকিত-ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা!
কথা যাহা কিছু
পড়ি'-রহে পিছু,
হেরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা॥ ১১॥

কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব!
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া-গেল মুহূর্ত্তে সে সব!
জাগি'-উঠে ভয়
"স্বপ্ন এ ত নয়?
কবি কহে "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব!॥ ১২।

সেই দেখি বদন, সুধার খনি!
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী!
ফেলিয়া আমায়
আছিলে কোথায়!
কাঁদিয়াছি তোমা-লাগি দিবস-রজনী॥ ১৩॥

কত কাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্ব্বে সে যখন তুমি দেখা-দিতে, সে এক সময়!
জাগিছে সে সব,
যেন অভিনব!
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয়!॥ ১৪॥

বেড়া'তাম কত হাসিতে-খুসিতে!
বারেক না মনে হ'ত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে!
শুধু জানিতাম
কলপনা নাম,
নব নব সাজি' সাজ, ছলিতে আসিতে! ॥ ১৫ ॥

এখন আবার, একি চমৎকার!
রথ লয়ে আসিয়াছ, সারথির ধরিয়া আকার!
অশ্ব, তেজে ভরা,
মৃদু হস্তে মরা,
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার! ॥ ১৬ ॥

যাইতেছ কোথায়, বল ত শুনি।"
"মনোরাজ্যে যাইতেছি" হাস্য-মুখে কহিল তরুণী।
শুনি' মনোরাজ্য
হয়ে অনিবার্য্য,
"লয়ে চল লয়ে চল" বলি'-উঠে গুণী ॥ ১৭ ॥

"তোমা-সঙ্গে তথায় না যা'ব যদি,
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি!
অই মম জপ,
অই মম তপ,
অই দিকে ধায় সদা বাসনার নদী ॥ ১৮ ॥

মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব্ব-অপসরা!
দলি' স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু!
কল্পতরু সুচারু ছায়ায় ছায় ধরা! ॥ ১৯ ॥

মনোবাঞ্ছা পূরিবে তথায় গিয়া!
মিলিবে সে সুখ-নিধি, সদা চিন্তা যাহার লাগিয়া!
ধরাতল-রূপ
ছাড়ি' অন্ধকূপ,
এইবার বাঁচিব নিশ্বাস তেয়াগিয়া!" ॥ ২০ ॥

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ,
কল্পনা মধুর হাসি', হরি-লয়ো হরিণ-অপাঙ্গ,
শিথিল-আয়াসে
দোল-দিল রাসে,
তেজে গরবিয়া-উঠি' ধাইল তুরঙ্গ ॥ ২১ ॥

মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকট;
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট।
গিরি নদী বন,
হর্ম্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তরে শোভা-করে দিগন্তের পট ॥ ২২ ॥

সম্মুখে তোরণ-দ্বার শক্র-ধনু:
ভিতরে সরসী হাসে, চন্দ্র-ভাসে পুলকিত-তনু!
ঘন বনচ্ছায়
কজ্জলের প্রায়
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু ॥ ২৩ ॥

থামিল তুরঙ্গ-রাজি ক্ষণ-পরে;
"নাম' কবি এই ঠাঁই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে।
নামিলে সে গুণী,
কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে ॥ ২৪ ॥

"রম্য এ যে উপবন!"
কহে কবি তখন,
ফিরাইয়া নয়ন,
চৌদিক-পানে।
"পুষ্প-লতা মিলি-জুলি',
সমীরে হেলি-দুলি',
করিছে কোলাকুলি,
অভেদ প্রাণে॥
পথ দিব্য দেখা-যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায়;
হেলিয়া, তরু, তায়
ছায়া বিছায়।

নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারি দিক,
নয়ন অনিমিক,
ফিরান' দায়॥" ২৫॥

দ্বিতীয় সর্গ

নন্দনপুর-প্রয়াণ।

"আশ্চর্য্য এ দেশ!" কহে কবিবর
"কোথায় আনিলে তুমি আমায়! কি দিব্য সরোবর
শোভিছে অদূরে!
কোন্ সুরপুরে
এ'লাম না জানি, ধরি' মর্ত্ত্য-কলেবর॥ ১॥

আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির!"
কহিল কল্পনা
চারু চন্দ্রাননা
"মনোরাজ্য দেখ এই নয়ন-রুচির॥ ২॥

বইস সরসী-তীরে এই ঠাঁই।
আমি গিয়া আতিথ্যের আয়োজন করিয়া পাঠাই।
সঙ্গী এক জন
আসিবে এখন,
বলিও-কহিও তারে যখন যা' চাই ॥ ৩ ॥

ধর' এই ফুল-মালা, নব-যাত্রি;
মায়া-দেবী রাখুন তোমায় সুখে, বন-অধিষ্ঠাত্রী।"
বলিয়া অমনি
চলিল রমণী,
অন্ধকারে ডুবাইয়া পূরণিমা-রাত্রি ॥ ৪ ॥

"কোথা যাও সুন্দরি!" এতেক বলি'
তাকাইয়া থাকে কবি, কল্পনা যখন যায় চলি'।
মন্দ-মৃদু-গতি,
গেল সে যুবতী,
কবি ভাবে "শীঘ্র গেল যেমতি বিজলি ॥ ৫ ॥

হায়! হায়! কলপনা গেল চলি'!
কেন আর পিকবর কুহরে, গুঞ্জরে কেন অলি!
কেন আর মিছে
সমীর বহিছে!
কল্পনা যখন গেছে, গিয়াছে সকলি!" ॥ ৬ ॥

স্বপ্নাবেশে পাইয়া বিপুল ধন,
জাগে যথা দীন-দুঃখী মণি-হারা ফণীর মতন,
কবির সহসা
হ'ল সেই দশা ;
স্বর্গ-হ'তে রসাতলে দারুণ পতন ! ॥ ৭ ॥

হেন-কালে দেখা-দিল সখ্য-রস ;
করে কুসুমের গুচ্ছ, মুখে হাসি, নবীন বয়স।
না জানি, যুবক,
কি জানে কুহক,
করিল কবির মন মুহূর্ত্তেকে বশ ॥ ৮ ॥

সখ্য-রস যেমন আইল কাছে,
কবিবর উঠিয়া নিকটে গিয়া, সংসর্গ যাচে।
সখ্য মৃদু হাসি'
কুশল জিজ্ঞাসি',
ঢালিল মধুর বাণী সুললিত ছাঁচে ॥ ৯ ॥

"কবিত্ব যে, কি বিত্ত, জানি তা' আমি ;
যশের সৌরভ-বশে আসিয়াছি, কাব্য রস-কামী।
যেইরূপ অলি,
মধু-কুতূহলী,
কুসুমের সুগন্ধের হয় অনুগামী।" ১০ ॥

কবি কহে "তব আগমনে আজ
কবিত্ব-কাননে মোর দেখা-দিল নব ঋতুরাজ।
তব সু-পবনে
কাব্য-উপবনে
ফুটিয়া সুগন্ধি ফুল করিছে বিরাজ ॥ ১১ ॥

কোন্ জাতি, কি নাম, কোথায় বাস,
এতেক কহিয়া মোরে পুরাও মনের অভিলাষ।
কোথা হ'তে আসা,
কোন্ ঠাঁই বাসা ;
না শুনিলে বিবরণ নাহি মিটে আশ ॥" ১২ ॥

হাস্য-মুখে কহে তবে সখ্য-রস,
"পথ-কষ্টে গিয়াছে তোমার আজি সমস্ত দিবস,
উঠাইলে গল্পে,
ফুরা'বে না অল্পে,
দীনের কুটীরে হো'ক্ চরণ-পরশ ॥" ১৩ ॥

কবি কহে "এই ঠাঁই আছি ভাল ;
এমন চন্দ্রমা ফেলি' কাটিবে না প্রদীপের আলো।
এ বা কি চন্দ্রমা !
তা'র সে উপমা
কোথায় পাইব ! হায় ! কোথায় লুকা'ল !" ॥ ১৪ ॥

কথাভাগে মনের বারতা লভি'
সখ্য-রস বলিল "নিরখি কেন ম্লান-মুখ-ছবি ?
কি কষ্টের লাগি
নিশ্বাস তেয়াগি'
রহিলে অমন করি', বল'-দেখি কবি ?" ১৫ ॥

"পষ্ট কোন কষ্ট নাই" কহে কবি,
"যাতায়াতে অমন হইয়া-থাকে ম্লান মুখ-ছবি ;
সকলেরি হয়,
মোর শুধু নয় !"
এত বলি' নিশ্বাসিল শান্তি নাহি লভি' ॥ ১৬ ॥

ডাকে সখ্য "কোথায় গো দাস্য-রস ,"
ভৃত্য এক অমনি আইল তথা, না করি' আলস।
বস্ত্র বিছাইয়া,
দ্রব্য গুছাইয়া,
হস্ত দুই করি'-লয় স্বাধীন স্ববশ ॥ ১৭ ॥

ধোয়াইয়া কবির চরণ-তল,
সুবাসিত, সুরঞ্জিত, পরাইল বস্ত্র নিরমল।
তুলিয়া চম্পক,
রচিয়া স্তবক,
হস্তে দিল, ঘ্রাণে হ'ল পরাণ বিকল ॥ ১৮ ॥

ফল-মূল মিষ্টান্ন, সায়াহ্ন কালে,

নিবেদিল কবিবরে সাজাইয়া সুবর্ণের থালে।

পাতিল তখন

রাঙ্কব-আসন,

মরকত মণিময় ঘাটের চাতালে ॥ ১৯ ॥

যেমন বসিল কবি সুখাসনে,

অমনি ঘুচিল শ্রম, পথ-শ্রম না রহিল মনে।

ইহা করি' লক্ষ,

সুখী হয়ে' সখ্য,

বিবরিয়া বলে সব পথিক-সুজনে ॥ ২০ ॥

"সজ্জন-সেবায় আমি নিরলস,

গন্ধর্ব, নিবাস বিলাস-পুর, নাম সমথ্য র

নন্দনের পতি

আনন্দ-ভূপতি,

তাঁরি আজ্ঞাকারী আমি রজনী-দিবস ॥ ২১ ॥

মায়া-নামে আছেন বন-দেবতা,

রাণী তিনি আনন্দ-নরপতির, সতী পতিব্রতা।

কল্পনা-কুমারী

কন্যা হন তাঁ'রি,

শাইনু তাহারি কাছে তোমার বারতা ॥ ২২ ॥

মনোরথে করে পরী যাওয়া-আসা,
মায়া-বিদ্যা শিখিয়া মায়ের কাছে ; এই মোর বাসা
সরোবর-তটে,
বন-সন্নিকটে,
পদার্পণ কর' যদি পূর্ণ হয় আশা ॥ ২৩ ॥

জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভূপের, প্রমোদ নাম,
বসেন বিলাস-পুর-সিংহাসনে, ছাড়ি' নিজ ধাম ।
প্রমোদ-যুবক
মাতার সেবক,
কিন্তু জনকের প্রতি কিছু যেন বাম ॥ ২৪ ॥

মায়া তা'রে দিলেন বিলাস-পুর,
স্নেহের হইয়া বশ ; আমোদেই যুবা ভরপুর
সেই সে অবধি ;
সুখের জলধি
তলাইয়া দেখিবে পাতাল কতদূর ! ২৫ ॥

এই যে দেখিছ দিব্য সরোবর,
এ'র নাম মানস ; নন্দন-পুর যেমন সুন্দর,
তেমনি মানস
অমৃত-পরশ ,
নন্দন-বাসীরা তেঁই অজর অমর ॥ ২৬ ॥

ত্রিদিব হইতে নামি' মন্দাকিনী
মিলিয়াছে এ-দিকে ; ও-দিকে আর পাতাল-বাহিনী
ভোগবতী নদী ;
বলি সব যদি,
রাত্রি অবসান হ'বে, এত সে কাহিনী ॥ ২৭ ॥

তরঙ্গিনী-দোঁহার সঙ্গম-মুখে
ওই শোভে বিলাস-নগরী, হোতা যাওয়া-যায় সুখে
অনিল-হিল্লোলে,
বৃক্ষটি না দোলে,
আরামে ঘুমায় যেন চাঁদের ময়ূখে ॥" ২৮ ॥

কথা-বার্ত্তা চলিতেছে অবিরাম ;
হেনকালে আইল গন্ধর্ব্ব এক, সুদর্শন নাম ;
চড়ি' পুষ্পরথে,
এ'ল শূন্য-পথে ;
আনন্দ-রাজার দূত নেত্র-অভিরাম ॥ ২৯ ॥

নামিয়া অভিবাদিয়া সমাদরে,
বলিল সে "স্মরিয়াছে নরপতি কবি-গুণধরে ;"
সখ্য বলে "আমি
হই অনুগামী ; "
উড়িয়া চলিল রথ ক্ষণকাল পরে ॥ ৩০ ॥

এড়াইয়া সুরভি কানন-পথ,
নব-নব দৃশ্য-সব দেখাইয়া চলে পুষ্পরথ।
কভু গাছ-পালা,
বিহঙ্গম-শালা,
কভু নদী-সরোবর কভু পরবত ॥ ৩১ ॥

পথ করি' বিপিনের ছায়ে ছায়ে,
তটিনী চলিয়া-যায় হেলিয়া তটের গায়ে গায়ে।
দু-ধার শ্যামল,
ভিতর নির্ম্মল,
অন্তরে ফটিক-শোভা শ্যাম-শোভা কায়ে ॥ ৩২ ॥

দিব্য এক বনোদ্যান-পরিসর,
মধ্যে এক অট্টালিকা, সেই ঠাঁই গন্ধর্ব্ব-বর
থামাইয়া রথ,
দেখাইয়া পথ,
আগে আগে চলিল, বলিল তার পর ॥ ৩৩ ॥

"শুনিয়াছ অবশ্য অমরাবতী ;
রাজ-অট্টালিকা তার, দেখ এই, শত-দ্বারবতী।
মনো-দেবতার
যত অবতার,
নিরখ' তাঁদের এই সাধের বসতি ॥ ৩৪ ॥"

সভা দেখি' অতুলন শোভাময়,
এগোইতে নারে কবি, থমকিয়া দাঁড়াইয়া-রয় ।
বলে "মর্ত্ত্য-দেহে,
হেন দিব্য গেহে,
কেমনে পা বাড়াইব শঙ্কিছে হৃদয় ॥" ৩৫ ॥

সভায় পশিয়া কবি ধীরি-ধীরি,
দেখে দেব মূর্ত্তি সব আছে বসি, সিংহাসন ঘিরি' ।
নিরখে সম্মুখে,
প্রেমোজ্জ্বল-মুখে
বিরাজে আনন্দ যেন আনন্দ শরীরী ॥ ৩৬ ॥

নৃপতিরে অভিবাদে কবিবর,
অভিবাদে সমস্ত সভাস্থ-জনে, যা'রে যা'র পর ।
বসিতে সহসা
না হয় ভরসা ;
উঠিল আনন্দ-রাজ সদয়-অন্তর ॥ ৩৭ ॥

নামি'-আসি' আনন্দ জ্যোতির্ময়,
আলিঙ্গন করিলেন কবিবরে ঢালিয়া হৃদয় ।
তখন কবির,
মন হ'ল স্থির,
ভাবে "অভাজন-প্রতি দেবতা সদয় ॥" ৩৮ ॥

৩

সযতনে বসাইয়া কবিবরে
বলে ভূপ "শূন্য মোর পূর্ণ হ'ল এত-দিন পরে!
সেই তুমি কবি
ফিরিতে অটবী,
ঘরে না থাকিতে স্থির মুহূর্ত্তের তরে ॥ ৩৯ ॥

ধীর যুবা এবে দেখি মনোহর!"
কবি কহে "কিবা তরু কিবা নদী কিবা সরোবর,
যেই কোন ঠাঁই,
নয়ন ফিরাই,—
সকলি আমার যেন প্রাণের দোসর ॥ ৪০ ॥

ভ্রান্তিময় বিচিত্র এ নিকেতন!
প্রথমে পশিনু যবে, মনে হ'ল সকলি নূতন,
দেখি' এবে স্নেহ
ঘুচিল সন্দেহ,
সবে যেন করিছে মোরে প্রিয় সম্ভাষণ ॥' ৪১ ॥

প্রমোদের ছোট' দুই সহোদরে
নিরখিল কবিবর, হর্ষ-উল্লাস নাম ধরে
যমক সে-দুটি,
আঁখি ফুট্‌ফুটি'
হাসিতে লাগিল হেরি' কবি-সুধাকরে ॥ ৪২ ॥

"মৈত্র বলে "অমন করিতে নাই ;"
হাসি' বলে অনুরাগ "সমান চঞ্চল দুই ভাই !"
বলিল বাৎসল্য
"বালক-চাপল্য
বালকে না যদি র'বে, র'বে কোথ্ ঠাঁই ?" ৪৩ ।

স্বাস্থ্য বলে "চাপল্যে সাফল্য আছে ;
বড় বৃক্ষে যেই ভার, সাজে কি তা' ক্ষুদ্র চারা গাছে ?
বালক-রুধির
হয় কভু ধীর ?
অর্থ-হীন কার্য্য নাই প্রকৃতির কাছে ॥ ৪৪ ॥

দাক্ষ্য বলে "চাপল্য যেমন চাই,
শিক্ষা চাই তা'র সঙ্গে, দুই ভিন্ন একে শুভ নাই ।"
বলিল কৌশল,
"দুয়ের মিশল
অসাধ্য হইয়া-উঠে, করিলে লড়াই ॥ ৪৫ ॥

আগে দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনা,
তা'র পর শিক্ষা-দান , এক বিন্দু দোষের সূচনা
নাহি পায় স্থান,
চাই সাবধান ,
দুগ্ধে নাহি পশে যেন অম্ল-রস-কণা ।" ৪৬ ॥

বীর-রস, দুর্গ আগুলিছে বটে ;
সেই বীর, একা যে সহস্র বধে, কিছুতে না হঠে।
জানি বীর-রস
দুর্জয়-সাহস,
সাহসে কি ক'রে কিন্তু সংখ্যার নিকটে ॥ ৫৯ ॥

হ'বে এই, দেখিতেছি, ভীরুগণ
পলায়ে বাঁচিবে সবে ; বীররস ত্যজিবে জীবন,
শত শত অরি
ধরা-শায়ী ক'রি' ;
বীর-সৈন্য এক দল পাঠাও রাজন্ ॥" ৬০ ॥

অনুরাগ বলিল "বিলম্ব করা
ভাল না দেখায় আর ; শুভ কাজে সাজে ভাল ত্বরা।
অক্ষৌহিণী-দল
লয়ে বীররস,
নাশুক্ দানব-দর্প, শান্ত হো'ক্ ধরা ॥ ৬১ ॥

বীর-সঙ্গে সমরে পশিব আমি ;"
সভাস্থ সকলে বলে "মোরা-সবে হ'ব অনুগামী ;
কর' এইবার
প্রমোদে উদ্ধার ;
যুবা সে আপনি নয় আপনার স্বামী ॥" ৬২ ॥

দৈত্য-গণে সঙ্গ্রামে করিয়া জয়,
বীরে দিয়া রাজ্য-ভার, ফিরি'-চল' নন্দন-আলয়।
নন্দন-নগরে
আনন্দ বিহরে,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি দুঃখ-ভয় ॥ ৬৭ ॥

নন্দনের গিরি-চূড়া অভ্র-লিহা,
নন্দনের কানন লক্ষ্মীর বাস,' বল' তারে ইহা।
'নন্দনের বায়
লাগে যদি গায়,
রসাতল-মগ্ন হ'বে বিলাসের স্পৃহা ॥' ৬৮ ॥

যৌবরাজ্যে করি' তাঁ'রে অভিষেক,
শান্তি-ধামে যা'ব আমি, হইয়াছে বাসনা-উদ্রেক।
হেন বুঝাইয়া
আন' ফিরাইয়া,
সংসার-বন্ধন-সেতু তুমি শুধু এক ॥ ৬৯ ॥

এই পত্র সঁপিবে তাহার হাতে ;
বলিবার যা' আমার, বলিলাম সমস্ত ইহাতে।
যাও হে ত্বরিতে ;
বিলাস-পুরীতে
দিবা হয় রজনীতে, নিশা হয় প্রাতে ॥" ৭০ ॥

চিত্র এক, নিরখিল চিত্র-লেখা,
পথে পড়ি' যাইতেছে গড়াগড়ি—যেই-মাত্র দেখা
অমনি যতনে
(কি যেন রতনে)
তুলি'-রাখে ; শোভা-কাছে বিদ্যা তা'র শেখা ॥৭৯॥

চিত্র-পট তুলি'-রাখি' ধীরে ধীরে,
নৃপের আজ্ঞায় ধনী সম্ভাষিয়া কহিল কবিরে,
"দেখ' এ'স ছবি।"
হেরি' কহে কবি
"বন্দি হ'লে পুরে আশ এ তব মন্দিরে ॥" ৮০ ॥

চিত্র বলে "সম্মুখে যে চিত্র-খানি,
বিরাজিছে অমল কমল-বনে দেবী বীণা-পাণি।
যুবতী নবীনা
বাজাইছে বীণা,
মনোময় স্বর্গ-হ'তে ভাব-সুধা আনি' ॥ ৮১ ॥

গড়ায় সরসী, দিগন্ত পরশি' ;
তক্ তক্ করিছে অরুণ-আভা তদুপরি খসি' ;
হংস-হংসী তায়,
ভাসি' গায়-গায়,
পদ্ম-বনে ভিড়িছে মৃণাল অভিলষি' ॥ ৮২ ॥

হের' এই, সভায় সমক্ষে সতী
মুদিয়া সজল আঁখি, প্রাণত্যাগে নিবেশিছে মতি ।
কালা অভিমান
রোষে কম্পমান,
আর কি কোমল প্রাণ তিষ্ঠে একরতি ! ৮৩ ॥

হের' এই, কতগুলা শুম্ভ দূত
বলিতেছে পরস্পর 'কুল-নারী একি অদ্ভুত !'
চণ্ডিকা-তরুণী
হাসিতেছে শুনি' ;
গর্জ্জিছে কেশরী যেন প্রলয়-জীমুত ! ৮৪ ॥

হের' এই খেলিতেছে তপোবনে
কুশ-লব ; জানকী দেখিছে বসি' পূজার আসনে ;
এ আঁখি-কমল
বরষিছে জল,
এ আঁখি মুছিছে বামা বল্কল-বসনে ॥ ৮৫ ॥

হের' এই, নিরখিয়া হারা-ধন
যশোদা ধাইয়া-আসি' চুম্বিতেছে কৃষ্ণের বদন ।
শিশু ক্রোড়-ভরে
আঁকু বাঁকু করে ;
বাৎসল্যে মুদিত-প্রায় রাণীর নয়ন ॥ ৮৬ ॥

হের' এই, অর্জ্জুন, নির্ভয়-হিয়া,
রথধ্বজে বাঁধিছে বিরাট-সুতে বিরক্ত হইয়া ;
বালক বেচারা
ভয়ে জ্ঞান-হারা,
বীরের বদন পানে আছয়ে চাহিয়া ॥ ৮৭ ॥

হের' এই প্রফুল্ল রজনী-মুখে
উর্ব্বশী নাচিছে গর্ব্বে, অর্জ্জুনের সংসর্গ-সুখে।
বিরহ-বিধুর
মুরতি মধুর,
হয়েছে মধুর তব মনোরথ-সুখে ॥ ৮৮ ॥

হের' এই দিব্য তপোবন-দ্বারে,
সিংহেরে বলিছে শকুন্তলা শিশু মুখ মেলিবারে।
শকুন্তলা তায়
ভয়ে মৃত-প্রায়,
কাঁপিতেছে দাঁড়াইয়া, ফুকারিতে নারে ॥" ৮৯ ॥

এইরূপ কত দেখাইল দৃশ্য,
সংখ্যা নাই তাহার, নূতন যেন আরেকটি বিশ্ব।
বীর বিশ্ব-জয়ী,
মাতা স্নেহ-ময়ী,
সুন্দরী যুবতী যা'র নাহিক সাদৃশ্য ॥ ৯০ ॥

হেন-কালে এমনি মধুর গীত
পশিল কবির কানে, কবিবর অমনি মোহিত।
"কে গায়" বলিয়া,
চায় উতলিয়া,
"আহা আহা আহা" বলি' চেতন রহিত॥ ৯১॥

গাইতেছে ভগিনী চিত্র লেখার,
গান্ধর্ব্বী যাহার নাম, পর নহে কবি এ দোঁহার।
চিত্র কহে "কবি,
অই—গান্ধরবী
গাইছে; শুনিবে যদি, খুল' এই দ্বার॥" ৯২॥

দ্বার খুলি' দেখে কবি বন-ভূমে,
মধুময় জ্যোৎস্নায় জল-স্থল মগ্ন যেন ঘুমে।
চৌদিকে বিপিন,
শ্যামল নবীন,
মধ্যে তৃণ-ময়-ভূমি, খচিত কুসুমে॥ ৯৩॥

ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি'-উঠিয়া ধরিতে-যায় গগনের তারা।
না পেয়ে নাগাল,
ছাড়ি' দিয়া হাল,
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি' হয় সারা॥ ৯৪॥

চারি-দিকে রহিয়াছে জলাশয়,
অল্প নহে পরিসর, সরোবর বলিলেও হয়।
প্রবল-হিল্লোলে
পড়ি' তা'র কোলে,
ঝর্ঝর শবদে জল বেগে উথলয়॥ ১৫॥

কুমুদিনী সদনে পড়িয়া খসি',
ঢল ঢল থল্ থল করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী।
এই ফোয়ারার
ঘিরি' চারি ধার,
বসিয়া আছয়ে সব নন্দন-রূপসী॥ ১৬॥

কাঁপিতেছে বনাম্রের ডাল পালা,
দেখা-যায় অদূরে, যেমন স্থান তেমনি নির্ঝরা।
শোভা এই ঠাঁই
আছেন সদাই,
কখনো সজনী-সনে, কখনো একেলা॥ ১৭॥

লজ্জা-সজ্জা এ দুই সখার সনে,
বসিয়া আছেন এবে রমণীয় পঙ্কজ-আসনে।
অরুণ-বরণ
যুগল-চরণ
জাগায় পঙ্কজ-বন চারু পরশনে॥ ১৮॥

মুখ দেখি' মূক হ'ল দিক্‌বধূ—
অনিমেষ হইল তারকা-আঁখি! কুমুদের বঁধু
না নড়ে না চড়ে—
পলক না পড়ে!
মলয় মারুতচ্ছলে নিশ্বাসিল মধু ॥ ৯৯ ॥

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সনে,
গান্ধর্ব্বী গাইছে তায় অনুপম রস-বরিষণে।
নন্দন-রূপসী
শুনে সবে বসি',
গীত-রাগে নীত-রাগ বসন-ভূষণে ॥ ১০০ ॥

যতগুলি হরিণ আছিল জাগি',
একে একে আসিয়া যুটিল তথি, কানন তেয়াগি'।
নেত্র-কিসলয়
স্থির করি রয়,
নিদ্রা-তন্দ্রা পাসরিয়া স্বর সুধা-লাগি ॥ ১০১ ॥

সভাসদ্-সহিতে নন্দন-স্বামী
দেখা-দিল যখন রমণী-গণে, বন স্থলে নামি',
মগ্ন ছিল সবে
সঙ্গীত-আসবে,
কুহক ছুটিয়া-গেল গীত গেল থামি' ॥ ১০২ ॥

গীত-ভঙ্গে কুরঙ্গ পলায় ছুটি',
কোকিলের কুহু-কুহু অমনি উঠিল আর ফুটি'।
লজ্জা-সজ্জা সখী,
ভূপেরে নিরখি',
চেয়াইয়া সজনীরে দাঁড়াইল উঠি' ॥ ১০৩ ॥

শোভা উঠি'-দাঁড়ায় প্রফুল্ল-মনে,
স্নেহ-ভরে বলিল তাহারে ভূপ কবির সামনে,
"এঁরে তুমি চেন' ?"
শোভা বলে "হেন
মনে লয় খেলিতেন কল্পনার সনে ॥" ১০৪ ॥

নৃপ বলে "লইয়া বেড়াও তুমি
কবিবরে সঙ্গে করি', বন যথা আছয়ে কুসুমি',
গিরি যথা উচ্চ
ধরা করে তুচ্ছ,
সরিৎ তরিত বহে তট চুমি' চুমি' ॥" ১০৫ ॥

এত বলি' নৃপতি ললিত ছাঁদে,
মৃদু-হাস্য-শীধুময় করিল শোভার মুখ-চাঁদে।
বলি'-উঠে কবি
"ওই না অটবী
মায়া-মা'র ! তাই বলি—প্রাণ কেন কাঁদে ! ১০৬

দেখিলেই আমায় সে বনেশ্বরী
ডাকিতেন কিবা স্নেহে, বসাতেন কত যত্ন করি'!
কল্পনার সঙ্গে
ফুল তুলি' রঙ্গে,
তাঁরে আনি'-দিতাম আঁচল ভরি' ভরি'—১০৭

তবে তিনি শুনাতেন উপাখ্যান।
বাহির না হতে শ্রীমুখের বাণী, করিতাম প্রাণ
মনোকর্ণে তাহা।
রাত্রি-দিন, আহা,
এই ঠাঁই ছিল মোর সাধের আবাস। ১০৮॥

না হেরিয়া সে আমার জননীরে,
নড়িব না হেথা হ'তে, অচল যদি পড়ে শিরে।
নিরখিয়া মায
হইব বিদায়।"
শোভা বলে "মা আছেন গহন মন্দিরে॥ ১০৯॥

আইস লইয়া-যাই সাথে করি',
মায়ের সে নিকেতনে, আয় তোরা দুই সহচরী।"
এত বলি বালা,
পশে বনশালা,
কি সৌরভ, কিবা ছায়া, কিবা নিভাবরী! ১১০॥

হেলি' বট-মূলে
বসি নদীকূলে,
উদয়-শিখরে উঠি' নিশি করি ভোর ॥ ১১৫ ॥

সরোবরে অই যে কমল-বন,
হোতা যা'ব একাকিনী, উষা যবে মেলিবে নয়ন।
আরো রাত্রি হ'লে,
কুমুদের কোলে
জ্যোছনা বিছানা পাতি' করিব শয়ন॥" ১১৬ ॥

সজ্জা বলে "দখিনে-বাতাস পেয়ে
ফুল ফুটিয়াছে দেখ! এত দিন ছিল পথ-চেয়ে—
কবে পিকবর
আনে সু-খবর;
আজি লো নিকুঞ্জ-বন ফেলিয়াছে ছেয়ে! ১১৭ ॥

লজ্জা বলে "হৃদয়ে পাইয়া পথ,
ফুলে ভুলাইতে, অলি, কত দেখ করিছে শপথ।
ফুলের মঞ্জরী
মুখ হেঁট করি',
সউরভ নিশ্বাসিয়া কহে মনোরথ॥" ১১৮ ॥

সজ্জা বলে "ও তোর বচন শুনি'
কথা এক মনে প'ল; ভ্রমিতেছি দু-জন তরুণী

সখী আর আমি ;
অমনি লো থামি'
দাঁড়াইনু ! নিরখিনু দেব-তুল্য মুনি ! ১১৯ ॥

বসি'-আছে নয়ন মুদিত করি' !
যাইতেও নারি, ফিরিতেও নারি, তরাসেই মরি !
মুনির নন্দন
আইল তখন,
বলিল 'আশ্রমে এ'স শঙ্কা পরিহরি' ॥' ১২০ ॥

তা'র সনে হ'ল যেই চোখোচখী,
সেই যে রহিল মুখ হেঁট করি' আমাদের সখী,
একবারটি লো
মুখ না তুলিল !
মরমে পশিল বাণ নয়নে নিরখি' !" ১২১ ॥

লজ্জা বলে "কি হ'ল তাহার পরে ?"
সজ্জা বলে "মুনিপত্নী আমা-দোঁহে সে দিনের তরে
যতন করিয়া
রাখিল ধরিয়া ;
প্রত্যূষে বিদায় মাগি' আইলাম ঘরে ॥ ১২২ ॥

সত্য সেই তপস্বী মুনির নাম ;
শ্রদ্ধা নাম ধরে ঠাকুরাণী সতী, দোঁহারে প্রণাম।

তাপস-নন্দন

তপস্যারি ধন !

যেমন সোনার তনু তেমনি সুঠাম ! ১২৩ ॥

নাম তা'র কল্যাণ, গুণের নিধি !

তা'রি ধ্যান হইয়াছে সজনীর প্রাণ-প্রতিনিধি।

তেঁই দিবা-নিশি,

ভ্রমে দিশি দিশি ,

শয়নে নয়ন কোণে উথলে বারিধি ॥" ১২৪ ॥

লজ্জা বলিল "হ'বে

কি লো' তবে !

কতদিন পরাণ ব'বে,

অমন করি'।

হইয়ে জল-হীন

যথা মীন

থাকিবে ওলো! কত দিন

মরমে মরি' ! ॥

হৃদয়ে খিল আঁটি',

একলা-টি,

বরণ করিবে কি মাটি,

মাটিতে শুয়ে !

বেদনা-সহচরী
হৃদে করি',
পোহা'বে কি লো বিভাবরী
কঠিন ভুঁয়ে!" ॥ ১২৫ ॥

দু-সখী, এই রূপে, চুপে চুপে, কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত ॥
কখন চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি, কখনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে নবোৎসবে ॥ ১২৬ ॥

কখনো বনে পশি', দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো ফেরে দিক্, কোথা পিক না জানি ডাকে ॥
উপরে শাখা ঝুলে, পদ-মূলে বিছান' ঘাস।
শোভা বলিল "এই কাননেই মায়ের বাস ॥ ১২৭ ॥

হেরিলে তোমা-মুখ, কত সুখ মিলিবে তাঁর!
বলেন তোমা হীনা 'কবি বিনা ঘর আঁধার ॥'
এ সেই মায়াটবী, নাহি কবি, জন মানব।"
পশিল, এত বলি', বনস্থলী, নীরব সব ॥ ১২৮ ॥

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
পালিছে চুপে চাপে, খোপে-খাপে, অযুত নীড়।
নমনা নামি' নামি', ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠি'
বহে বিপুল ভার; অন্ধকার ধরে ভ্রূকুটি ॥ ১২৯ ॥

যে দিকে আঁখি যায়, ছায়ে ছায়, সকল ঠাঁই ;
ঝাঁ ঝাঁ করিছে নিশি, দিশি দিশি, বিরাম নাই।
এমনি নব নব, সউরভ, আসিতে থাকে,
পরাণ উনমাদি', উঠে কাঁদি', তাহার পাকে ॥ ১৩০ ॥

নিকটে, ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে ॥
কি জানি, কোথা-হ'তে, বায়ু-পথে, আসিছে গীত,
বীণার ঝঙ্কার, হয় আর, বেণু-সহিত ॥ ১৩১ ॥

কোথাও নাই কিছু, আগু পিছু সঙ্গীত চরে,
শরীর লোমাঞ্চিত, কথঞ্চিৎ বচন সরে।
সুখে হইয়া দ্রব, যাত্রি-সব, আর না সয়ে,
তৃণ-বিছান' ভুঁয়ে, পড়ে শুয়ে, অবশ হয়ে ॥ ১৩২ ॥

যেমন শুয়ে পড়া, নড়া চড়া হইল ক্ষান্ত,
করিল, ঘুম ঘোর, বসে ভোর, নয়ন প্রান্ত।
হাসে যেমন ঊষা, অকলুষা, পঙ্কজ-বনে,
নারী-মূরতি এক, হাসিলেক, নিদ্রিত জনে ॥ ১৩৩ ॥

যেন অরুণ আলো, প্রবেশিল, পঙ্কজ-পুটে,
যতেক যাত্রি-লোক, মেলি চোক, জাগিয়া উঠে।
পুলকে নিমগণ, যাত্রি-গণ, যা'রে নিরখি',
সাত্ত্বিকা নাম তা'র, মায়া-মা'র প্রধানা সখী ॥ ১৩৪ ॥

নয়ন মেলি' পাখী, উঠে ডাকি', আলোক-ভুখে,
ভ্রমর গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া বিচরে সুখে ;
যে দিকে আঁখি যায়, উগরায় শ্যামল শোভা :
ছাদ খিলান থাম, সব শ্যাম, নয়ন-লোভা ॥ ১৩৫ ॥

সুধা বচনে ভাসি', বলে হাসি', মায়ার সখী,
'কত দিনের পরে, কবিবরে, হেতা নিরখি !
এস মায়ের ঠাঁই, লয়ে যাই, জুড়া'বে প্রাণ,
এসেছ যবে, নব হ'বে, এ সব স্থান ॥ ১৩৬ ॥

ফুল ফুটেছে গাছে, চেয়ে আছে, তোমার তরে।
ঐ শুন' আগমনি-পিক-ধ্বনি নিকুঞ্জ-ঘরে ॥"
সাগর গরজায়, শুনা যায়, কিঞ্চিৎ আগে,
অচল দেখা যায়, ভীম কায়, নিকট-বাগে ॥ ১৩৭ ॥

যেখানে জল-স্থল-মহাচল-শূন্য-পবন
করিয়া আছে সন্ধি, ফুল গন্ধি বিরাজে বন।
সেই কানন-চ্ছায়ে মায়া-মায়ে হেরিল কবি,
বিরাজে বনেশ্বরী আলো-করি, মায়া-অটবী ॥ ১৩৮

হেরিলে যাঁর মুখ, ঘুচে দুখ, মরণ-ভয়,
কবি নিরখে যেই, সুখে সেই, মগন হয়।
তাঁর সে দুটি পদ কোকনদ সুধার আশে
লুটায় ভূমি তলে, অশ্রুজলে নয়ন ভাসে ॥ ১৩৯ ॥

এমনি নিমগন, হ'ল মন, সে রস-পানে,
কেবা কোথায়, কিবা নিশি-দিবা, কিছু না জানে।
স্মরণ করে ভোগ শোক রোগ, সকল ভুলি'।
দেবতা যেন তা'রে ভব-পারে, লইল তুলি' ॥ ১৪ ॥

জানুতে করি' ভর, অতঃপর, (পীযূষ-পানে
হয়ো শীতল-শান্ত) চায় পান্থ মায়ের পানে।
বিতরি' করচ্ছায়া, বলে মায়া, "আশীষ লও,
সকল রোগ শোক দূর হো'ক, অমর হও" ॥ ১৭১ ॥

কবি বলিল "দেবি তোমা সেবি' সব আমার।
করেছি পদ-লাভ, কি অভাব, আছয়ে আর।
সতত এই ঠাঁই, স্থান পাই, আগের মত,
সেই আশিষ মাগি তা'রি লাগি শর-াগত' ॥ ১৭২

বলিল মায়া-মা তা, "বিশ্বপাতা পুরা'বে আশ।
তোমারি হবে, কবি, এ অটবী, দ্বাদশ মাস।
শুন' আমার কথা, মনোব্যথা, না র'বে আর
আইলে কি কারণ, বিবরণ, শুন তাহার" ॥ ১৭৩ ॥

"বালিকা কল্পনা, সে ললনা, কিছু না জানে,
পাঠা'নু আমি তা'রে, তোমা-দ্বারে, দারপি-ভানে
তোমার অনুরাগে হো'ক আগে আহুতি-লেক,
দুজনে বিয়া দিয়া, দুই হিয়া, করিব এক ॥ ১৭৪ ॥

মনে ভাবিল গুণী, "দিন গুণি' রহিব জিয়া,
তখন মৃত জীবে, প্রাণ দিবে, বিবাহ দিয়া,
ত'দিন বাঁচি কিসে! আশীবিষে হৃদয়ে পালি',
দংশে যদি না সে, বিষ-শ্বাসে হইব কালি ॥ ১৪৬ ॥

কেন বিজলি রেখা, দিল দেখা, এ খেলা খেলি'!
কেন বা গেল চলি আঁখি ছলি', আঁধারে ফেলি'।
কোথা লুকালে প্রিয়ে! দেখা দিয়ে বাঁচাও প্রাণ।
দেখি আরেকবার, সে তোমার, বিধু-বয়ান!" ॥ ১৪৭ ॥

রাজনা মায়া-সখা, ভাব লখি', বলিল "আহা!
ছবি একটী আছে আমা-কাছে, দেখ'-সে তাহা।
দেখিতে দোষ নাই, এই ঠাঁই আইস উঠি',
কি ছবি নাহি ক'ব, দেখি তব নয়ন-দুটি!"॥ ১৪৮ ॥

এত বলি লইয়া অঞ্জন-শলা
কবির নয়নে মাখাইয়া-দিল কজ্জলের মলা।
সে যে ভাবাঞ্জন
নিখিল-রঞ্জন!
চমৎকার গুণ তার নাহি যায় বলা ॥ ১৪৯ ॥

প্রেমের আগুণ, করিয়া দ্বিগুণ,
দূর-বাসী বন্ধু-জনে নেত্র-পথে আনিতে নিপুণ।

তৃষ্ণানাশ-কারী
মরীচিকা বারি
পিয়ায় প্রেমিক জনে, এই তার গুণ ॥ ১৫০ ॥

ভাবাঞ্জনে অপূর্ব্ব নয়ন লভি'
সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনারে নিরখিল কবি।
ভূষিছে, বালিকা,
চারু অট্টালিকা ;
সঙ্গে সখী শরণ্ময়ী সুরুচি মাধবী ॥ ১৫১ ॥

দিব্য হর্ম্ম্য-বাতায়ন,
তথায় তিন জন
প্রাণের পরিজন,
লইয়া কাছে,
সমীরণ সুধা ঢালে,
কল্পনা হেন কালে,
হাতটি দিয়া গালে,
বসিয়া আছে।
মাধবী, শরণ্মই,
সুরুচি, তিন সই
জানে না সখী বই
কোন জনায়।
মাধবী শরত্তে মিলি',
হাসিছে খিলি খিলি,

সুকুঁচ নিরিবিলি
কেশ বিন্যায় ॥ ১৫২ ॥

কুসুম কাননে যথা,
শোভয়ে পুষ্প লতা,
লালিত্য চঞ্চলতা
মিলিত করি'।
তাহা করি' অতিক্রম,
সজ্জনী সমাগম
কি শোভে অনুপম,
আ-মরি-মরি !

ঈষৎ বহিলে বায়,
পুষ্প-লতা ফোতায়,
হাসিয়া পড়ে গায়
সবে সবার।
হেতা বায়ু হাস্যালাপ,
অঙ্গ লতা-কলাপ,
স্তনের পরিমাপ
ফুলের ভার ॥ ১৫৩ ॥

বাতায়ন পেয়ে মুক্ত,
মলয় সুধা-সিক্ত,
সৌরভ সংযুক্ত
হিল্লোল হানে।

কল্পনা সুধীরে উঠি',
ধরি' কপাট-দুটি,
আঁখির দিল ছুটি
বাহির পানে ॥

হেরিল অমনি ধনী,
সুধার যেন খনি,
বিশদ নিশামণি,
কুমুদ প্রাণ।
জ্যোৎস্না-আঁচল-ধার
খসি' পড়িছে তা'র,
ফাঁকায় অন্ধকার
না পায় ত্রাণ ॥ ১৫৪ ॥

লতা পাতা তাম্র-রুচি,
মালিন্য এবে ঘুচি
ধরেছে শুভ্র শুচি
রজত ভান।
ফুল কিবা ফুটিয়াছে!
কে হায় গঠিয়াছে,
বনেরে করিয়াছে
জীবন দান!

হেতায় রম্য অটবী,
কোথায় হায় কবি,

জাগিছে তাঁরি ছবি,
কল্পনা-প্রাণে।
নয়নে উদ্যান শোভে,
কোকিল শ্রুতি-লোভে,
হৃদয় কেন ক্ষোভে
হৃদয় জানে ॥ ১৫৫ ॥

কোকিল ডাকিল কুহু,
কল্পনা করি' উহু,
নিশ্বাস ফেলে মুহু,
পরাণ কাঁদে।
এ হেন রঙ্গ নিরখি',
তাহার দুই সখী,
করিয়া চোখোচখী,
কহিল ছাঁদে ॥

"হেতা আয় শরণ্মই,
কথা-বারতা কই ;
কেন লো প্রাণ-সই
উতলা অত ?
ভাবিয়া হ'ল যে সারা,
ঠেকে কেমন ধারা,
ঠিক লো মণি-হারা
ফণীর মত" ॥ ১৫৬ ॥

এমন কি দেহে আছে '
ও'তে কি দেহ বাঁচে।
লৌহ-পাষাণ-ছাঁচে
গড়া ত না '" ॥ ১৫৯ ॥

ভাবনায় নিমগন
হইয়া এতক্ষণ,
বিরহিণীর মন
ছিল কোথায়।
আচম্বিতে ভাবে ধনী
এসেছে গুণমণি
নিকবিয়া অমনি
ফিরিয়া চায়।
ভ্রম যবে গেল ঘুচি
বলিল আঁখি মুছি',
"আমাসনে সুরুচি,
সর লো সর্ !
একান্ত বসিবি যদি
ক্ষাল আমার নদি,
মারিসনে দগাদি,
মিনতি ধর্ '॥" ১৬০ ॥

এত্রেক বলিয়া,
বিকাশিয়া,

মনেরে শিকলিয়া
বাঁধিতে যায়।
উপবনে আঁখি
"কথা রাখি",
মন কেমনে ঢাকি,
ভাবে উপায়।

নিবন্ধে মল্লিকা
বিকলিকা,
নবন্ধে মাধবিকা
কুসুমে ভরা।
বকুলে কলা-টি
ঢাকে মাটি
কুসুম পরিপাটি
ছেয়েছে ধরা ॥ ১৩১ ॥

বলে "ওই শোন
বোন্ কোন্
ফুল ফুটেছে গো,
করিয়া নাম।
পরাণ ফুরাল।
আর না গো।
এই অবধি ভাল,
এখন থাম।

পারিনে গো আর
বার বার!
হৃদে পাষাণ-ভার,
তাই সামালি
নড়ে না গো বাণ
অণুমাত্র,
জ্বলিয়া-যায় গাত্র
হুতাশে খালি! ॥ ১৬২ ॥

চল্ দেখি যাই
ওই ঠাঁই,
যদি তোমায় পাই
ফাঁকায় গিয়া
ঘরে যেন বিছে
দংশিছে,
অনল বাহিরিছে
শরীর দিয়া!"

উদ্যান-ভূমিতে
পদার্পিতে,
মলয় আচম্বিতে
মাতিয়া বহে,
বিরহিণী তায়
মৃত প্রায়,

কা'রে ক্ষমা চায়,
আর না সহে'॥ ১৩৩ ॥

গগনে নক্ষত্র
যত্র তত্র,
কাননে ফুল-পত্র
পবনে দুলে।
নয়ন দুর্লভা
নারী-সভা
তা' সনে নিষ্প্রভা
কবিতা-কুলে॥

জুঁই ফুলে নুয়ে,
মধু চুয়ে,
কেহ কুড়ায় ভুঁয়ে
বকুল গাদা।
পাড়ে চাঁপা-ফুলে
শাখ্ ঝুলে,
পায় গোলাব-মূলে
কাঁটার বাধা॥ ১৩৪ ॥

ডালে ফুল খুঁজি,
করে পুঁজি,
লতার সনে
নিকুঞ্জ খুঁটে

পিক, গেয়ে গাড়া,
দিল সাড়া,
পল্লব দিয়া ঝাড়া
হরিণ উঠে ॥

কল্পনার বশ
ক্ষণে ক্ষণ
ফিরাছে ত্রিভুবন
কবির সাথে।
ক্ষণে আঁখি-দুটি
ভরি' উঠে,
পলক ভিজোইছে
এক পাকে ॥ ১৬৫ ॥

এতেক দেখিছে কবি, তার চক্ষে,
হেনকালে আবার তামসী সখী আইল সমক্ষে।
শঙ্কা ভয়ো রাশি
কোথা হইতে আসি
স্বপ্ন দেখা ঘুচাইল শেল হানি' বক্ষে ॥ ১৬৬ ॥

বিষাদ পশিল কবির চিত্তে।
হৃদয়-হইতে বাহিরয় শ্বাস পরাণ সহিতে।
হেরি' আশে পাশে
বলে হা-হুতাশে
"কল্পনা কোথায়!"— তায় কে পারে কহিতে। ॥১৬৭॥

এমনি হইল মন উচাটন,
ধরাতলে ঢলিয়া পড়িল কবি হয়ে অচেতন।
চরাচর-বিশ্ব
হইল অদৃশ্য;
পড়িয়া রহিল কবি জড়ের মতন॥ ১৬৮॥

চটক ভাঙিল নেই, কহে কবি "কারেই বা বলি!
"চকিতের প্রায় স্বপন-রবি অস্তে গেল চলি'!
যায় বটে দিনকর, (সন্ধ্যাসতী প্রকাশ্যে আসিতে
লজ্জে নাকি সে থাকিলে) কিন্তু তবু সস্মিত রশ্মিতে ১৬৯

বিলম্বে পশ্চিম মূলে, তরুদের জটিল মাথায়
ক্ষীণ কর নিবেশিয়া, আশিষিয়া, মাগিয়া বিদায়,
'অতিশয় অনিচ্ছায় লয় পরে কর অপসারি'!
যায় বটে জলধর, চাতকেরে দিয়া-যায় বারি॥ ১৭০॥

কোথা গেল অচল সিন্ধু অটবী!
এ যে দেখি সরোবর!" কহে কবি জ্ঞান কিছু লভি'।
সখ্য রসে দেখি',
বলে কবি "এ কি!"
সখা বলে "আশ্চর্য্য কিছুই নয় কবি!॥ ১৭১॥

মায়া-রথে এসেছ মানস-ধারে,
বিলাস-পুরীতে চল' মায়ারি আদেশ অনুসারে।"

কোন্ লাজে এখন ফিরিতে চা'ব।
পূর্ব্বে ভাবিলে না মন এখন বৃথায় আর ভাব'।
ভালে থাকে লেখা,
পুন হ'বে দেখা।
নিজে পাতি' নিজ ফাঁদ কেমনে এড়া'ব।" ৫ ॥

কর্ণ-ধার কলে ভিড়াইয়া তরী,
যযতনে বাঁধিয়া রাখিল তরি, দ্রুত অবতরি'।
সখা-দোঁহে শেষে
উঠে কায় ক্লেশ,
উঁচা পাড় ভাঙিয়া করিয়া পদাবধি ॥ ৬ ॥

উত্তরিয়া দিব্য অপরূপ তটে
কবিবর বলিল চৌদিক হেরি "মনোহর বটে।"
ক্ষণেকে হরিষ,
ক্ষণে চিন্তা-বিষ,
মুহুর্মুহু কল্পনা জাগে চিত্ত-পটে ॥ ৭ ॥

সখ্য কহে 'কি দেখ' রঙীন মাটি।"
কবি কহে "তৃণ-আস্তরণ এ যে অতি পরিপাটী।
কেন লয় চিত্তে,
কে যেন চকিতে,
ছাটিয়া সমান করি' দিয়া গেল ঝাঁটি" ॥ ৮ ॥

কতরূপ কহিতে কহিতে বাণী
উত্তরিল সখা-দোঁহে যথায় বিলাস-রাজধানী।
যতেক বিলাসী
যায় হাসি হাসি'
রঙ্গে উড়াইয়া কিবা রঙ্গীন উড়ানি ॥ ৯ ॥

রস-ভরে বরষিছে রম্য তান ;
রোমে দেখিয়া কত পুষ্প করে উপহার-দান।
নবোৎসবে মাতি',
ফুলাইয়া ছাতি,
চলিয়াছে যুব-দল খুলিয়া পরাণ ॥ ১০ ॥

চারিদিকে ফুলের বাজার-হাট,
চলিতেছে বেচা-কেনা, মাঝে মাঝে চলিতেছে ঠাট।
কানন-গৌরব
কুসুম-সৌরভ
মন্দ-মৃদু গন্ধ-বহে করিছে ভরাট ॥ ১১ ॥

মাঝে-মাঝে অট্টালিকা উচ্চাকার,
বাতায়ন-দ্বার দিয়া দেখা-দেয় রূপ চমৎকার।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী,
মধুর-নাদিনী,
উচাটন করে মন পথিক-জনার ॥ ১২ ॥

কবির সুখের উৎস নাহি খুলে :
পশ্চাতে পড়িয়া আছে মন তা'র সরোবর-কূলে।
আশায় কেবলি
ভর করি' চলি'
উত্তরিল সভার উদার দ্বার-মূলে ॥ ১৩ ॥

উত্তরিয়া প্রভা ময় সভা-দ্বারে
যেদিকে ফিরায় আঁখি উল্লাসের তরঙ্গ নেহারে।
ডাহিনে ও বামে
রম্য থামে থামে
লুটাইছে ফুলমালা ফুল-পত্র-ভারে ॥ ১৪ ॥

সিংহাসনে বসিয়া প্রমোদ-রাজ
মদিরা তরুণী-সনে শোভায় উজলে সভা মাঝ।
পূর্ণিমা-শশী
তারা-সনে বসি'
আলো-করে যেইরূপ গগন-সমাজ ॥ ১৫ ॥

কুসুমের মুকুটে ভূষিত শির,
গলে কুসুমেরি মালা সাজিয়াছে শোভন-রুচির।
অপ্সরা কিন্নরী,
সিদ্ধা-বিদ্যাধরী,
কাঁপাইছে নৃত্য-গীতে রজনা-গভীর ॥ ১৬ ॥

চারিদিকে লোকের পড়িছে ঝাঁক,
কেহ দেয় সাধুবাদ কারো মুখে নাহি সরে বাক্।
কেহ বা গরবে
থাকিয়া নীরবে
মনে-মনে গরস করিছে পরিপাক ॥ ১৭ ॥

মগ্ন-চিত্তে দেখিছে প্রমোদ রায়,
কভু বলে "অপূর্ব্ব!" কখনো "দিব্য!" কভু "হায় হায়!"
হাসি-হাসি মুখ,
ভুঞ্জিতেছে সুখ,
হেনকালে সখ্য-রসে দেখিবারে পায় ॥ ১৮ ॥

সখা প্রেমে অমনি সকল ভুলি',
"আরে আরে এ'স এ'স" বলিয়া করিল কোলাকুলি।
সখ্য রস কহে
"এত অনুগ্রহে
পাঁডিব পর্ব্বত চাপা ক্ষুদ্র আমি ধূলি ॥ ১৯ ॥

রত্ন যত সকলি রাজার ভোগ্য,
কবি-রত্ন এই যে দেখিছ, এটি মুকুটেরি যোগ্য।
কবির লেখনী
সুবর্ণের খনি,
কবির বচন-সুধা তাপের আরোগ্য ॥ ২০ ॥

নারী-সবে কার সন্ধি
কবিরে করিল বন্দি,
সুধা-হাতে সুধা-গন্ধি
মালা দিয়া গলে ॥ ৩৫ ॥

নৃপ কহে "বিনোদ-কাননে চল'।
এস তুমি বসিবা আমার সনে! দ্রাক্ষা-ফল দল
অই রাঙা পায়।
শোভা লজ্জা পায়
অরুণ, আলতা আর কি করিবে বল ॥ ৩৬ ॥

আসিবস কোথা? লালসা কই?
কোন' কথা শুনিতে চাহি না আজি রসালাপ বই।"
মেখলার রবে
চেড়ি-চুটি' সবে,
বলিল "লালসা ধনী আসিতেছে অই' ॥ ৩৭ ॥

যেমতি বরষা, চাতক-ভরষা,
বিলাস পুর-জনের, কবিবর তেমনি লালসা।"
লালসে নিরখি'
হরষে পুলকি',
স্মর-শিষ্য আসিরস বলিল সহসা ॥ ৩৮ ॥

"প্রিয়া মোর লাবণ্য-সুধার খনি!
মুখ-খানি দেখিলে চাঁদের মুখ শুখায় অমনি!
নয়নের ছাঁদে
মৃগী পড়ে কাঁদে!
চোরা ছোরা হানে প্রাণে একেক চাহনি!" ॥ ৩৯ ॥

নৃপ বলে কবিরে "চাহিয়া দেখ'!
মেঘ বলে কাহাকে, কাহাকে শশী, ওই ঠাঁই শেখ'!
কা'রে নীলোৎপল!
কা'রে বিম্ব-ফল!
ঘরে গিয়া তখন কবিতা লয়ে থেকো!" ॥ ৪০ ॥

আহা! আহা! চঞ্চল-কমল-নেত্র
মরি কিবা করিছে ভান!
ভুরু-ধনুতে করে কুরু-ক্ষেত্র,
তনুতে নাহি রহে প্রাণ!
বাসায় যাবে চলি', আশায় দলি',
না রাখিয়া চরণ-চিহ্ন,
তখন বলিবে "হা দারুণ-বিধি!
তুভ নাই মরণ ভিন্ন!"" ॥ ৪১ ॥

এইরূপ সরস আলাপ করি'
ছড়াইয়া-পড়িল বিনোদ-বনে নাগর-নাগরী।

তটিনীর কূলে
বীণা প্রাণ খুলে,
নিকুঞ্জে পরাণ টানে মোহন বাঁশরী ॥ ৪২ ॥

লালসাবে বলে নৃপ "কবি ইনি,
ইঁহারে শুনাও গীত ;" কেহ ওনি নবীনা কামিনী,
যৌবন ধরমে
শরম-ভরমে
চাহে মুগ্ধ কবি পানে মন-উন্মাদিনী ॥ ৪৩ ॥

নৃপ কহে "লজ্জা কি কবির কাছে !
বলী পারিহিবে গুণ, হেন ভাগ্য আর কিবা আছে !
গুণে যার মোহ,
গুণে সে কি দোষ ?
ফুল ফেলি' কোন্ অলি রেণ-কণা যাচে ?" ॥ ৪৪ ॥

প্রাণ চাহে চাহিতে কবির পানে
শরমে চাহিতে নারে প্রবলা লজ্জা-মাঝখানে।
না চাহিতে গিয়া
ফেলিল চাহিয়া,
লজ্জা হল অন্তর্হিত প্রেম-সন্নিধানে ॥ ৪৫ ॥

চাহিল অমনি যেই কবিবর,
আঁখিতে মিলিতে আঁখি, পঞ্চ-শর পাইয়া বিবর,

পশি হৃৎ-কমলে,
রোমাঞ্চের ছলে
শর-জালে ছাইল কবির কলেবর ॥ ৪৬ ॥

যত বীরে ভূপতি সাহস-দানে
যত বলে "গাও! গাও!" ততই সে পরাজয় মানে
গীতটি যেমনি
ধরিল রমণী,
নীরব অমনি সব, যে আছে যেখানে ॥ ৪৭ ॥

ভূপতির নয়ন হইল স্থির।
ভূপতিত নাই আর, ভূ-পতিত হয় না শরীর।
কবির রতন
ছবির মতন,
চেতন কি অচেতন দুয়ের বাহির! ॥ ৪৮ ॥

প্রাণ, মন হৃদয়, অন্তঃকরণ,
উহার যে-কিছু ছিল অবশিষ্ট কবিতে তখন,
ক্রমে তা'র কিছু
না রহিল পিছু,
গীতের পীযূষ স্রোতে মজিল যখন ॥ ৪৯ ॥

"আহা আহা অমৃত অমৃত!" বলি',
মকরন্দে অলি যথা সুধা-স্বরে কবি গেল গলি।

গীত মাত্র পিয়া
রহে যেন স্থির হ'য়ে'
"আর এক বার গাও!" কহিছে কেবলি ॥ ৫০ ॥

কবি-পত্নী প্রসন্ন হইয়া ভূপ
অর্পিল সম্মান-ভাবে পুষ্প এক অতি অপরূপ।
কবি নত হয়ে,
কর পাতি' লয়ে,
সখ্যরসে বলিল, থাকিতে নারি' চুপ ॥ ৫১ ॥

"হে সখা! প্রেম সিন্ধু সুগম্ভীর।
পার হব কেমনে বলিতে পার? বাধিত কিঙ্কর!"
সখ্যরস কয়
"পুষ্প এ ত নয়,
পঞ্চশর বিঁধিতে পারে এমন অস্ত্র' ॥ ৫২ ॥

কবির কথার বুঝিয়া মর্ম্ম,
কহিল "যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি জানিতেছ ইহা'
ভঙ্গ দিতে রণে
পারি বা কেমনে?
অতএব দেখ মোর সাহসের বর্ম্ম!" ॥ ৫৩ ॥

এতেক বলিয়া বাণী কবিবর
নিক্ষেপ করিল পুষ্প লালসার বক্ষের উপর।

লও লও এখনি সকল লও! কি যে ও চাহনি
কি বলিব! কিসাও উহাবে শীঘ্র! কিছু নাহি গণি
তাসা-র উহার! পারে অবনীরে রসাতলে দিতে!
অই কাল-হুতাশনে সাধ গেছে পতঙ্গ হইতে! ৫৯

বসন্ত-বায়ুতে যথা কুসুমিত নিকুঞ্জ-বিপিন
মননে মরিয়া হয় সমীরের একান্ত অধীন,
ফুলের মঞ্জরী হতে সউরভ-নিশ্বাস বেরোয়,
যে-দিকে নোয়ায় মৃদু-সমীরণ সেই-দিকে নোয়; ৬০

সেই দশা করেছে আমার- চাই রাখ চাই মার'!
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পার
নয়ন ভঙ্গিতে! বল বল তাই কি করিবে দীন
শুধিতে অমূল্য অই চাহনির মর্ম্মভেদী ঋণ!" ৬১

এত বলি' হৃদয় ঢালিয়া-দিয়া
আলসার পানে চায়, সুগভীর কটাক্ষ হানিয়া।
তাহে সুবদনী
পরমাদ গণি',
এগোইতে নাহি পারে বিভ্রমে বাঁধিয়া॥ ৬২॥

একবার বলয়-অঙ্গদ সারে,
একবার বামাঙ্কিনী মেখলায় ফিরিয়া নেহারে।

গোলাপ-কণ্টকে
বস্ত্র বা আটকে,
ফিরিয়া-ফিরিয়া তাই হেরে বারে বারে ॥ ৬৩ ॥

হাস্য বলে "এবার আমার পালা !
কথা-ই শুনে না কেউ, হ'ল মোর ভস্মে ঘৃত ঢালা !
দক্ষি-মারে রূপ,
তার বেলা চুপ !
শুধু চেঁচাইয়া খুন, তার বেলা কালা !" ॥ ৬৪ ॥

হ্যাদে-দেখ ! ব্যাঙে সে লুটিছে নীড় !
মজাইল পীন-স্তন ক্ষীণ-মাজা নিতম্ব নিবিড় !
ব্রাহ্মণের ছেলে
খেলে কি না খেলে,
সে তত্ত্ব চুলায় গেল, ঐ দিকে ভিড় !" ॥ ৬৫ ॥

আদিরস বলিল "কি ঘোর পাক
খেলিতেছে ভুজঙ্গিনী আমা-সনে ! হয়েছি অবাক
দেখি' লালসার
আচার ব্যাভার !
ফিরিয়াও চাহিল না, কথা দূরে থাক্ ! ॥ ৬৬ ॥

কবির ঘুচাব আজি কবি-পনা।
কবিরে যে পরাণ-সমান বাসে, সেই কলপনা
আছে এই ঠাঁই
আপনার ভাই
প্রমোদ তাহার তাই করে আনাগনা ॥ ৬৭ ॥

সন্ধ্যাভ্র গিরিতে ছিল সন্ধ্যাবেলা,
কবির উদ্দেশে সেতা আসিয়াছে একেলা-একেলা
চড়ি মায়া রথে।
মোরে আজি পথে
পরিল কুসুম-ধনু, ভাবি আমি খেলা ॥ ৬৮ ॥

কবি কল্পনার সব সমাচার,
শুনাইল সে আমায়, তেঁই এত বিলম্ব আমার।
তোমার ত ভাই
[illegible]ক সব ঠাঁই,
[illegible] কল্পনারে বশ [illegible] দিন ব্যাভার।" ৬৯ ।

হাস্য বলে, "থাকিলে হবে-কি গতি।
যথা যে সেরাঙা গতি। কল্পনা শুধু কি রূপবতী?
উপবীতে দোষ
ভয় পাবে সে কি?
বলিব কি মুখামে তাহার সরস্বতী ॥ ৭০ ॥

সম্মুখে এই যে সব নিতম্বিনী,
এরা সবে জানে মোরে 'সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য-দেব ইনি।
ব্রাহ্মণের চিহ্ন,
পইতা-টি ভিন্ন,
আর কিছু নাহি খোঁজে এসব কামিনী'॥ ৭১॥

এদের সহিতে হ'লে মুখামুখি,
অনুস্বর জোড়া দিয়া অনর্গল সংস্কৃত ফুঁকি।
লই আমি লম্ফ,
না করি আলস্য,—
সংস্কৃত চাগিয়া-উঠে লম্ফ যেই ভুঁকি'॥ ৭২॥

ইঁদেরই ব্রহ্মণ্য-দেবের বাসা।
গলায়-গলায় ভখি মিষ্টান্ন যখন হয় ঠাসা,
'আঃ' এই ধ্বনি
বেরোয় অমনি।
মিষ্টান্ন গিলনে কভু মিষ্ট হয় তাহা'॥ ৭৩॥

খালি পেটে হই যদি অগ্রসর,
কি বলিতে কি বলিব- কবি হবে গুণের সাগর,
আমি মিথ্যাবাদী।"
কহে ভাঁয় আদি
"সে জন্য তুমি গো হাস্য হয়ো না কাতর॥ ৭৪

এই মাত্র যেই মালা কবিবর
লালসার গলে দিল, কল্পনাই তা'র কারিকর।
সেই ফুল-ডোর
ধরি'-দিবে চোর,
তা' যদি আনিতে পার মুষ্টির ভিতর॥ ৭৫॥

শুভ কাজে হাস্য, করো না আলস্য,
কৌতুকের এমন সুযোগ আর পা'বে না বয়স্য।
কল্পনা-রমণী
আসিবে এখনি
কবিবরে শিক্ষা দিতে, দেখিবে রহস্য॥" ৭৬॥

হাস্য রস হাস্যের পাইলে গন্ধ,
কা'র সাধ্য [illegible]রে চাবি-দিয়া তা'রে করি রাখে বন্ধ
লালসার কাছে
তেঁই ভিক্ষা যাচে,
"সুন্দরি ভিক্ষাং দেহি বাড়ুক আনন্দ॥" ৭৭॥

এত শুনি' হাসিয়া-বলে লালসা,
"ঘরে ত আছেন ধনী, তবে কেন ভিখারীর দশা।"
হাস্য বলে "রাম!
করিও না নাম!
সে ধনীর পুঁজি মাত্র কেবল রচনা!॥ ৭৮॥

দ্রোণাচার্য্যে দিতে পারে বাণ-শিক্ষা —
এমনি মুখের তেজ! চক্ষে তা'র বিরাজে কামিখ্যা—
তীর যবে দাগে
তেবা চেকা লাগে।"
বলে ধনী "সেই ঠাঁই কর'-যাও ভিক্ষা।" ॥ ৭৯

হাস্যরস বলি-উঠে "ওরে বাপা!
বাঘিনীর থাবায় যেমন থাকে নখ গুলা চাপা,—
ঠাণ্ডার সময়
নাহি কোন ভয়,
বেরোয় ক্ষুরের ধার হ'ল যদি খাপা।॥ ৮০ ॥

এই ধার আমায় ফেলিবে মারি
বাড়ি মুখো হই নাই আজি আনি ফুল দুই চারি
রোক্ষণীর ডরে,
নিত্য তাঁ'র তরে
ফুল-মালা যোগাও, নহিলে মহামারী।॥ ৮১ ॥

মালী নই মালার কি পারি ধার!
কিনিয়া দিলাম যদি এক ছড়া, রক্ষা নাই আর!
তিল-সম দোষে
গর্জ্জি-উঠে রোষে!
অই ছড়া দেখিতেছি বড় চমৎকার!॥ ৮২ ॥

কান্ত-গলে পড়ুক্ প্রেমের ফাঁস,
ঐই ছড়া ভিক্ষা দেও, তা' নহিলে ছাড়িব নিশ্বাস!"
শাঁপ-ভয়ে, বালা,
কবির সে মালা
হাস্যরসে দিল যেই, হ'ল সর্ব্বনাশ! ॥ ৮৩ ॥

সেই মালা-ছড়াটি লইয়া হাস্য
দেখাইল কল্পনা'রে, পদে পদে করি' তার ভাষ্য।
কল্পনা-রমণী
উঠিল অমনি'
কি যে হ'ল পরিণাম ক্রমশ প্রকাশ্য ॥ ৮৪ ॥

ফিরি-আসি' নিরখিল হাস্য-রস,
রঙ্গরস-তরঙ্গে ঢেলেছে অঙ্গ মদিরা-লালস।
গাইছে মদিরা
কিঞ্চিৎ অধীরা,
নাচিতেছে লালস যৌবন-মদালস ॥ ৮৫ ॥

নৃপ কহে "তোমার, মদিরা-ধনী,
কি মিষ্ট মুখ-কমল! মধু-গন্ধে মোহিত অবনী।
মিছিরির পানা
আছে মোর জানা,
বিম্ব অধরের কাছে নিম্ব-হেন গণি ॥ ৮৬ ॥

আশ নাহি মিটে মোর আস্বাদিয়া,
সুরাসুরে বাঁধিল বিষম দ্বন্দ্ব যাহার লাগিয়া।"
বলিল তরুণী
"এক মুখে শুনি
কত যে! কখন' বিষ—কখন' অমিয়া॥ ৮৭॥

বিষ হয়্যে সুধা কৈনু, সে কেমন।"
নৃপ কহে "তা জান' না! দুই পক্ষ চাঁদের যেমন—
এক পক্ষ আলো
আর পক্ষ কালো—
তেমনি গরল-সুধা বিরহ-মিলন॥" ৮৮॥

পেয়ে প্রাণ-কান্ত, নৃত্যে দিল ক্ষান্ত
লালসা; বলিল কবি "ভৃত্য আমি তোমার একান্ত!"
লালসা-রমণী,
গলিয়া অমনি,
চলিল কবির পাশে কত যেন শ্রান্ত!॥ ৮৯॥

কবি কহে "ক্ষীণ-দেহে এত গুরু
আয়াস সহিবে কেন! আহাহা ব্যথিল নাকি উরু!"
হাস্য বলে "ব্যথা
ভাল নহে কথা!
রোগ উটি বিষম! চিকিৎসা হোক্ সুরু!" ৯০॥

কহে "না" "শুনেছি কথার ছিরি।"
এত বলি লজ্জায় মরিয়া-গিয়া ঢাকে কুচ-গিরি।
অবসর লভি'
হাস্য কহে "কবি,
এই-দিকে এক বার এস ধীরি ধীরি॥ ২১॥

কথা আছে একটি তোমার সাথে,
উঁকি-দিয়া দেখ ওই কুঞ্জ বনে শর্ম পাছে হাতে!
লালসা লজ্জায়
মূর্চ্ছা যায় যায়।
তবে বধিও না আর লোকের সাক্ষাতে॥ ২২॥

কবি কহে "রাক্ষস হইল লাজে
আহা যদি মুখ-খানি উহার এত লোকের মাঝে
আর না অধিক।"
বলিয়া প্রেমিক
যায় ধীরি, চায় ফিরি, মর্ম্মে শেল বাজে॥ ২৩

দেখে কবি আড়ালে করিয়া স্থিতি,
নয়ন-সলিলে কলপনা-বালা ভাসাইছে ক্ষিতি।
ম্লান মুখচ্ছায়া,
দেখি' হয় মায়া,
ঊষার তারকা যেন করুণ-আকৃতি॥ ২৪॥

সুভুজ-মৃণালে কর-কিসলয়,
তদুপরি কপোল-পঙ্কজ শোভে, ম্লান অতিশয়,
ভাসিছে বিরলে
নয়নের জলে :
এ জনার এ মুরতি কার প্রাণে সয়! ॥ ৯৫ ॥

এ বিপদ ঘটাইল সেই মালা,
করে করি' তুলিল সেই-টি যেই কলপনা-বালা,
কুপিত সে ফণী
দংশিল এমনি,
ছুঁড়িয়া ফেলিল ধনী নিবারিতে জ্বালা ॥ ৯৬ ॥

লইয়া তাহারি এক ছিন্ন মুকুলে,
নয়নের জলে, কলপনা তারে, বাঁচাইয়া তুলে।
পাপড়ি ক'টি
নিরখি ফুলটি,
ধরিয়া কোমল বোঁটা দুইটি অঙ্গুলে ॥ ৯৭ ॥

কি চক্ষে দেখে সে ফুল, বিরহিণী!
ফুরায় না দেখা আর! পড়ে যেন দুঃখের কাহিনী!
পড়া শিখিয়াছে
ফুলধনু-কাছে,
ফুলের তেঁই সে এত মরম-গ্রাহিণী ॥ ৯৮ ॥

পুষ্প, নারী-হৃদয়ের দরপণ,
অবলা-লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ
তা'র দলে-দলে,
তেঁই গীতচ্ছলে
মনোজ্বালা করে বালা ফুলে আরোপণ ॥ ৯৯ ॥

"মনঃ প্রতি নিরখিয়া ভাবিতেছি মনে মনে,
শুখায়েছে যেই ফুল প্রফুল্ল হ'বে কেমনে'
বসন্ত যদিও এ'ল,
পিকবর সাড়া দিল,
এ ফুল হতভাগিনী নারে শির-উত্তোলনে'॥ ১০০ ॥

বহিতেছে মলয় প্রফুল্ল ফুল-বন দিয়া,
আনন্দে সকল ফুল খুলিয়া-দিয়াছে হিয়া,
এ'র কাছে সব ফাঁকি!
ভূমি-তলে দিয়া আঁখি,
দেখিতেছে কতক্ষণে শ্বাস যায় ফুরাইয়া'॥ ১০১ ॥

তোল' তোল' হে মলয় ইহার আঙুল-দুটি ধরি!
হায় উঠিবে না'
সুধাও একটি-বার এরে তুমি ওগো মধুকরি!
হায় ফুটিবে না!
মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয়'
কথায় এখন কারো কাণ দিবে কি ও?" ॥ ১০২ ॥

আর না থাকিতে পারি সঙ্গোপনে,
দেখা-দিয়া কল্পনারে কহে কবি সুধা-সম্ভাষণে ;
"নিকটে এগ'ই
তা'র যোগ্য নই !
বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে ! ॥ ১০৩ ॥

ডালপালা-জানালার দ্বার-দিয়া
শশী দেখে মুখ-শশী নভস্তলে বসি' বার-দিয়া !
মরে মনোদুখে,
হাসে তবু মুখে !
মেঘের আড়াল পে'লে বাঁচিত কাঁদিয়া !" ॥ ১০৪

বলিল কল্পনা বালা মৃদু হাসি'
"কা'রে কাঁদাইয়া-আসি' শ্রবণে ঢালিছ সুধারাশি !
কহিতে মধুর
তোমরা চতুর !
হরিণী শিকার কর' বাজাইয়া বাঁশি ॥ ১০৫ ॥

দিলাম যে মালা ছড়া তাহা কই !"
কবি বলে "সে মালা হৃদয়ে গাঁথা, প্রেম তা'রে কই !
সেই ফুল-হার
করিয়াছি সার !
সেই মোর জপ-মালা ! জানি না তা' বই !" ॥১০৬॥

"কা'রে দিলে সে মালা" বলিল ধনী ;
কবি বলে "আপনি কাড়িয়া-লয়েয় জান না আপনি !"
শুনি' বলে বালা
"এই লও মালা !
ফিরাইয়া-দেও গিয়া ফণিনীর মণি !" ॥ ১০৭ ॥

কবি ডাকে "যেয়্যো না, যেয়্যো না" বলি',—
মান-ভরে ঝঙ্কারিয়া নূপুর কল্পনা যায় চলি'।
কবি বলে "হায়
একি হ'ল দায় !
বজ্র হানি' চলি'-গেল কনক-বিজলি !" ॥ ১০৮ ॥

হাস্য বলে "বিষম ভাঁটার টান,
ও কি আর ফিরে কবি ! বাধা দিলে বাধিবে তুফান !
আসিয়াছে সখা
করিয়াছ লক্ষ ?
না কেবল করিতেছ তরুণীর ধ্যান !" ॥ ১০৯ ॥

কহে কবি "জ্বলিতেছি সে অবধি
আর নারি জ্বলিতে ! অরে দুরাশা শেষ কর্ বধি' !
কাল-ফণী ওরে
দংশি' মার্ মোরে'
আশ্বাস-নিশ্বাসে কেন মারিস্ দগধি' ॥" ১১০ ॥

শ্বাস যতক্ষণ, আশ ততক্ষণ ;
শ্বাস ভুজঙ্গমে কবি আশা-বায়ু করায় ভক্ষণ !
তবু সে যে অহি
মনো-দাহে দহি'
রহি রহি বাহিরয়, ভাল না লক্ষণ ! ১১১ ॥

বলি'-উঠে কবিবর হা-হুতাশে
"রক্ষা কর আমায় ! বাঁচিনে হায় ! গেলাম ! কোথা সে ?
আর কি এ চোক
পিবে সে আলোক ?
আর কি জুড়া'বে কাণ সে কোকিল-ভাষে ? ॥" ১১২ ॥

সখ্য বলে "কথাটা কি ?" কবি কয়
"কথায় কি হ'বে আর, ভোলা ভাল, তোলা কিছু নয় !"
সখ্য-রস কয়
"তাপিলে হৃদয়
সময়ে শময়ে, যদি অনাবৃত হয় ॥ ১১৩ ॥

বদ্ধ জল স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত-কারী,
স্রোতের যেখানে হয় গতায়াত, পুণ্য সেই বারি।
বদ্ধ সমীরণ
রোগের কারণ,
মুক্ত-বায়ু গঠে আয়ু জীবন সঞ্চারি' ॥" ১১৪ ॥

কবি কহে "করো না গো জ্বালাতন।
অসময়ে নাহি রুচে, রসময় কথোপকথন।
বিষময় দুখ
না দেখায় মুখ,
তুমি তুলাইতে চায় ফণীর মতন ॥ ১১৫ ॥

বিষ-বীজ পাইলে হৃদয়ে স্থল,
অঙ্কুর দিতে নাহি চায়, শিকড়িতে যত তা'র বল।
বিদরিয়া প্রাণ
ব্যাপে সব স্থান,
টানিয়া বাহির করা যন্ত্রণা কেবল ॥ ১১৬ ॥

হইয়াছে আমার যা' হইবার।
ডুব দিয়া তুলাইতে পারা-যায় মহা-পারাবার --
রমণীর মন
বস্তু যে কেমন --
পারাবারে পারা যায় তা'রে পারা ভার ॥ ১১৭ ॥

বাহু-পাশে বিলাসে অমর-পুর,
চাহনিতে মন্দাকিনী, সুধা জিনি বচন মধুর।
চতুরা রমণী
দেখায় এমনি,
শাণায় হৃদয় শাণে বিষ-মাখা ক্ষুর ॥" ১১৮ ॥

সখা বলে "ও কথা বলিছ যবে,—
'জাতির ধরম ওইরূপ' ভাবি', থাক'না নীরবে!
তাই কি বিহিত?
বলি শুন' হিত,
সাধিলে পাইবে ধন, ভাবিলে কি হ'বে?" ১১৯ ॥

দুনয়ন কবির মৃত্তিকা-পানে,
মোটা মোটা ঝরিতে লাগিল ফোঁটা, বারণ না মানে।
সখা বার বার
বলিবে কি আর!
কবির মনের জ্বালা কবি শুধু জানে'॥ ১২০ ॥

শেষে কবি অধর চাপিয়া দাঁতে
'যাক যাক সব যাক! সম্প্রদায় যাক অধঃপাতে!
কিছুতে আমার
কাজ নাই আর!
প্রেমের যা' ফল, তা' পেলেম হাতে-হাতে॥ ১২১

প্রেম তোর মৃদু প্রাণ অতিশয়,
পথ ঘাট কিছু না জানিস্, মন্দ বলিলেই হয়,
পৃথিবী অরণ্যে
আইলি কি জন্যে!
ফিরে যা যেখানে তোর জনম-আলয়!" ১২২ ॥

নিশ্বাসিয়া, কর সমর্পিয়া বুকে,
তরু-মূলে ঠেস দিয়া বসে কবি মরমের দুখে।
বাষ্প, হয়্যে লোল,
বাহিয়া কপোল,
কলঙ্ক দাগিতে-থাকে ম্লান শশি মুখে ॥ ১২৩ ॥

সখ্য বলে "শোভে না তোমায় এ-না,
সকল রোগের ঔষধ আছে, হয়ো না উন্মনা।
কল্পনা-কুমারী
হইবে তোমারি,
পাষাণ ভাঙ্গে বন্যা, মৃদু সে অবলা ॥ ১২৪ ॥

যাঁতে তব আশার প্রসার হয়,
পরে তা'র উপায় করিব আমি, এ সময় নয়।
একটু কু বায়
তরণী ডুবায়,
সু-নাবিক ছাড়ে তরী দেখিয়া সময় ॥ ১২৫ ॥

চল রাজ-সভায় বসি-গে যাই,
রূপ-দরশন মাগে- বীর-রস, সমারোহ তাই।
যত বিদ্যাধরী
যতেক কিন্নরী,
সবে গেছে সভায়, উদ্যানে কেহ নাই ॥ ১২৬ ॥

বীররসে দেখিবে সুজন অতি,
রণস্থলে দেখ' যদি নিরখিবে আরেক মূরতি!
দেখিলে সে মূর্ত্তি
ঘুচে বাক্‌স্ফূর্ত্তি ;
হেথা চন্দ্র, সেথায় প্রচণ্ড দিবাপতি!" ॥ ১২৭ ॥

এত বলি' সত্যব্রত, কবিবরে
সঙ্গে করি' লয়ে গেল প্রমোদের রাজ-সভা-ঘরে।
বসিল যখন
বয়স্য দুজন,
বীররস প্রবেশিল ধীর পদ ভরে ॥ ১২৮ ॥

তাহাতেই, বীরের চরণ দাপে
সভার চমক লাগে, ভবনের ভিত্তি-মূল কাঁপে।
বজ্র-সম [illegible]
অগ্নি উগারয়,
তারি শত [illegible]-ঘাত ভীষণ প্রতাপে ॥ ১২৯ ॥

বলে বীর ফিরিয়া পশ্চাৎ পানে
"ভয় নাই চলি এস" এত বলি' সঙ্গে ডাকি-আনে
প্রমদা নামিনী
মুগ্ধা কামিনী,
দাঁড়াইয়াছিল ভীরু দ্বার-সন্নিধানে ॥ ১৩০ ॥

বলে বীর "চলি' এ'স নাহি ভয়,"
লজ্জা সামালিতে-গিয়া গোঁয়াইয়া কতক সময়,
ধীরে ধীরে অতি
আইল যুবতী,
নয়ন-চকোরে সব, করি' চন্দ্রোদয় ॥ ১৩১ ॥

বীর বলে "রাজার দুহিতা ইনি,
অরাতি কিরাত হস্ত এড়াইয়া ভয়ার্ত্ত হরিণী
সিংহাসন-আগে
প্রতীকার মাগে,
নৃপ-বিনা আর্ত্ত-দুখে আর কেবা গণি ॥" ১৩২ ॥

"অবশ্য, অবশ্য" বলি' নরপাল
বসাইলে প্রমদারে, নিবেদিল আসি' দ্বার-পাল
"দূত এক জন
মাগে দরশন,"
নৃপ ভাবে "কোথাকার আইল জঞ্জাল !" ॥ ১৩৩ ॥

বলে "যদি একান্তই থাকে কাজ,
আসুক।" কাজের নামে ভূপতির শিরে পড়ে বাজ !
দূত যে আইল
তা'রে পাঠাইল
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-রাজ ॥ ১৩৪ ॥

কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইলে শেষ
নিবেদিল রাজ-দূত, "কথা এক আছয়ে বিশেষ।"
নরপতি বলে
"এই সভাস্থলে
বলিতে যা' চাহ' বল', নাহি ভয়-লেশ॥" ১৩৫॥

দূত বলে "স্পষ্টই আমার বাণী:
অপ্সরা প্রমদা-নামে, ছাড়িয়া পাতাল-রাজধানী,
করিল প্রস্থান;
পাইনু সন্ধান,
বিলাস নগরী মাঝে আছে সে ইদানী॥ ১৩৬॥

রসাতল-রাজের মানস এই
(কাড়ি-নিতে যদিও পারেন তিনি ইচ্ছা-করিলেই)
ভেসে-যাওয়া ফুলে
ফিরা'বেন কূলে
শুধু বাক্য-সমাদরে, আসিয়াছি তেঁই॥" ১৩৭॥

ভূপ বলে "এ অতি সামান্য কথা,
মন্ত্রণা তথাপি চাই, রাজত্বের যেইরূপ প্রথা।
স্থির যা' হইবে
শুনিতে পাইবে;
বিচারের কিছুমাত্র হ'বে না অন্যথা॥ ১৩৮॥

যথাস্থানে এখন বিশ্রাম হো'ক্।"
হেন অবসরে প্রমদার প্রতি দূতের দু-চোক
তীরের মতন
হইল পতন ;
রাহু-চক্রে প'ল যেন চাঁদের আলোক ॥ ১৩৯ ॥

সেই দণ্ডে নয়ন-সলিলে ভাসি'
প্রমদা-চপলা প'ল নৃপের চরণ তলে আসি'।
বলে "অনাথারে
অকূল পাথারে
ভাসায়ো না হে রাজন্, রাজ ধর্ম্ম নাশি' ॥" ১৪০ ॥

নরপতি করিল অভয় দান,
"কালে আসিয়াছ তুমি, শান্ত কর তাপিত পরাণ।
কোকিল-গলায়
মন যে গলায়
তাহারে যে দুখ দেয় কে হেন পাষাণ!" ॥ ১৪১ ॥

রাজদূত বলিল "শুন' রাজন্!
শুন' গো তোমরা সবে, আছ হেতা যত সভাজন!
এই সূত্রে যদি
বহে রক্ত নদী,
আমি তবে হইব না দোষের ভাজন ॥"১৪২ ॥

বীররস বলি'-উঠে "শুনিলাম!
বল' যাও তোমার ভূপেরে, যদি চাহেন সঙ্গ্রাম,
কোটি উগ্র শর
হ'বে অগ্রসর!
বহুদিন শুনি নাই সমরের নাম! ॥ ১৪৩ ॥

হৃষ্ট হইলাম শুনি' তোমা-কাছে!
এখন বিদায় মাগি' যাও; যাইতেছে পাছে পাছে
কালান্তক যম!
কহিলে উত্তম—
কপোতীটি যা'ক্ শ্যেন-বিহঙ্গের গাছে! ॥ ১৪৪ ॥

কূল পা'ক্ নলিনী গজের পদে!
ভয়ে কাঁপে যে হরিণী ধনুকের টঙ্কার-শবদে,
ব্যাধের সম্মুখে
বিচরুক্ সুখে!
এই কথা শুনাইছ রাজ-সভাসদে!" ॥ ১৪৫ ॥

দূত বলে "ছিল যাহা বলিবার,
বলিয়াছি, তাহার অধিক আর নাহি অধিকার
ভূপ বলে "সখ্য
করিয়াছ লক্ষ?
ঝঞ্ঝার পরব-ক্ষণে মেঘের সঞ্চার!" ॥ ১৪৬ ॥

সখ্য বলে "গোপনীয় কথা আছে ;
এখনি বলিতে হ'ল, সঙ্গ্রামে বিরত হও পাছে।"
নৃপ কহে তায়
"যাহা প্রাণ চায়,
মুক্ত কণ্ঠে বল' তাহা বয়স্যের কাছে।" ১৪৭ ॥

সখ্য বলে "এন্যেছি আদেশ-পত্র ;
যৌব-রাজ্য কর' ভোগ সঙ্গে লয়্যে সকল কলত্র,
রণে লভি' জয় ;"
নরপতি কয়
"ভৎ'সনা কোথায়—কোথা সিংহাসন-ছত্র !" ॥১৪৮॥

পত্র পড়ি' বলে ভূপ সংগোপনে
"পিতা মোরে করিবেন এত দয়া নাহি ছিল মনে !
আসিতেছে সৈন্য
নিবারিতে দৈন্য,
আসিতেছে মৈত্র-দেব অনুরাগ-সনে ॥ ১৪৯ ॥

উড়াইছে নিশান উল্লাস-হর্ষ !
আসিতেছে স্বাস্থ্য দাক্ষ্য কৌশল, সমর-দুর্ধর্ষ।
একা বীর-রস
সহস্রেক দশ !
উঠি' এ'স বীররস আছে পরামর্শ ॥" ১৫০ ॥

ভৃত্য-গণে বলে ভূপ "প্রমদায়
অন্তঃপুরে লয়ে-যাও" এত বলি' গেল মন্ত্রণায়
বীর-সখা-সনে ;
এই কুলগনে
জন-দশ ছদ্ম-বেশী পশিল সভায় ॥ ১৫১ ॥

নৃপ সাথে গেল যেই বীররস ;
ছদ্ম-বেশী দৈত্য-গণ, বক্ষে সেই বাঁধিয়া সাহস,
প্রমদারে ধরি'
লয়ে-গেল হরি' ;
আর্ত্ত-নাদে যুবতী জাগায় দিক্‌দশ ॥ ১৫২ ॥

এমনি, সাধিল কাজ, দ্রুতবেগে,
সভা-শুদ্ধ যত লোক নিজ নিজ প্রাণের উদ্বেগে
আড়ষ্ট হইয়া
রহিল চাহিয়া !
কপোতী লইয়া শ্যেন লুকাইল মেঘে ॥ ১৫৩ ॥

"ধর্ ধর্ মার্ মার্" শব্দ উঠে ;
এলো-কেশে এলো-বেশে চারিদিকে পদাতিক ছুটে।
দণ্ড দুই তরে
রাজ-সভা ঘরে
ত্রাসে কাহারো মুখে কথা নাহি ফুটে ॥ ১৫৪ ॥

কবি ভাবে "সে গেল মরমে বধি',
আবার কি হ'ল দেখ' ! বিপদের নাহিক অবধি !
তবে, কোন ঠাঁই,
শান্তি-সুখ নাই !
কল্পনারে না পাইলে পশিব জলধি !" ॥ ১৫৫ ॥

হেন ভাবি' নৃপের সমীপে গিয়া
বিদায় মাগিল কবি ; সখ্য কহে "কিসের লাগিয়া
উচাটন-মতি !"
বলে নরপতি
"এ রাত্রে তোমায় দিব কোথায় ছাড়িয়া ॥" ১৫৬ ॥

কবি কহে বিরস-বদন করি',
ক্ষম' আজি আমায়, প্রমোদ-রায়, করুণা বিতরি',
জীবনের মত
আছি অনুগত ;
আমায় বিদায় দেও আজিকে-শর্ব্বরী ॥" ১৫৭ ॥

এত শুনি' কহিল প্রমোদ-রায়,
"নিতান্তই হইলে নির্দয় যদি, তবে নিরুপায় !
সখ্য-নিদর্শন
করহ গ্রহণ ;"
এত বলি' কবিবরে অঙ্গুরী পরায় ॥ ১৫৮ ॥

কবিবর প্রমোদেরে অভিবাদি'
যখন চলিয়া যায়, সখ্যরস হ'ল প্রতিবাদী।
হয়ে৷ অনুগামী
বলে হিতকামী,
"আমি যে নৃপের কাছে হ'ব অপরাধী!" ॥ ১৫৯

সভা-ভঙ্গে যখন বিলাস-পুরী
হইয়াছে প্রশান্ত ; যখন দিব্য পূর্ণিমা-মাধুরি
বিপিন ছায়ায়
ঢালিয়াছে কায় ;
সখা-দোঁহে আইল বিনোদ-বনে উরি' ॥ ১৬০ ॥

বিনোদ অটবী, ভ্রমিতেছে কবি,
মলয়ের সমীরণ মনানলে ঢালিতেছে হবি।
এ ফুল ও ফুল
করিয়া নির্ম্মূল,
ধরায় ছড়ায় শেষে আরাম না লভি' ॥ ১৬১ ॥

নিশ্বাস ছাড়িয়া বক্ষে দিল হাত,
পঞ্চবাণ যথায় দিয়াছে করি' গভীর নিখাত।
প্রিয়া-লাগি হিয়া
উঠে ব্যাকুলিয়া
কেমনে কোথায় তা'র পাইব সাক্ষাৎ ॥ ১৬২ ॥

একান্ত হইয়া কবি অসহায়,
নিকুঞ্জের আড়ালে বসিল-গিয়া করি' হায় হায়।
চৌদিকে অটবী
কুসুম-সুরভি;
প্রাণ কিন্তু চাহে যা'রে সে নাহি সেথায়॥ ১৬৩॥

বলে কবি "অরণ্যে এখন কাঁদ্!
কল্পনা-কুপিতা-নদী না মানিল পীরিতির বাঁধ!
হায়! কি কুক্ষণে
লালসার সনে
দেখা হ'ল! হাতে যেন আনি' দিল চাঁদ॥ ১৬৪॥

কল্পনারে, সখ্যরস, জান ত হে!
লতা আর তরু সম এক-সঙ্গে বাড়িয়াছি দোঁহে!
দেখ' প্রিয়ে 'আসি'---
দোষ রাশি রাশি
প্রক্ষালিয়া-ফেলি, দেখ', নয়নের লোহে!॥ ১৬৫॥

না লালসা আমার, না আমি তা'র!
সে গাইল, আমি দিনু ফুল-মালা, শোধ গেল ধার!
সাজাইব তোরে
প্রেম-ফুল-ডোরে!
বধিস্‌নে আমায়, দেখা দে এক বার॥ ১৬৬॥

কল্পনা! বিলম্ব করিও না আর! এ'স ত্বরা করি'!
যাহার যা', তাহা লয়ে থাকুক, আমরা চল' সরি!
চল' চল' যাই মোরা একটি সুরম্য বন-মাঝে,
সকলি সরল যথা, সকলি পরের মন বুঝে, ১৬৭

দেখিতে না পারে দুঃখ কাহারো——অতীব বোধবান্
বনস্পতি ওষধি সরিৎ সিন্ধু প্রস্তর পাষাণ!
আমরা যখন যা'ব বন-সামিয়ানা-তল দিয়া,
সম্মুখে হরিণ আসি' দাঁড়াইবে ঘাড় উঁচাইয়া, ১৬৮

শ্যাম উতপল আঁখি নিপাতিয়া জিজ্ঞাসা-মানসে;
আমরা বলিব 'ভয় নাই মৃগ বেড়াও হরষে।
তোরা-সবে যেমন বন-বিহারী, আমরা তেমতি,
বন্ধু বলি' লয়ে যা যেখানে তোর সাধের বসতি॥' ১৬৯॥

ঠাহরিয়া ক্ষণ-কাল স্থির র'বে হরিণ শাবক,
শাখা-যুত দুই শৃঙ্গ, দোঁহে মোরা করিব আটক।
ছাড়াইতে শৃঙ্গ-দুই, হরিণ-শাবক রহি' রহি'
বাঁকাইবে ঘাড় মনোহর নাটে, উপদ্রব সহি'॥ ১৭০॥

বলিব তাহারে 'অগ্রে অগ্রে যাও পথ দেখাইয়া,
যেখানে বে'ড়েছি মোরা পাখী-সব উঠিছে গাইয়া,
গুঞ্জরিয়া অলি, মুখ পদ্মে তব পড়িছে টলিয়া!
আর নারি সখ্যরস—উঠিয়াছে আগুণ জ্বলিয়া! ১৭১॥

কেনই বা কাঁদিতেছি এত করি'!
বন্ধু-জনে কষ্ট আর দিব না, একেলা আমি মরি!"
বলি' দ্রুত-গতি
উঠে ছন্ন-মতি,
ধরি' রাখে সখ্যরস স্তব স্তুতি করি' ॥ ১৭২ ॥

প্রমত্ত বারণ কি বারণ শুনে?
অবোধেরে বাঁধিতে কি পারা-যায় প্রবোধের গুণে?
হায় রে প্রবোধ!
এই তোর বোধ—
বসনে বাঁধিতে চা'স জ্বলন্ত আগুনে! ১৭৩ ॥

কহে কবি "ঘর-দ্বার তেয়াগিয়া,
বনে চলিলাম আমি তোমা-কাছে বিদায় মাগিয়া!"
এত বলি' বাণী
শান্তি নাহি মানি'
বাণবিদ্ধ মৃগ-সম চলিল ভাগিয়া! ॥ ১৭৪ ॥

এক রোখে কবিবর চলিয়াছে!
থমকিয়া দাঁড়ায়, আবার যায়, বাধা পেলে পাছে।
সখ্য ডাকে তায়
"কোথায় কোথায়!"
কথায় যে দিবে কাণ, সে কি আর আছে! ॥ ১৭৫ ॥

মনোমাঝে জাগিছে বিধু-বয়ান!
চলিছে যে কবিবর, করিছে সে তাহারি ধেয়ান!
প্রমোদ-রাজার
যেই অধিকার,
লঙ্ঘিয়া তাহার সীমা করিল প্রয়াণ॥ ১৭৬॥

আচম্বিতে থামিল ঝিল্লির রব!
নিস্পন্দ হইল বায়ু, কি যেন করিয়া অনুভব!
তমোময় ক্রম,
নিঃশব্দ নিঝুম,
হেলা-দোলা ক্ষান্ত-দিয়া স্থির রহে সব॥ ১৭৭॥

ব্যাকুলিয়া-উঠিল কবির চিত্ত;
ক্ষণকাল বুঝিতে-নারিল কবি, কেন কি-নিমিত্ত!
অরণ্য ঘোরালো,
হয়ো উঠে আলো,
নিশি না পোহা'তে যেন উঠিল আদিত্য!॥ ১৭৮॥

দেখে কবি সম্মুখে, অবাক্ মানি',
জ্যোতির্ম্ময়ী মুরতি! সাক্ষাৎ যেন ত্রিদেবের রাণী
দাঁড়াইল আসি'
অন্ধকার নাশি!
নাম তাঁর চেতনা, কহেন দৈব-বাণী॥ ১৭৯॥

কহে দেবী "এ হেন বিজন স্থানে
ফিরিতেছ কে তুমি এমন করি', ভয় নাই প্রাণে!
রবি যে কেমন
জানে না এ বন,
দিনমানে ডাকে শিবা রাত্রি-অনুমানে ॥ ১৮০ ॥

দেখিয়াও তবু কি দেখিতেছ না!
বিষাদ অরণ্যে আর কিছু নাই কেবলি শোচনা!
এই রাত্রি-বেলা
চলেছ একেলা,
পাতালে হ'তেছে গতি নাহি বিবেচনা!" ॥ ১৮১ ॥

নমি' কবি চেতনা-দেবীর পায়
জিজ্ঞাসিবে যেমন "এখন মোর কি হ'বে উপায়!"
দেখিল অমনি
নাহি সে রমণী,
ভাবে "কারে দেখিলাম' গেল সে কোথায়!"॥১৮২॥

ঘনাইয়া অমনি বন-আঁধার,
পাতিল ভয়ের দুর্গ, দশদিক্ করি' একাকার।
শাখা ঠেকে গায়ে,
বাধা লাগে পায়ে,
বিষম ঠোকর খায়, পথ-চলা ভার ॥ ১৮৩ ॥

ডাকিলে সাড়া-দিবার নাহি লোক !
নিশ্বাসিয়া-উঠে ঝাউ, কত যেন হইয়াছে শোক !
দারুণ ব্যাপার !
অরণ্য অপার
শাখা-বাহু উদ্যামিয়া খেদায় আলোক ॥ ১৮৪ ॥

কভু বাদুড়ের পাঁখা
ঝাপটি' তরু-শাখা
গতি করিয়া বাঁকা
ব্যজিয়া যায়।
কভু বা বন-বিড়াল
বাহিয়া-উঠি' ডাল
লয়ে লুটের মাল
লাফায় গায় ॥ ১৮৫ ॥

গরজন সুবিকট
হইল সন্নিকট,
গো মৃগ শট্ পট্
খুঁজে আড়াল।
কখনো বা ঝোপ-ঝাড়
করিয়া তোড়-পাড়
পলায় হুদ্দাড়
মৃগের পাল ॥ ১৮৬ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বিষাদ-পুর প্রয়াণ।

মহা-প্রলয়,
বাজিয়া-উঠিল বাজনা নানা।
তাল-বেতাল
লে,
ধেই ধেই নাচে পিশাচ-দানা
গাধায় চড়ি'
লাগায় ছড়ি
অদভুত-রস কিম্পুরুষ।
দুটি-অধরে
হাসি না ধরে,
লম্ব-উদর বেঁটে-মানুষ ॥ ১ ॥

বিড়াল আঁখি
আড়ালে থাকি'
পলকে পলকে ঝলক্ মারে।
ছোট' ভ্রূ-খানি
চরণ-পাণি,

তাহা সে গাধা-টি বুঝিতে পারে ॥
চল্যেছে গাধা,
না মানে বাধা,
সোয়ার পড়িয়া ভুঁয়ে লুটায়।
পেতিনী-মাসি
ঈষৎ হাসি'
"মরি মরি" বলি' ধরি'-উঠায় ॥ ২ ॥

কবি যথায়,
এ'ল তথায়,
নাচিতে নাচিতে ভঙ্গি-ভরে!
কতই ভাণে
এ ও'র পানে
হাসিয়া হাসিয়া ইঙ্গিত করে ॥
কবির কাছে
দ্বিগুণ নাচে,
বাজনার করে কাণ-যখম।
তাল ফোটায়,
জ্ঞান ছোটায়,
হাব ভাব করে কত রকম ॥ ৩ ॥

ক্ষণেক ধরি
এমনি করি

কে কোথায় সবে সরিয়া-পড়ে !
অমনি সব
হ'ল-নীরব,
লতা-টি পাতা-টি না নড়ে-চড়ে ॥
অবাক্-ছবি
দাঁড়ায় কবি,
কখন্ কি হয় ভাবি' আকুল।
আতঙ্ক-ভরে
অঙ্গ শিহরে,
কাঁটা-দিয়া-উঠে মাথার চুল ॥ ৪ ॥

সম্মুখে দেখিল কবি তাকাইয়া,
মহাকায় আঁধার-মুরতি দুই, আছে দাঁড়াইয়া।
হাতে লাঠি-গাচ
যেন তাল-গাছ,
উচ্চে উঠিয়াছে শির বন ছাড়াইয়া ॥ ৫ ॥

কবির পরাণ আর নাই ধড়ে,
দাঁতে দাঁতে উরতে উরতে ঠেকে, ঘুরিয়া বা পড়ে।
দাঁড়াইয়া-রয়
সে যেন সে নয় !
ইচ্ছা পলাইতে কিন্তু না নড়ে না চড়ে ॥ ৬ ॥

কে কখন্ ধরিল তা' জানিল না।
ভাবে মাত্র জানিল, ধরে-নি হাত প্রেয়সী-ললনা
চক্ষু রাঙাইয়া.
মুর্চ্ছা ভাঙাইয়া,
"দাঁড়াও" বলিল হাঁকি' দানব-দুজনা ॥ ৭ ॥

মানবের আস্পরধা এত বড়—
আধি-ব্যাধি-দানবে লঙ্ঘিয়া যায়। যদি নড়' চড়'
পা'বে যমলোক!
কা'র তুমি লোক
সত্য কহ!" কবিবর ভয়ে জড়-সড় ॥ ৮ ॥

কবি কহে "কারো আমি লোক নই!
এদেশে আজিকে-মাত্র এসেছি, কভু না মিথ্যা কই!
কবি মোর নাম,
দেব-পুরে ধাম,
আর কিছু জানি না কবিত্ব-রস বই ॥ ৯ ॥

ব্যাধি বলে রক্ত বর্ণ করি' চোক,
"সত্য কও, হও কিম্বা নও তুমি প্রমোদের লোক!"
এত বলি' বাণী,
হেঁচরিয়া টানি'
কবিবরে দেখাইল অন্ধকার-লোক ॥ ১০ ॥

ব্যাধিরে কহিল আখি "রহ রহ!"
কবিরে কহিল "যদি বাঁচিবে যথার্থ-কথা কহ!"
কবিবর কয়
"বিচারে যা' হয়
শিরে করি' ল'ব তাই, করো না নিগ্রহ॥ ১১॥

নিরদোষী পান্থিক-জনেরে বধি'
তোমা-হেন শূর-বীর-জনের বাসনা পূরে যদি,
তবে তাই হো'ক!
মা-বাপের শোক
বাড়বাগ্নি-সমান জ্বলুক্ নিরবধি॥" ১২॥

আখি কহে "ক্ষীণ-জীবী নরাধম
এ'রে যমালয়ে দিলে উপহাস ঠাহরিবে যম।
তা'তে কাজ নাই!
ভূপতির ঠাঁই
লয়ে চল!" ব্যাধি বলে "সেই সে উত্তম॥" ১৩॥

পুনরায় আইল অদ্ভুত-দল;
"সঙ্গে যা'ব আমরা" বলিয়া সবে হাসিয়া বিহ্বল।
দূরে প্রেত যক্ষ
করে ঘোর লক্ষ,
নিকটে দেখায় যেন তরুটা কেবল॥ ১৪॥

ঝুপসি-ঝাপসি বন-আবডালে,
হাপুসি-বদন-সব উঁকি দেয়, ভয়-দিয়া ভালে।
কিম্ভূত আকার,
অতি চমৎকার,
প্রকাশ-পাইয়া উঠে, জোনাকু-মসালে ॥ ১৫ ॥

মানুষ কি জানোয়ার বুঝা ভার,
দুই ভাই দেখা-দিল সম্মুখে, কিম্ভূত, কিমাকার
ওষ্ঠ-মাস ঠেলি'
দন্ত আছে মেলি',
চিমসিয়া অঙ্গুলিতে বক্র নখ-ধার ॥ ১৬ ॥

ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্র, চমৎকার!
খরতর চাহনিতে হানিতেছে যেন তলবার!
"বাইবা" বলিয়া
জীহবা মেলিয়া,
হাত ধরিবারে যায় আকুল জনার ॥ ১৭ ॥

"দূরে যাও" বলিয়া বিশাল শাল
ওঁচাইল আধি-ব্যাধি-দানব, সাক্ষাৎ যেন কাল।
করি' ঘোর রব
ভাগে উপদ্রব,
বন্দি লয়ে চলে দুই বন-দ্বার-পাল ॥ ১৮ ॥

লোকালয়ে উত্তরিল কোন মতে ;
যেথা-সেথা ভাঙা ঘর-দালান, নয়ন-মন ব্যথে।
গৃধিনী শৃগাল
চরে পালে-পাল,
গো মনুষ্য, কোথাও, দেখা না যায় পথে ॥ ১৯ ॥

দেখা-দিল অদূরে বিষাদ-পুর ;
ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া-উঠে শ্মশান-কুকুর।
আয়ু করি' ক্ষয়
দুষ্ট-বায়ু বয়,
দুঃসময় যেমন তেমনি জ্বরাতুর ॥ ২০ ॥

"কে এ'ল আবার" বলি' কষ্টে উঠি'
জ্বর-রোগী দাঁড়ায়, দুই-কপাটে দিয়া হস্ত-মুঠি।
গিয়া পুনরায়
পড়ে বিছানায়,
প্রলাপে কত কি বকে দন্ত ছরকুটি' ॥ ২১ ॥

ডাকি'-উঠে বায়স ঘুমের ঘোরে ,
আ উ হা হু শব্দ করি রোগী-সবে শয্যা-ময় ঘোরে।
পড়িয়া বিপাকে
বাপ-মায়ে ডাকে ;
ধড়-ফড় করে প্রাণ, সূক্ষ্ম এক ডোরে ॥ ২২ ॥

রাত্রি আর কমে না, কেবলি বাড়ে !
ভোগীর এড়ায় হাত, রোগীর চাপিয়া-বসে ঘাড়ে।
দেখিলে দুর্ব্বল
কে না করে বল !
বলবান্ নিরখিলে কে না পথ ছাড়ে ! ॥ ২৩ ॥

দেখা-দিল অট্টালিকা মহাকায়;
পার্শ্ব পড়িতেছে ভাঙি, উচ্চ শিরে মহত্ত্ব শিখায় !
ভাঙা জানালায়
বায়ু ফুসলায়,
আছেন কাল পেঁচক থামের মাথায় ॥ ২৪ ॥

আঁধারিয়া আছয়ে বন-বাদাড় ;
আবুড়া-খাবুড়া ভুমি, পগারে উগারে বাঁশ-ঝাড়।
নানা খানা খন্দ
করে পথ বন্ধ,
দেখিলেই মনে-হয় দেশটি উজাড় ॥ ২৫ ॥

ফাটকের দক্ষিণ কবাট ভগ্ন,
বামের কপাট-ভার একখানি কবজায় লগ্ন।
ভূতের চেহারা
দিতেছে পাহারা,
ক্ষীণ দেহ, চক্ষু দুটি কোটরে নিমগ্ন। ২৬ ॥

দৃক্‌-পাত না করিয়া দ্বার পানে,
কবিবরে পুরিল দানব-ঢোঁকে রাজ-সভা-খানে।
অদ্ভুতের দল
হাসি' খল্ খল্,
ছটকিয়া-পড়িল পাঁদাড়ে বিলে খালে ॥ ২৭ ॥

হাঁ করিয়া আছয়ে প্রকাণ্ড ঘর,
জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায়, থামান' দুষ্কর!
দীপালোকে তায়
অৰ্দ্ধ দেখা যায়
ভাঙা এক সিংহাসন ধুলায় ধূসর ॥ ২৮ ॥

ছড়ি-ভঙ্গি পড়ি'-আছে খান-কত
উঁচা-উঁচা কাষ্ঠাসন, তিনকাল যাহার বিগত।
বসিলেই পরে
নড় নড় করে,
শূন্য সব ঘর-দ্বার শ্মশানের মত ॥ ২৯ ॥

আইল অদ্ভুত-রস, দল-সনে;
নেওচিয়া চলি'-চলি' ল্যাফ-দিয়া উঠে সিংহাসনে।
কে যে কোথাকার
ঠিক নাই তা'র,
বসিলেন ঠেস্ দিয়া সহাস্য-বদনে! ৩০ ॥

বলিছে উল্লুক, "আমারি মুল্লুক!
খঞ্জনি বাজাও রে বিড়াল-ভায়া, নাচ' রে ভল্লুক।
পাখী-হয়ো এ'স,
দলে আর মেশ'!
ঘিরি' ব'স বাচ্ছা-সব, ছিরি বাহিকক্!" ॥ ৩১

মুষিকে ধরিয়া, ওঁয়ারে পুরিয়া,
মন্ত্রী আসি' বসিল পেঁচক-মুখ গম্ভীর করিয়া।
কাগের খোঁচায়,
চঞ্চুটা ওঁচায়,
কাক সে অমনি ব'সে কিঞ্চিৎ সরিয়া॥ ৩২ ॥

সরিয়াই চারি-দিকে দৃষ্টি ছাড়ে;
আকারের গতিকে মানুষ ভাল, বুদ্ধি হাড়ে হাড়ে।
বাম-পার্শ্বে তা'র
বক অবতার,
পাকা চালে চলেন তাকান্ আড়ে আড়ে॥ ৩৩ ॥

ব'সে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া;
টুকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা।
ধীরে ধীরে চলি'
ঝুলাইয়া থলি
উচ্চে রহে হাড়গিলা, নাহি যায় ছোঁয়া॥ ৩৪ ॥

হেন কালে দুপ্ দাপ্ ধুপ্ থাপ্
হইতে লাগিল সোপানের শব্দ, ভাঙিল বা থাপ !
হুড়্ মুড়্ দাপে
;
হাস্য-রব উঠে যেন শিবার বিলাপ ॥ ৩৫ ॥

কাক গিয়া ডাক ছাড়ে, জানালায় ;
ছাদে গিয়া নির্ব্বিবাদে, হাড়-গিলা থলিয়া ঝুলায়।
বক যায় খালে,
কাগাতোয়া ডালে,
থামে পেঁচা, অদ্‌ভুত ছুটিয়া পালায় ॥ ৩৬ ॥

হেন-কালে আইল বিষাদ-ভূপ,
হাহাহুহু-নামে খ্যাত, জাতিতে গন্ধর্ব্ব একরূপ।
উষ্ক-খুষ্ক কেশ
ঢিলা-ঢালা বেশ ;
চক্ষু-দুটি হইয়াছে, অন্ধকার কূপ ॥ ৩৭ ॥

যেমন প্রদেশ, তেমনি নরেশ !
সেই খেদে হা-হা-হু-হু-করিয়া, আসনে দে'ন ঠেস্।
চাহি' তা'র পরে
সচিবের পরে,
বলিলেন "তুমি যেন ঠিক্ হৃষীকেশ ॥ ৩৮ ॥

বারো-মাস অনন্ত-শয্যায় লীন,
একরতি চেতন কেবল হয় বেতনের দিন !"
মন্ত্রী বলে "ভূপ,
বেতন কিরূপ
দু-চক্ষে না দেখিলাম বৎসরেক তিন॥" ৩৯॥

ভূপ বলে "সকলেই ক্ষীণ-জীবী,
তুমিই কেবল হইতেছ-দেখি মাংসের ঢিবি !
ছিলে শুধু অস্থি
হইয়াছ হস্তী ;
বেতন পেলে কি আর থাকিবে পৃথিবী ?" ৪০॥

নৃপই—সে সচিব, নৃপের দোষে !
মৃত্যু হেতু এই অজাগরে, ভূপ, দুধ দিয়া পোষে।
লোক সে ধনাঢ্য,
নাম তা'র জাড্য ;
চাপিয়া নৃপের কাঁধে কোষ-রক্ত শোষে॥ ৪১।

বলে মন্ত্রী "মাংসের পর্ব্বত-রাজ
বলিলেও টলি না ! বোঝায় ভারি হইলে জাহাজ,
টলে না বাতাসে,
চলে অনায়াসে ;
স্থূল আমি যেমন, তেমনি করি কাজ॥" ৪২॥

এই বলিয়াই, তুলিলেন হাই !
কুড়ি কুড়ি অমনি পড়িল তুড়ি, যুড়ি' সব ঠাঁই !
নৃপ বলে "আজ
নিরখিব কাজ !"
মন্ত্রী বলে "কোন কাজ অবশিষ্ট নাই ॥ ৪৩ ॥

কাজের নাহিক অন্ত, নাহি শেষ !
যত করা-যায় কাজ, তত বাড়ে, সমুদ্র-বিশেষ !
হও তুমি দক্ষ
তাহে নাই দুঃখ !
চাহিলেই দিব আমি কাজের নিদেশ ॥ ৪৪ ॥

গুপ্ত চর দু-জন পড়েছে ধরা ;
ভূপ তুমি, তোমার উচিত হয় সুবিচার করা।"
বলে নর-পতি
"আন' দ্রুতগতি ;
নিজ-হস্তে এবার শাসিব আমি ত্বরা ॥" ৪৫ ॥

ক্ষণ-পরে জটা-জূট-ভস্ম-ধারী
ভণ্ডতপা নামে এক অবধূত, ঘোর অহঙ্কারী ;
সঙ্গে, হতভাগ্য
কপট-বৈরাগ্য ;
আইল এ দুই জন, সবে চমৎকারি' ॥ ৪৬ ॥

"আশিষ!" বলিল আসি' ভণ্ডতপ;
কপট-বৈরাগ্য চেলা করিতে-লাগিল মালা-জপ
নৃপ বলে "কবে
জপ সাঙ্গ হ'বে?"
মন্ত্রী-বলে "যখন হইবে শপাশপ!" ॥ ৪৭ ॥

"রাম! রাম! রাম! রাম!" বলে ভণ্ড;
মন্ত্রী-বলে "দেখেছ ত আমায়, করিব খণ্ড খণ্ড!"
বলে ভণ্ড-তপ
"করি তপ-জপ
রাজার কল্যাণ তরে, তেঁই এই দণ্ড!" ॥ ৪৮ ॥

নরপতি বলিল "বুজিয়া চোক
জপিছ কাহার নাম? হয়ো তুমি প্রমোদের লোক
বল' 'হরি হরি'?
কোথায় প্রহরী!"
মন্ত্রী বলে "উত্তম-মধ্যম রূপে হো'ক্!" ৪৯ ॥

ভণ্ডতপে এমনি কসায় বেত,
ধ্বনি শুনি' আকৃষ্ট হইয়া গেল যত ভূত প্রেত।
মন্ত্রী ঠারি' চোক
বলে "আরো হো'ক্!
বিশ-ত্রিশ না হইলে হইবে না চেত॥" ৫০ ॥

বলিলেন কপট-বৈরাগ্য চেলা,
"দুষিব কাহারে আমি, এ ভবের এইরূপ খেলা।"
বলে মন্ত্রীবর
"এঁরে তা'র পর!
খেলা না ভাবেন যেন আপনার বেলা॥" ৫১॥

দম্ভ করি' বলি' উঠে ভণ্ড-ভূপ
"বজ্র ঠেকাইতে মারে কিবা ছত্র কিবা চন্দ্রাতপ!
বলিতেছি শুন'
এক দুই গুণ',
সহস্র না পোর'তেই ঘুচিবে দরপ॥ ৫২॥

সিংহাসন ধুলায় ধূসর হ'বে!
পশ্চিমে উঠিবে রবি, মোর বাক্য মিথ্যা হ'বে যবে!"
কপট-বৈরাগ্য
বলিল "সৌভাগ্য
অস্ত হইবার হ'লে সকলি সম্ভবে॥" ৫৩॥

প্রহরী অমনি বলে "চুপ! চুপ!"
নৃপ বলে "ভণ্ড-দোঁহে দেখাও! দেখাও অন্ধকূপ!
তুমি গো সচিব
আছ কি সজীব?"
তন্দ্রা ভাঙি মন্ত্রী বলে "শুনিতেছি ভূপ!"॥ ৫৪।

কবি এতকাল, আছিল আড়াল ;
"জয় মহারাজের" বলিয়া দুই বন-দ্বার-পাল—
আধি আর ব্যাধি—
বলে "অপরাধী
এ জন, বিচারকর্ত্তা আপনি ভূপাল॥" ৫৫ ॥

মন্ত্রীবর বলিলেন "মহারাজ
পরিচয় লইতেছি ; বল' বন্দি কি তোমার কাজ
এ সকল স্থানে ?
কে তোমায় জানে ?
সত্য যদি না বল', প্রলয় হ'বে আজ !" ৫৬ ॥

কবি কহে "ভুলিয়া দিক্ বিদিক্
পশিলাম অরণ্যে ; জানি না কিছু ইহার অধিক !"
পরিহাস ছলে
মন্ত্রীবর বলে
"দুধের ছাবাল তুমি ! নিরীহ পথিক !" ॥ ৫৭ ॥

ভূপ বলে "সাবধানে কহ' কথা,
এ নহে অমর-পুর—হেতাকার স্বতন্তর প্রথা !"
কবি কহে "ভূপ
কহিনু স্বরূপ,
বিচারুন্ কথা মোর যথা কি অযথা ॥ ৫৮ ॥

দেহ-প্রীতি কিছু যাঁ'র আছে স্নেহ,
পা বাড়ায় কভু কি তেমন বনে সচেতন কেহ ?"
বলিলেন ভূপ
"করিছ বিদ্রূপ ?
তুমি কাঁ'র গুপ্তচর, নাহিক সন্দেহ ! ॥" ৫৯ ॥

দ্বারী বলে "মুখে দিব বস্ত্র গুঁজি',
কথা উচ্চারিলে ;" মন্ত্রী বলিল "তল্পি দেখ' খুঁজি' ।"
অন্বেষণ-ফল
মিলিল কেবল
হাতের অঙ্গুরীয়ক সাধের যা' পুঁজি ॥ ৬০ ॥

মন্ত্রী বলে "দিক্ ভুলিয়াছ বটে !
এত বলি অঙ্গুরি-টি হাতে করি', উলটে পালটে ।
বলে "নাম লেখা
পষ্ট যায় দেখা !
উড়িবারে চাও তুমি আমার নিকটে ! ॥ ৬১ ॥

পথিকের এমনিই-বটে সাজ !
অঙ্গুরিতে প্রমোদের নাম লেখা, দেখ' মহারাজ ।
চমকিয়া উঠি'
বলে ভূপ "ত্রুটি
হইয়াছে আমার একটি কাজে আজ ॥ ৬২ ॥

' ভয়ানক-রস নর-বলি দিবে ;
প্রয়োজন হইয়াছে তেঁই তা'র, বিষাদের জীবে।
পাঠাইয়া বন্দি
রাখা-চাই সন্ধি ;
ভয় কর দিতে হয় পাছে বা সটিবে ! ৬৩ ॥

আধি-ব্যাধি তোমরা সতর্ক হয়ে
ভয়ানক-রসের পাতাল-দুর্গে এঁরে যাও লয়ে।
দিবে "ভেট" বলি',
হয়ে কৃতাঞ্জলি,
শীঘ্র যাও, সময় না যায় যেন বয়ে !" ॥ ৬৪ ॥

এত বলি' উঠিল বিষাদ রায় ,
কবিবরে মন্ত্রিবর কহিলেন অপাঙ্গ-ইসারায়
"মণির আশায়
ফণির বাসায়
যে জন বাড়ায় হাত, পরাণ হারায় !" ৬৫ ॥

পলা'বার না দেখিয়া অন্য গতি
কপটেরে বলে ভণ্ড "গুরু-প্রতি করিস্ ভকতি'
(তপ-জপ-ধ্যান
মিছে ঘ্যান্-ঘ্যান্ !)
হাসিয়া খেলিয়া তুই পাইবি মুকতি ! ৬৬ ॥

মনে জানি, ভক্তি তোর অতিশয়!
চক্ষে দেখিবার শুধু অবশিষ্ট, তা' হ'লেই হয়!
তো'র আমি কাজ
নিরখিব আজ!
পরীক্ষা উত্তরিলেই, তিন লোক জয়॥" ৬৭॥

এত বলি' চেলারে টানিয়া-লয়ে,
সচিবের কাণে কাণে আরম্ভিল, "একটুক রয়ে
দিও মোরে দণ্ড!"
মন্ত্রী বলে "ভণ্ড!
পূর্ব্বে সাধিলাম যবে, ছিলে মৌন হয়ে!॥ ৬৮

এখন ফুটেছে মুখ! নষ্ট জীব!"
ভণ্ড বলে "চন্দ্র-শত"; "ইন্দ্র আন" বলিল সচিব—
"নেত্র সহস্রটি!"
বলে ভণ্ড জটী,
"চেলাটি আমার ইনি অতি শান্ত-শিব॥ ৬৯॥

পুত্র-সম এ'রে আমি স্নেহ-করি;
উঠিবে মোহন্ত-পদে, লীলা আমি যে-দিন সম্বরি।
এ'রে বন্দি করি'
রাখ' তুমি ধরি',
নৈবেদ্য পাঠাই আমি স্বর্ণ-থালা ভরি॥" ৭০॥

মন্ত্রী বলে "তিনটি হাজার ঢাল' !"
ভণ্ড বলে "তথাস্তু" ; সচিব বলে "কথা অতি ভাল !
তা'র মত কাজ
শীঘ্র চাই আজ !
বন্দিরে বধিব, যদি প্রতিজ্ঞা না পাল' ॥" ৭১ ॥

দেখি' শুনি' এই সব যক্তি-পনা,
কবির মনের কথা মনে র'ল, বাহির হ'ল না !
ভগ্ন ঘর-বাসী
চামচিকা আসি
ঘর-ময় করিতে-লাগিল আনাগনা ॥ ৭২ ॥

সঙ্কটে পড়িল তায়, দীপ-আলো ;
অন্ধকারে আলোকে বাধিল যুদ্ধ, বিষম ঘোরালো !
পাখা-নাড়া-ঝাঁটে
পড়িয়া ঝঞ্ঝাটে,
আলোকের প্রাণ যেন ফুরা'ল ফুরা'ল ! ॥ ৭৩ ॥

আলোকেরে কাবু করি', তা'র পর
সমূলে নাশিয়া তা'রে, আঁধার জুড়িয়া-বসে ঘর ।
সভাসদ্ যত
কে কোথায় গত !
"কি হয় না জানি পরে" ভাবে কবিবর ॥ ৭৪ ॥

দীপ হস্তে-করিয়া বামন-ভূত
প্রথমে পশিল ঘরে, দেখিবারে অতি অদ্ভুত !
কবি-মুখ-প্রতি
চাহি' একরতি,
উঁকিল যেমন দীপ, বহিল মারুত ॥ ৭৫ ॥

অমনি নিভিয়া-গেল দীপালোক !
তপত-অঙ্গার-সম আধি-ব্যাধি দানবের চোক

কবিরে শাসায় !
বলে যেন "খাড়া রও প্রমোদের লোক !" ৭৬॥

আঁধার মুরতি দুই, অকাতরে,
কটির বন্ধন-বস্ত্র খুলিয়া বাঁধিল কবিবরে।
কবিবর তায়
মরম ব্যথায়
আহা-উহু করিয়া, অমনি চুপ করে ॥ ৭৭ ॥

"চুপ রও !" বলে দুই দুষ্টাচার
"এখনি বেতের চোটে শিখাইব নম্র ব্যবহার !"
দু-হাত, কবির,
ধরি', দুই বীর,
কারাগারে পুরি' তারে, রুধিল দুয়ার ॥ ৭৮ ॥

আধি-দৈত্য কপাট ধরিল দাবি';
ব্যাধি-দৈত্য লইয়া চাবির গোছা, দিল তা'তে চাবি।
পশিয়া সেথায়,

ঠাহরিয়া কবিবর নাহি পায় ভাবি' ॥ ৭৯ ॥

অতি উচ্চ প্রাচীরের উচ্চ দেশে,
জানালা দেখিয়া কবি, চাহিয়া-রহিল অনিমেষে।
আলোকের পথ
বেয়ে,
জ্যোৎস্না পড়েছে মারা, পদ-দ্বয় এসে॥ ৮০ ॥

ঘোলা সেই আলোক আঁধার-গোলা,
কষ্টে-সৃষ্টে নিরখিয়া, চলে কবি হয়ে দিক্‌-ভোলা।
স্বভাব-চপল
মূষিক-সকল
গায়ে লাফাইয়া-উঠে, লাঙ্গুল-তোলা ॥ ৮১ ॥

গুরু হৈল অন্ধকার, ভয়-
বসি'-পড়ে কবিবর শিরে হাত দিয়া একেবারে।
ফুটি'-উঠে বাণী
"মরিব তা' জানি,
দেখিতে নারিনু হায় প্রাণ-প্রতিমারে!" ॥ ৮২ ॥

উল্কা-হস্তে আধি দিল দরশন,
আচম্বিতে কবির নয়নে করি' আলো-বরিষণ।
জটিল-মস্তক,
অতি ভয়ানক,
চাহনি মরম-ভেদী, লোম-হরষণ ॥ ৮৩ ॥

ব্যাধি-দৈত্য আইল ক্ষণেক পরে,
পলাবার উদ্যোগ-করিল কবি পরাণের ডরে।
"উঠ' চল" বলি'
দৈত্য মহাবলী
ধরিল কবির হাত, লৌহ-দলা করে ॥ ৮৪ ॥

ভীষণ সে পথ, যা'র মধ্য দিয়া
কবিবরে ধরিয়া লইয়া-চলে অৰ্দ্ধেক বধিয়া!
আশা-ভরষায়
করিয়া বিদায়,
ক্রমে ক্রমে গেছে পথ পাতালে সেঁধিয়া ॥ ৮৫ ॥

লয়ে-চলে কবিরে সাক্ষাৎ কাল
ব্যাধি-রূপী, আধি চলে আগে-আগে ধরিয়া মশাল।
পশে এইরূপে
ঘোর অন্ধকূপে;
ক্রমে ক্রমে গওভর হইল বিশাল ॥ ৮৬ ॥

জন্তু কত রূপ, বিকট বিরূপ,
প্রকাণ্ড গুহায় হেতা-হোতা বসি', করি' আছে চুপ।
কোথাও কুম্ভীর
হইয়া গম্ভীর,
একান্তে চাহিয়া আছে শিকার-লোলুপ ॥ ৮৭ ॥

বড় বড় বাদুড় কোথাও ঝুলে;
ব্যাঘ্র-জিনি কোথাও কালো বিড়াল, গরজিয়া ফুলে।
কোথাও বা রোষে
কাল-সর্প কোঁসে;
হস্তি-কায় ভেক তায়, দুয়ার আগুলে ॥ ৮৮ ॥

দেখি' দানা দুটারে, যেমন, ক্ষোভ,
কবিবরে দেখিয়া, তেমনি হয় তা' সবার লোভ।
আধি-ব্যাধি-পাকে
সহ্য করি' থাকে,
ফনী রহে ফণা ধরি', নাহি পারে ছোব ॥ ৮৯ ॥

সামনে জন্তুরা সবে পথ ছাড়ে,
আশে পাশে তরজন গরজনে, লাঙ্গুল আছাড়ে।
শ্লেষ্মাতুর বায়ু
হ্রাস করে আয়ু,
নাবে যত কবিবর, কাঁপে তত জাড়ে ॥ ৯০ ॥

চলে কবি বিষম সঙ্কটে পড়ি';
কত শত ভীষণ মুরতি দেখি', কত মনে গড়ি',
যেমনি চমকে —
দৈত্যের ধমকে,
রসাতল দিয়া-উঠে হুঙ্কার-দাবড়ি॥ ৯১॥

পঞ্চম সর্গ।

রসাতল-প্রয়াণ।

গম্ভীর পাতাল! যথা কাল-রাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা-নিশি ফাটি' রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় ১
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল!
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক্!
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল!
দেখে যদি মর্ত্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর ২
আসে ফিরে! আপাদ-মস্তক ঘুরি', টলিয়া চরণ,
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমো-গর্ভে কোথা তলাইয়া যায়, কে করে নির্দ্দেশ!
দল-বল একত্র করিছে হেতা পাতাল-নরেশ॥ ৩।

কবির সর্ব্বাঙ্গ উঠে শিহরিয়া,
ভয়ানক-রসের দারুণ-কাণ্ড চক্ষে নেহারিয়া।
যত যেথাকার
বিকট আকার,
জড়' হইয়াছে সবে আঁধার করিয়া ॥ ৪ ॥

অত্যাচার-পিশাচ আছেন হেতা ;
আছে মারী-নিশাচরী, দুর্ভিক্ষ অসুর দল-নেতা।
দ্বেষ-হিংসা দানা;
দৈত্য আর নানা ;
প্রতি-জন ভাবে "আমি ত্রিভুবন-জেতা" ॥ ৫ ॥

ভয়ানক, মাতি-উঠে রণোৎসবে,
বলে "বিলাসের আজি দুই অস্থি একত্র না র'বে!"
দৈত্য, পালে-পাল,
খুলি' তরবাল,
অমনি বলিয়া-উঠে ভয়ঙ্কর রবে ॥ ৬ ॥

"এই তরবাল, প্রমোদের কাল!"
এত বলি' কোটি দৈত্য ওঁচাইয়া ঢাল-তরবাল,
ছাড়ে সিংহনাদ,—
পাতালের বাঁধ
ভাঙিয়া বা পড়ে খসি', এমনি করাল! ॥ ৭ ॥

মারী কহে "আমি ভয়ঙ্করী-নারী!
সজনে বিজন করি, পাইলে মুহূর্ত্ত দুই চারি!
চিতা-কুণ্ড জ্বালি'
মেদ-মজ্জা ঢালি',
করি যে কেমন হোম, জানে বজ্রধারী! ॥ ৮ ॥

ধিক্ দেবরাজে, ধিক্ তার কাজে!
দেবতা-সভায় মুখ-দেখায় না জানি কোন্ লাজে!"
বলে' দুর্ভিক্ষ
"না রাখিব বৃক্ষ,
না পত্র না তৃণ এক, সসাগরা-মাঝে! ॥ ৯ ॥

গগনের বাছারা পা'বেন টের!
বজ্রে তাঁরা বড় পটু! বজ্র নামে শুনা আছে ঢের!
জগতের শস্য
করি আগে নস্য!
যাঁগ্য দেখা যা'বে পরে বজ্র-ধরেদের ॥ ১০ ॥

অন্ন-বিনা স্বর্ণ-রূপা মাটি হ'বে!
ধনীর লাগিবে ভ্রমি! শিল্প-কাজ গল্প হয়ে র'বে!
প্রজা-নরপাল
হানিবে কপাল!
স্বর্গ-মর্ত্ত্য জ্বলি'-যা'বে, হাহাকার-রবে॥" ১১ ॥

অত্যাচার বলে "এই তলবার
কোষে থাকিয়াই শোষে রুধির, এমনি দুর্নিবার!
এ যখন, শির
করেছে বাহির,
পৃথিবী করিবে আজি রক্ত-পারাবার॥ ১২॥

করিয়াছি যখন সমর-সজ্জা,
পিশাচ খাওয়া'ব আজি, তবি'-আনি' বিলাসের মজ্জা!
প্রমদা-যুবতী
কেমন সে সতী
দেখিব! দেখিব আজি কোথা রহে লজ্জা!" ॥১৩॥

দ্বেষ বলে "একবার এই হাতে
পাই যদি প্রমোদেরে, চিবাই তাহারে আমি দাঁতে।
আছে সে কোথায়!
বড় সাধ যায়
মুকুট খসাই তা'র দুই পদাঘাতে! ১৪॥

ইঙ্গিত করিলে হয় দৈত্যরাজ,
ছার-খার করিব বিলাস-পুরী এই দণ্ডে আজ!
রাজদর্প নাশি'
রাণী-সবে দাসী
না যদি করিতে পারি, নামে নাই কাজ॥" ১৫॥

হিংসা বলে "শোন্ রে প্রমোদ-ভূপ!
তোর পৃষ্ঠে খনিবে এ মোর ছুরি রুধিরের কূপ!
তোর ভদ্রাসনে
দিব হুতাশনে!
বিষ মিশাইয়া তোরে খাওয়াইব সূপ ॥ ১৬ ॥

তো-সবারে সবংশে নিপাত করি',
প্রেত-ভূমি করিব আজিকে আমি বিলাস নগরী।
বড় বড় লোক
ভরে মোর চোক!
ধূমকেতু দেখে মোরে দ্বারের প্রহরী! ॥ ১৭ ॥

বড় সাজাইছ ফুল, থরে থরে!
রসনা লাড়িছে ফণী, লুকাইয়া তাহার ভিতরে।
ছুরি-খানি মাত্র
পরশিবে গাত্র,
বিলাস ঘুচিবে আর, জনমের তরে!" ॥ ১৮ ॥

বিষাদের দৈত্য-দুই মহাবলী
ভয়ানক-রসে নিবেদিল ভেট, হয়ে কৃতাঞ্জলি।
হেন কার্য্য সাধি'
আধি আর ব্যাধি
প্রণমিয়া ভূপেরে, স্বস্থানে গেল চলি' ॥ ১৯ ॥

ভয়ানক, কাঁপাইয়া কবিবরে,
মুখ-পানে তাকাইল ক্ষণেক ; বলিল তা'র পরে,
"কোথা পুরোহিত !"
হয়ে সশঙ্কিত
পুরোহিত দাঁড়ায় কম্পিত কলেবরে ! ॥ ২০ ॥

পুরোহিতে বলে ভয়ানক-ত্রস
"চামুণ্ডা-দেবীরে আহবান কর", মন্ত্রে করি' বশ।
নর-বলি-দান
কর সমাধান ;
সমরে অমর হই, এ মোর মানস ॥" ২১ ॥

"তথাস্তু" বলিয়া এক দিক
কোথা হ'তে আসি' উপস্থিত হ'ল ! অযুত-অধিক
দানব দুর্দান্ত
গর্ব্বে দিয়া ক্ষান্ত,
পথ ছাড়ি' দিল তারে, স্তব্ধ হ'ল দিক্ ! ২২ ॥

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ-মালা ;
পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা !
নমি' পদতলে,
ভয়ানক বলে,
"সকলের হর্ত্তা-কর্ত্তা তুমিই একালা !" ২৩ ॥

জটী বলে "আমি হ'ব পুরোহিত!"
তাল-বেতালেরে বলে "লয়ো এ'স আমার সহিত
বন্দি এ মানবে;"
দুই সে দানবে
কবিরে ধরিয়া লয়ো হ'ল তিরোহিত ॥ ১৪ ।

কাপালিক, ভৈরব যাহার নাম,
কবিরে লইল আপনার হাতে, ছাড়াইয়া গ্রাম।
ভোগবতী কূলে

রসি-দিয়া কসি' বাঁধে শরীর সুঠাম ॥ ১৫ ॥

বন্ধন-জ্বালায় হয়ো জর-জর,
পাশ মোড়া দেয় কবি, মাত্রা বাড়াইয়া পর-পর
কষ্ট সে, কেবল
নষ্ট করে বল,
ব্যথায় নয়ন-বারি ঝরে দর দর ॥ ১৬ ॥

বলে কবি "আর গো ভরসা নাই,
হে মায়া-জননি ডাকি তোমায়, চরণে দেও ঠাঁই!
অন্তিম সময়ে,
কোথা গো অভয়ে!
কাতর পরাণ মোর কাঁদিছে সদাই ॥ ১৭ ॥

পড়িয়াছি যে ঘোর দারুণ ফাঁদে
মরি তাহে দুঃখ নাই ! সে জন্য তত না প্রাণ কাঁদে !
হৈনু যা'র লাগি
এ যন্ত্রণা-ভাগী,
দেখিতে-পেলেম না রে তা'র মুখ-চাঁদে ! ২৮ ॥

একবার দেখিতাম মুখ তোর,
মরিতাম মনোসুখে, সে ভাগ্য হ'ল না আর মোর !
মায়ের কৃপায়
এড়াইব দায়,
খেদ কিন্তু রয়ে-গেল এ-জনম ভোর !" ২৯ ॥

সহজেই ভীষণ সে নাগ-লোক !
রবি-শশি-তারার নাহিক নাম ! যে কিছু আলোক
চিতার অঙ্গার
করে উদ্গার,
আঁধার তাহাতে উঠে রাঙাইয়া চোক ॥ ৩০ ॥

শ্মশান-প্রদেশ তাহে নিদারুণ !
ঝাঁকে ঝাঁকে শৃগাল হাঁকিয়া-যায়, কাঁদি' সকরুণ !
বেগে জিনি বায়,
লোল জিহ্বায়
উল্কা-মুখী চলি'-যায় উগরি' আগুন ॥ ৩১ ॥

নদী-কূলে, শব্দ করি' কট্-মট্
শিবায় চিবায় শব, অস্থি করি' উলট্ পালট।
অল্প পেয়ে চাড়
ভাঙ্গি পড়ে পাড়,
ছাড়ি' শব, ভাগে সব, ভাবিয়া সঙ্কট ॥ ৩২ ॥

পাতি' এক শব, বসিল ভৈরব ;
কপাল-করক ভরি' পুরা-মাত্রা লইয়া আসব,
সযতনে ধরি',
মন্ত্র-পূত করি',
একটি চুমুক-দানে নিঃশেষিল সব ॥ ৩৩ ॥

শবের সে বুকের উপরে চড়ি',
মুখে ঢালি'-দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি' পড়ি'।
ক্ষণে ক্ষণে শব
করে আর্ত্ত-রব :
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে, উঠে ধড়-মড়ি ॥ ৩৪

ভৈরব করিতে-থাকে মন্ত্র জপ ;
মর-মর শবদ করিয়া-উঠে শ্মশান্-পাদপ
রহিয়া রহিয়া,
মাঠ-মধ্য-দিয়া
আলেয়া চলিয়া-যায় করি দপ্ দপ্ ॥ ৩৫।

লোল জিহ্বা নাড়িছে বীভৎস-রস ;
দেখিল' ঘেরিয়া নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস।
মুণ্ড নাড়ি'-ঝুঁড়ি,
করে ছোঁড়া-ছুড়ি' ;
মেদ-রক্ত পান করে কলস-কলস ॥ ৩৬ ॥

ছিঁড়ি' খুঁড়ি' শবের চরণ-হস্ত,
ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি'-ধরি' চিবায় সমস্ত।
গা-বাহিয়া রস
পড়ে টস্ টস্ :
নব শব অন্বেষণে, পুন' হয় ব্যস্ত ॥ ৩৭ ॥

সাধকে ছলিতে-এক বিভীষিকা :
মুখে ঝাঁপ-দিয়া পড়ে হইয়া বাদুড় চামচিকা।
হয়ে এক কাক
ছাড়ি' যায় ডাক,
পায়ে সুড়-সুড়ি দেয় হইয়া মূষিকা ॥ ৩৮ ॥

হয়ে সিংহ নাড়িয়া-বেড়ায় জটা ,
খরকিয়া হাই তুলে, পরকাশি দশনের ছটা !
কভু হয়ে বাঘ
করে ভাগ-বাগ,
আরম্ভে তাহার পর গরজন ঘটা ॥ ৩৯ ॥

তখন সে কাপালিক, নষ্ট লোক,
বেতালেরে ইঙ্গিতিল "নর-বলি উপস্থিত হো'ক্।"
ডাকি' বলে পুন'
"শুন! শুন! শুন!
নড়িও না, যতক্ষণ পড়ি আমি শ্লোক॥" ৪০॥

জয় দেবি ভয়ঙ্করী!
নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী!
ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা!
দিগম্বর-বুকে স্থ-পা!
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!
জল-স্থল-রসাতল
পদ-ভরে টলমল!
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে!
শোণিত বরষা-কাল,
বিদ্যুতয়ে তরবাল,
সিংহ-নাদ পলকে-পলকে! ৪১॥

রক্তে-রক্ত মহা-মহী!
রক্ত ঝরে অসি বহি'!
রক্ত-ময় খাঁড়া লক-লকে!
লোল জিহ্বা রক্ত-ভুখে!

ক্ষত অঙ্গ শত-মুখে
রক্ত বহে ঝলকে ঝলকে।
উর' কালি কপালিনী!
উর' দেবি করালিনী!
নরবলি ধর' উপহার!
উর' জলধর-নিভা!
উর' লক-লক-জিভা!
পুর' বাঞ্ছা সাধক-জনার॥" ৪২॥

রম্ ঝম্ রম্ ঝম্ শব্দ উঠে।
ভূত প্রেত-পিশাচ দাঁড়ায় সবে, যোড় কর-পুটে।
আইল কালিকা
কপাল-মালিকা,
বক্র-মেঘে, রক্ত-জিভা, সন্ধ্যা-রাগে ফুটে॥ ৪৩॥

বিলসিছে বিশদ রদন-পাঁতি,
রজত বিজলি যেন খণ্ডিতেছে অন্ধকার-রাতি।
কাল রাত্রি-ভীমা
মুখের প্রতিমা,
নয়ন রক্তিমা তাহে অরুণের ভাতি॥ ৪৪॥

ঘোর বিপদ হেতায়
কবির মাথায়
পড়ে পড়ে, মায়া মায়ে ডাকে কাতর প্রাণী।

"এ যে পিশাচের ভূমি!
কোথা গো মা তুমি!
কা'র কাছে কাঁদিব! কে শুনে কাহার বাণী! ॥ ৪৫ ॥

ডাকি তোমায় হে মায়া
দেও পদ-ছায়া!
রসাতলে পড়ে্য-আছি হয়ে্য চেতন-হারা।
আর কাহকে জানি না
কভু, তোমা-বিনা,
তুমি মোর বিপথ-গহনে অচল-তারা ॥ ৪৬ ॥

দেহ তেয়াগিয়া যাই
তাহে দুখ নাই!
কাঁদি কেবল, ধরিবার লাগি চরণ-তরী।
সেই স্নেহের বদন
অভয়-সদন,
একটিবার দেখাও জননি, দেখিয়া মরি!" ৪৭ ॥

নিরখিল সম্মুখে অবাক্ মানি'
কৃপাময়ী মুরতি। ভাবিল কবি সাক্ষাৎ ভবানী।
বাহন নধর
নব-জলধর,
পশু না পক্ষী না, পাছে ক্লেশ পায় প্রাণী ॥ ৪৮ ॥

জ্যোতির্ম্ময়ী, ম্লান কিন্তু মুখভাস ;
গালে হাত-দিয়া বসি', ফেলিছেন আকুল-নিশ্বাস।
আছেন আছেন
নয়ন মোছেন,
করুণা ইহাঁর নাম ত্রিদিবে নিবাস ॥ ৪৯ ॥

বলিল করুণা-দেবী "বৎস মোর,
আর তোরে বাঁধিতে না পারে কভু দৈত্য দানা ঘোর,
কু-গ্রহ না চাহে,
সন্তাপ না দাহে,
হাতে তোর বাঁধি' দিনু এই রাখি-ডোর।" ৫০ ॥

এত বলি' হরি' লয়ে দুঃখ শোক,
আঁখির বরষা-মাঝে বিতরিয়া তরুণা-আলোক,
বাঁধি'-দিল রাখী,
বন্দি সহ শাখী
এড়াইল অমনি কাপালিকের চোক ॥ ৫১ ॥

না দেখিয়া সে বন্দি, না সে অশ্বথ,
বেতালে ডাকিয়া-বলে কাপালিক ভগ্ন-মনোরথ
"কোন্ দুষ্ট আজ,
করিল এ কাজ!
বন্দির ত রাখি নাই পলা'বার পথ! ৫২ ॥

কেন দেবি সেনকে হইল রোষ!
কেন দেবি চামুণ্ডে, মুণ্ডে আজি হইল না তোষ!
করো না ভ্রূকুটি!
হয়ে থাকে ত্রুটি,
এখনি বিধান-মতে খণ্ডিতেছি দোষ।" ৫৩ ॥

মহামাংস প্রসাদ পাইবে বলি'
ডাকিনী যোগিনী সবে নাচিতেছে আনন্দে উথলি',
নরবলি সেই,
ক্রোধ-রক্ত নয়নে আগুণ উঠে জ্বলি' ॥ ৫৪ ॥

হুহুঙ্কারে জিনিয়া প্রলয়-বায়
ধেয়ে এ'ল তারা যেই, কাপালিক উঠিয়া পলায়।
লোল-জিহ্বায়
তা'রা পিছু ধায়,
"দে বলি দে বলি" বলি', ক্ষুধার জ্বালায় ॥" ৫৫ ॥

কপালিনী ঢাকিল তখন কায়া;
আঁধার-নিশীথে মিশাইয়া-গেল জলধর-ছায়া!
ছিল কবিবর
বদ্ধ-কলেবর,
মুক্ত হ'ল অমনি, এমনি দৈব-মায়া! ৫৬ ॥

এতকাল হয়েছিল নিরুপায় ;
বন্ধন যেমন ঘুচে, মৃত-দেহে প্রাণ যেন পায়।
"নমি গো বরদে
কাণ্ডারী বিপদে !"
হেন বলি' নমে গিয়া করুণার পায়॥ ৫৭॥

বলিলেন করুণা "বৎস আমার !
আসিয়াছি স্বর্গ-হ'তে ঘুচাইতে যন্ত্রণা তোমার !
উঠ ! বর মাগো !"
কবি কহে "মা গো !
মনে-রেখো দাসেরে, চাহি না কিছু আর !" ৫৮॥

বলে দেবী কবিরে "যেখানে থাক',
জননী তোমার আমি চির-দিন, ডাক' বা না-ডাক'।
যাহার লাগিয়া
গৃহ তেয়াগিয়া
ফিরিছ এমন করি', কেন তাহা ঢাক ?" ৫৯॥

কহে কবি "দেবী তুমি, তোমা-কাছে
মুখে কি বলিব আর, আঁখি তব কোথায় না আছে !
মোর চিত্ত-পট
এ নহে কপট,
দেখ' মা প্রতিমা কা'র লেখা রহিয়াছে !" ৬০॥

বলে দেবী "ঘুচিবে সকল ক্লেশ,
পূর্ণ হ'বে অভিলাষ, বিভাবরী না হইতে শেষ।
আইস এখন!"
বলে ভক্ত-জন,
"মাথার মুকুট মোর তোমার আদেশ!" ৬১ ॥

করুণার কথা শুনি' কবিবর
চলিল, রাখির গুণে হইয়া অদৃশ্য-কলেবর।
কম্পিত-শরীরে
নামি' ধীরে ধীরে,
পশিল ক্ষণেক পরে বিশাল গহ্বর ॥ ৬২ ॥

মায়া-গুণে অদৃশ্য, দুদণ্ড-কাল
দাঁড়াইল যেমন, অমনি এক মূর্ত্তিমান্ কাল
প্রবেশিল তথি।
ভীম সে মুরতি
অত্যাচার! হস্তে এক প্রকাণ্ড মশাল ॥ ৬৩ ॥

গুহা-গহ্বরের, কোথা এক টের,
সেথায় চলিল দৈত্য, বক্র-পথে করি' ঘোর-ফের।
ক্ষণেকে মশাল
হইল আড়াল,
কবির চৌদিকে দিয়া আঁধারের ঘের ॥ ৬৪ ॥

ক্রন্দনের মত এক স্তার-ধ্বনি
পশিল কবির কাণে, প্রাণে যেন বাজিল অশনি।
মৃদু অবলার
মধুর গলার
আইল সে আর্ত্তনাদ ভেদিয়া রজনী॥ ৬৫॥

আড়ষ্ট হইয়া কবি, কাণ পাতে,
আশঙ্কা জাগিয়া-উঠি' কত-শত মন্ত্র দেয় তা'তে।
কখনো এগোয়
কখনো পিছোয়,
কখনো সম্মুখে চায়, কখনো পশ্চাতে॥ ৬৬।

কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে। অগ্রসর,
মশালের আলোকে নিরখে কবি অতি ভয়ঙ্কর
দারুণ ব্যাপার!
প্রমদা-বালার
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা, যোড় দুটি কর॥ ৬৭॥

দাঁড়াইয়া সম্মুখে ভীষণ-কায়
অত্যাচার নামে দৈত্য, দুই চক্ষু যবা-ফুল প্রায়
কাদম্বরী-পানে:
প্রমদার পানে
সতৃষ্ণ নয়ন-পাতে প্রেম-ভিক্ষা চায়॥ ৬৮॥

বলে দৈত্য "যুদ্ধে যাইতেছি আমি ;
জানিস্ ত কে-সে ভয়ানক-রস রসাতল-স্বামী
যে তোরে হেতায়
রাখিবারে চায় ?
হো'স্ যদি আমার, বাঁচা'ব তোরে আমি ॥ ৬৯ ॥

আমার বচন যদি মনে-ধরে,
এই ঠাঁই যেমন আছিস্ থাক্, দুদিনের তরে।
রণ সাঙ্গ হ'লে
তোরে লয়ে কোলে,
যাইব সমুদ্র-পার, আর কে কি করে।" ৭০ ॥

বলে ধনী "ফেলিয়া-এসেছি বাপে
ঘোর কারাগারে, দহিতেছি সেই দারুণ-সন্তাপে।
ক্ষম দৈত্য-রাজ।
নিদারুণ বাজ
তোমার বচন ও যে, শুনি' অঙ্গ কাঁপে।" ॥ ৭১ ॥

বলে দৈত্য "হিত বাক্য হ'ল বাজ !
আমায় ত্যজিয়া তুই ভজিবি কি রসাতল-রাজ——
বিশ্ব যা'রে ডরে ?
প'লে তা'র করে,
আগেই খোয়া'তে হবে কুল-মান লাজ ॥ ৭২ ॥

এখন সৈন্যের হ'ব অনুগামী ;
সমর হইলে শেষ, সিন্ধু-পারে লয়ে তোরে আমি
পাতিব সংসার ;
তোর সে পিতার
বন্ধন ঘুচা'ব পরে, এবে থাক্ থামি' ॥" ৭৩ ॥

প্রমদা বলিল অশ্রু-জলে ভাসি',
"দৈত্য হয়ে এত যদি তুমি মোর হিত-অভিলাষী,
এই ভিক্ষা দেহ,—
নাহি মোর কেহ
পিতা-বিনা, তাঁর সঙ্গে হই কারাবাসী ॥ ৭৪ ॥

নহিলে তোমার দুটি পদে আজ
ত্যজিব নারী-জীবন ! নির্ভয়ে ভজিব যম-রাজ,
অধর্ম্মে না তবু
মন দিব কভু !
গেল যদি ধরম, জীবনে কিবা কাজ ॥" ৭৫ ॥

বলে দৈত্য বলী, "তুমি যাও চলি'——
আমি-মূঢ় হাত-পা আছাড়ি আর মনাগুনে জ্বলি !
চক্ষে ধারা-জল,
বক্ষে হলাহল !
পেয়েছিনু মোরে যেন ননীর পুথলি ! ৭৬॥

চক্ষু-জলে আমায় গলা'বি তুই।
রাশি-রাশি অমন চক্ষের জলে কত-যে পা ধুই,
তা' তুই জানিস্!
আমি কি শিরীষ-
ফুলটির মতন যে ফুঁ-দিলেই নুই? ॥ ৭৭॥

রাজ্য চা'স্? বিপুল ঐশ্বর্য্য চা'স?
কি চা'স্ আমায় বল্—পুরাইব সব অভিলাষ।
কত রত্ন রাশি,
কত দাস-দাসী,
চাহিস্! আপনি হ'ব আজ্ঞাকারী দাস।" ॥ ৭৮

প্রমদা বলিল "এত যন্ত্রণা গা
আমার কপালে ছিল! যত্নে বাঁধি'-রাখিবার তাগা
সতীত্ব ধরম—
তুই রে অধম
তাহাতে চাহিস্ দিতে কলঙ্কের দাগা! ॥ ৭৯ ॥

মন তোর বুঝিবে না, কি বুঝা'ব!
পাষাণ-পরাণ তোর অশ্রু-জলে কেমনে ভিজা'ব।
কৃতান্তও নয়
এমন নির্দ্দয়!
বিপদ-কাণ্ডারী সেই, তাঁ'রি ঠাঁই যা'ব!" ॥ ৮০ ॥

"হুঁ !" বলিয়া চাহে দৈত্য খট্‌মট্‌ !
শেষে বলে "কোথা তোরা দু-বোন, চলিয়া-আয় ঝট্‌ !"
কোথা এক কোণে
ছিল দুই বো'নে,
পলক-মাঝারে দোঁহে হইল নিকট ॥ ৮১ ॥

ঈরিষা-বড়াই-নামে দুই বুড়ি,
নড়ি-হাতে প্রমদার নিকটে আসিয়া গুড়ি-গুড়ি
সমুখা-সমুখি
দাঁড়াইল ঝুঁকি',
নেত্রানলে ঘোমটার অন্ধকার ফুঁড়ি' ! ॥ ৮২ ॥

চিবায়ো কড়াই, বলিছে বড়াই,
"হুঁয়ে মোর কাঁপে লোক, ফুঁয়ে আমি পর্ব্বত নড়াই !"
পড়িয়া সরিষা
বলিছে ঈরিষা
"হাসি-মুখ যত আছে পুড়ি' হো'ক্ ছাই !" ॥ ৮৩ ॥

কাঁপিতে-লাগিল ভয়ে অনাথিনী ;
বলিল বড়াই-বুড়ি "হও যাও রাজার সাথিনী !
তোমার বয়িসী
রাজার মহিষী
যে আসে, আমার বাসে প্রধান মন্ত্রিণী ! ॥ ৮৪ ॥

আমি যা'রে সন্ধান দিয়াছি বলি',
বুক-ফুলাইয়া যায় রাজার সমুখ-দিয়া চলি'।
নূতন আনাড়ি
গেলে রাজ বাড়ি,
তরাসে হইয়া-রহে আড়ষ্ট পুথলি!" ॥ ৮৫ ॥

শুনি' কহে ঈরিষা "গরব ঘুচে
পড়িলে তেমন হাতে! রাজার সোহাগ নাহি রুচে —
মরি কি রূপসী!
পথে ঘাটে বসি'
কাঁদিছে অমন-কত, কেহ নাহি পুছে! ৮৬ ॥

সাধিতেই অমনি বাড়িল বুক!
উনি সতী, মোরা সবে অসতী! সতীত্বে দিই থুক্!"
শুনি' রূপসীর
পা হইতে শির
শিহরিয়া উঠিল, শুথায়ে-গেল মুখ ॥ ৮৭ ॥

নিরখিয়া ডাইনীব মুখ নাক,
শুনিয়া কথার ধারা, প্রমদার নাহি সরে বাক।
কম্প এ'ল ধড়ে।
মূর্চ্ছিয়া বা পড়ে।
বড়াই অমনি বলে ছাড়ি' এক ডাক! ॥ ৮৮ ॥

"ভাবিয়াছ আম...

স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রলয় বাধিয়া যায়, দিই যদি তুড়ি।

মাড়ি এই মোর

খরে এত জোর,

চিবাইয়া ভাঙি আমি পাথরের নুড়ি! ॥ ৮৯ ॥

এই হাড়ে আমি ভেলকি খেলাই!

এই ত চিমসা হাত, এই হাতে পৃথিবী টলাই!"

ঈরিবা জ্বলিয়া

উঠিল বলিয়া

"জমিছে বকুনি শুনি', শকুনি মেলা-ই! ॥ ৯০ ॥

বকি' বকি' মুখে উঠিয়াছে গেঁজ!

মনে মনে হাসিছে ও গরবিনী, দেখি' তোর তেজ!

বিষ নাই কণা,

কুলো-পানা ফণা!

সমর্থ মেয়ের ও'তে মোটা হয় লেজ!" ॥ ৯১ ॥

বড়াই বলিল "তোর বড় হই,

আমায় ঘুয়া'স্ চোক! আর আমি হেতায় না রই!

মোরে, ও-রে রিষ,

দিদি না বলিস্,

দেঁতো-মুখ আজি তোর না যদি থেঁতই!" ॥ ৯২ ॥

এত বলি' গুড়ি-মারে অন্ধকারে,
দু-চারি পা এগোয়, পিছনে আর ফিরিয়া নেহারে!
বিড়-বিড় বকি',
নড়ি ঠক্-ঠকি',
ক্রমে তবে পঁহুছায় কোটরের দ্বারে॥ ৯৩॥

দ্বার-হৈতে নামিতে সিঁড়ির ধাপে,
হোঁচট্ খাইয়া পড়ি', ঈরিষারে ডুবাইল শাপে—
"শিশু-রক্ত-খাকী!
বিষ-ভরা আঁখি!
মোরে তুই গালি দিস্, গা তোর না কাঁপে! ৯৪

এই দ্যাখ্ হাতের নড়ির গুণ!
বাতাসে কি দাগে দ্যাখ্! এই তোর কপালে আগুন
কালো ঘুর ঘুরে্য
বুক খা'বে কুরে্য!
শকুন, শিয়রে বসি', বাছিবে উকুন!" ৯৫॥

প্রমদারে বলিছে ঈরিষা-বুড়ি,
"যা'বে লো শ্বশুর-বাড়ি, হাতে পরাইয়া-দিই চুড়ি!
যা'বে প্রিয়-কাছে—
কাঁদিতে কি আছে!
নড়িলে, ভাঙ্গিব হাত, মুচুড়ি মুচুড়ি'!" ৯৬॥

এত বলি' পরাইল হাতকড়ি ;
ব্যথায়, প্রমদা-বালা, ধরাতলে লুটাইয়া-পড়ি'
সব দেখে ফাঁকা .
আগুণের ছাঁকা
দিল যেই ঈরিষা, উঠিল ধড়মড়ি' ॥ ৯৭ ॥

দৈত্য কহে "আজিকে এই অবধি।
রণ হৈতে ফিরি'-আসি আমি আগে, শক্র-দলে বধি',-
শুনে যদি বাণী
হ'বে রাজ-রাণী,
না শুনিলে বিনাশিব দগধি' দগধি' ॥" ৯৮ ॥

যুদ্ধে গেল দানব সে নিরদয় .
ঈরিষা কোটরে গেল , দেখি' সব অন্ধকার-ময়
কাঁদিছে প্রমদা
"কোথা মা বরদা।
কোথা মা করুণা-ময়ী এমন সময়।" ॥ ৯৯ ॥

মেঘ-যানে করুণা দিলেন দেখা
প্রমদার নয়নে, জলদাসনে যেন চন্দ্র লেখা ,
অথবা এমনি
স্থির-সৌদামনী—
নিকষ-পাষাণে যেন সুবর্ণের রেখা। ১০০ ॥

আশ্চরিজ হইয়া প্রমদা কয়
"কোন্ কৃপাময়ী দেবী হরিতে-আইলে মোর ভয়
এ দারুণ স্থানে।
ভয় হয় প্রাণে——
মন যা' বলিছে মোর, মিথ্যা পাছে হয় ॥ ১০১ ॥

সত্য করি' বল' মোরে, কে তুমি মা।
পড়িয়া দৈত্যের হাতে, নাহি মোর যন্ত্রণার সীমা।"
শুনি দেবী কয়
"কে হেন নির্দ্দয়— —
লোহার খনিতে রাখে সোনার প্রতিমা! ১০২ ॥

ও-যে রূপ, স্বর্গ-ধামে সাজে ভাল!
কেঁদ না! পালিবে ধর্ম্ম তোমায়, ধর্ম্মে যখন পাল'!
কান্না শুনি' আমি
আসিয়াছি নামি'।
বর-তনু-পরশে কর-সে রথ আলো ॥" ১০৩ ॥

এত বলি' প্রমদারে ধরি'-তোলে
নবীন-নীরদ-রথে, পরে তারে বসাইয়া কোলে
মুছে অশ্রু-বারি;
প্রমদা-কুমারী
পরাণ পাইয়া-উঠে স্নেহের হিল্লোলে ॥ ১০৪ ॥

বলে বালা "অভাগীর দুখানলে
বরষিলে শান্তি-বারি, নমি মা তোমার পদতলে !"
বলি' হেন বাণী,
কাতর পরাণী
পাদ-পদ্ম ভাসাইল নয়নের জলে ॥ ১০৫ ॥

বলে বালা "কে আছে গো তোমা-সম
সন্তাপ-হারিণী মাতা ! সকল ভরষা তুমি মম !
দাসীরে আশিষ' !
প্রসাদ বরিষ' !
অভয়-চরণ-তলে নমো-নমো-নম ॥" ১০৬ ॥

কৃপাময়ী বলিল "আর কেঁদ না !
আশিষিনু তোমায়, পেয়েছ তুমি যেমন বেদনা,
শত-গুণ তার
পাবে পুরস্কার !"
এত বলি প্রমদারে করিল সান্ত্বনা ॥ ১০৭ ॥

কবিরে বলিল দেবী "দেব-দেবে
প্রণমিয়া, এস জলদের পিছু, তাঁহারে যে সেবে,
ভয় নাই অণু
সে জনার, তনু
অদৃশ্য আছে তোমার, দৃশ্য হোক্ এবে ॥" ১০৮

চলে কবি রথের পশ্চাৎভাগে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহা-গহ্বর দেখি' ভয় লাগে।
দেখে নদী-নদ,
কোথাও বা হ্রদ,
কিন্তু না দেখিতে পায় গেছে কোন্ বাগে ॥ ১০৯ ॥

দেখা-দিল অদূরে পন্নগ ধাম!
আকাশ-পাতাল যুড়ি', উঠিয়াছে ধাতুময় থাম!
মহা-আয়তন
দিব্য-নিকেতন,
রতনে-রতন-ময় মনো-অভিরাম ॥ ১১০ ॥

কোটি রত্ন বিলসিছে, কোটি রাগে।
পাতালে এমন স্থান——কবিবরে চমৎকার লাগে।
সকলি নিস্তব্ধ!
নাহি সাড়া শব্দ!
জলের কল্লোল-ধ্বনি শুনা-যায় আগে ॥ ১১১ ॥

পদ-শব্দ শুনায় এমনি ধীর—
মন্দানিলে তরঙ্গ পদার্পে যেন তীরে জলধির!
শ্রবণ-প্রবণ
গহ্বর-ভবন,
সামান্য শব্দটিতেও নহেক বধির ॥ ১১২ ॥

চুঁ-শব্দ টি হইলেই, তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া-লয় দশদিক্, করি' কাড়াকাড়ি।
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
জাগিয়া অমনি,
অল্প-সূত্রে করি'-তুলে মহা বাড়াবাড়ি॥ ১১৩॥

অবাকিয়া দেখিল কল্পনা-প্রিয়,
স্তরে স্তরে বিস্তারিয়া-চলিয়াছে হর্ম্ম্য রমণীয়।
রত্ন-দীপ জ্বালা,
সুনিভৃত শালা,
গাইতেছে নাগ বধূ, ঢালিছে অমিয়॥ ১১৪॥

কবির শুনিল যেই পদ-শব্দ
দাঁড়াইল অমনি নাগিনী-সবে হইয়া নিস্তব্ধ,
হেরিয়া যুবক
লাগিল চমক,
স্বপ্ন-মাঝে চেতন হইল যেন লব্ধ॥ ১১৫॥

সারি সারি যতেক নাগিনী-দল
করুণার পাদ-পদ্মে প্রণমিল; প্রেম অশ্রু-জল
নয়নে সবার
ঝরে অনিবার,
বলে "এত দিনে হ'ল জনম সফল॥" ১১৬॥

এই-রূপ নানা দৃশ্য নেহারিয়া,
মেঘ-যানে চলে দেবী রসাতল পশ্চাতে করিয়া।
ক্রমে কথাচ্ছলে
প্রমদারে বলে,
"কেন হ'ল হেন দশা কহ বিবরিয়া॥" ১১৭॥

কহে বালা "যে অনলে মোর প্রাণ
জ্বলিতেছে দিবা-নিশি, বলি যদি গলিবে পাষাণ।"
নয়ন-যুগল
করি ছল্ ছল্,
কাঁদো-কাঁদো হয়ে-এ'ল কমল-বয়ান॥ ১১৮॥

বসনের আঁচল লইয়া টানি,
মুছিয়া নয়ন-দুটি, আরম্ভিল কোমল-পরাণী।
আগে আধো-আধো.
যেন বাধো-বাধো,
ক্রমে সামালিয়া বেগ, ফুটি'-কহে বাণী॥ ১১৯॥

"মলয়-পুরের যিনি নরপাল,
নাম ঋতু-রাজ, তাঁর কন্যা হয়ে হইলাম কাল।
পুষ্পিত কাননে
বন্ধু-জন সনে
আমোদ-প্রসঙ্গে পিতা যাপিতেন কাল॥ ১২০॥

তাপ নামে প্রজা এক ছিল তাঁর ,
আমা-পানে করিল কু-দৃষ্টি-পাত, সেই দুরাচার।
পিতা তা'রে ডাকি'
বলিলেন হাঁকি',
"ছাড় দেশ! তোমায় দেখিনা যেন আর!" ॥১২১॥

মরু-পুর নামে এক, আছে দেশ ,
সেই ঠাই গিয়া তাপ সেথাকার হইল নরেশ।
চাহিল আমারে
রাণী-করিবারে,
পিতার তা' রুচিল না , তেঁই তার দ্বেষ ॥ ১২২ ॥

এক দিন লইয়া সৈন্য সামন্ত,
আক্রমিল আসিয়া পিতার পুরী, অরি সে দুরন্ত।
করিল সে-কার্য্য,
গেল সব রাজ্য
তার হাতে , সপ্তাহেক না হইতে অন্ত ॥ ১২৩ ॥

কারাগারে পিতারে করিল বন্দি,
অন্তঃপুরে আমায় , কি কব তা'র নষ্ট অভিসন্ধি.——
ঘোর রাত্রি বেলা
আইল একেলা ,
বলিল "এসেছি আমি করিবারে সন্ধি ॥ ১২৪ ॥

প্রেম-দানে আমায় শীতল কর্ ;
পিতা তোর নিরাপদে যা'ক্ চলি', দেশ-দেশান্তর ;
নৈলে তোর পিতা,
না জ্বলিতে চিতা,
শৃগালের কুকুরের পুরা'বে উদর ॥" ১২৫ ॥

আমি বলিলাম 'এত নিরদয়
হয়ো না আমার প্রতি , জ্বলিতেছে আমার হৃদয়,
দাবানল যথা ;
না জুড়া'লে ব্যথা
কেমনে হইবে তা'তে প্রেমেব উদয় ॥' ১২৬ ॥

বলে দৈত্য 'দিবস দিলাম ত্রিশ
মন করিবারে শান্ত ; এক মাত্র ভরসা জানিস্
আমার সন্তোষ ;—
বাঁদী বই নো'স্ ।'
এত বলি গেল চলি' ভ্রূচক্ষের বিষ ॥ ১২৭ ॥

স্মরিলে তা' এখনো হৃদয় কাঁপে ।
ভাবিয়া হইনু সারা 'কেমনে এড়াই মহাপাপে ।
কায়া-মায়া ত্যজি
যমে যদি ভজি,
রাখিবে না পামর তা' হ'লে মোর বাপে ॥' ১২৮ ॥

মরিবারে সাধ, তাহাতেও বাদ
সাধিল যখন বিধি ; শিলা-ভার এমনি. বিষাদ
চাপাইল বক্ষে—
অনিমিখ চক্ষে
পোহায় না দুখ-নিশি, করি আর্ত্তনাদ ! ॥ ১২৯ ॥

হইয়া-উঠিনু যেন উনমাদ !
আচম্বিতে এক দিন শুনিলাম যুদ্ধের নিনাদ।
অসির ঝঙ্কারে,
বীরের হুঙ্কারে,
মনে-হ'ল শমনের বেড়েছে আহ্লাদ ॥ ১৩০ ॥

ভাবিলাম 'বিধি বুঝি সকরুণ !
তাপ-বংশ হো'ক্ ধ্বংস ! হো'ক্ যুদ্ধ ! জ্বলুক্ আগুন।
কাঁপি' কাঁপি' ডরে,
দেখিলাম পরে,
আসিতেছে দুইজন দৈত্য নিদারুণ ॥ ১৩১ ॥

জয়-রবে কর্ণ-পাতি' জানিলাম,
ভয়ানক-রস রাজাধিরাজ এক-জনের নাম ,
অন্য সে জনার
নাম অত্যাচার ;
তখন বুঝিনু আমি, বিধি মোরে বাম ॥ ১৩২ ॥

অত্যাচারে বলিল সে দৈত্য-রাজ,
'আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি এবে কর' এই কাজ—
রাজার বেটীরে
আঁধার কুটীরে
লয়ে-যাও, সে যুবতী মোর হ'বে আজ॥' ১৩৩॥

এইরূপ কথোপকথন-মাঝে ;
করাল-পর্জ্জন্য-নামে দৈত্য এক, সমরের সাজে
আসি' দ্রুত-গতি,
করিয়া প্রণতি
বলিল 'কি আর দিব রসাতল-রাজে —১৩৪
অরি-মুণ্ড লও এই মহারাজ !
এ মুণ্ড তাপ-রাজার, নাই এবে মুকুটের সাজ।'
রসাতল-পতি
হয়ে হৃষ্ট-মতি
বলিল 'ইহারি মধ্যে করিয়াছ কাজ? ১৩৫॥

উত্তম ! পাইবে তুমি পুরস্কার !
আপাতত' এই লও, এ'র নাম তড়িৎ-বিহার !
এ শবে বিলসে,
নয়ন ঝলসে !'
এত বলি' দিল এক অসি চমৎকার॥ ১৩৬॥

ক্ষণ পরে পশিয়া আমার ঘরে
অত্যাচারে বলিল 'এ যুবতীরে পাতাল-গহ্বরে
রাখ' গিয়া পুরি';
শাসি' এই পুরী
যাইব আমি তথায় সন্ধ্যার ভিতরে ॥' ১৩৭ ॥

অত্যাচার আমায় তুলিয়া রথে
ধাইয়া-চলিল যবে, দৈব-বশে দেখা-দিল পথে
বীর-রস বীর,
সদা উচ্চ-শির :
হেরি তা'র শরীর অরির মন ব্যথে ॥ ১৩৮ ॥

আমার ক্রন্দন শুনি, বীর-রস
বলে 'মোর সম্মুখে অবলা হরে—কাহার সাহস ?'
বলি' অশ্ব দলে
আটকিল বলে,
অত্যাচার বলিল, কাঁপায়ে দিক্ দশ ॥ ১৩৯ ॥

'সাহসের জিজ্ঞাসিস্ পরিচয়,
অথচ শরীরে তোর একের অধিক মাথা নয়।
কাজে তুই খর্ব্ব,
মুখে তাই গর্ব্ব !
দু-পাদ এগিয়া আসি' জিজ্ঞাসিতে হয় !' ১৪০ ।

বীর-রস হইয়া দারুণ ক্রুদ্ধ
খেয়ো-এল অমনি ; বাধিল তবে ভয়ানক যুদ্ধ।
রুধিরে-রুধির
হ'ল দুই বীর,
অত্যাচার পড়ি'-গেল হাড়িয়ার-শুদ্ধ ॥ ১৪১ ॥

বীর বলে 'এবার দিলাম প্রাণ !
পুন' যদি দেখি' তোর নষ্ট-রীত, পাইবি না ত্রাণ !'
এতেক কহিয়া
আমায় লইয়া
দুর্গ-মধ্যে রাখিল করিয়া সাবধান ॥ ১৪২ ॥

বিশ্রাম লভিয়া বীর দিন-দুয়ে,
প্রমোদের আশ্রয়ে সঁপিল মোরে ; সভা-মাঝে থুয়ে।
নৃপ-সাথে যেই
গেল বীর, সেই
পাতালে আসিয়া মোর পা পড়িল ভুঁয়ে ॥" ১৪৩॥

দুঃখের কাহিনী শুনি' প্রমদার,
কত তা'রে সান্ত্বনা করিল দেবী, মুছি' কতবার
করিল নয়ন
বিমল গগন,
কতবার পুন' হ'ল মেঘের সঞ্চার ॥ ১৪৪ ॥

বলে দেবী "কুসুম-কোমল তনু
তাপে ম্লান হয়েছে বাছার,—আর ভয় নাই অণু!
চিরন্তন সুখ
দেখাইবে মুখ!
ছুটি'-যা'বে বাদল ফুটিবে ইন্দ্রধনু! ১৪৫ ॥

দিবা-চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি আমি,
পিতারে দেখিবে তুমি সিংহাসনে, বীর হ'বে স্বামী
শত্রু-দল বধি'!
অশ্রু-ধারা-নদী
সুখার্ণবে মিলিবে! দু-দণ্ড থাক' থামি'!" ১৪৬ ॥

হেন কালে কল-কল-কল রোল
শ্রুতি-পথে আইল; প্রথমে যেন জলধি-কল্লোল;
ক্রমশ' ধুঁধুঁরি
শঙ্খ ভেরী তুরি
স্পরধিয়া গগণ ছাড়িয়া-উঠে বোল ॥ ১৪৭ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

সমর প্রয়াণ।

নিরখি' সম্মুখ-বাগে
কবির চমক লাগে,
বীর-সৈন্য আসিতেছে কাতারে কাতারে।
ধবল কিরীট-পুচ্ছ
স্বর্গ-মর্ত্ত্য করে তুচ্ছ,
উত্তাল-তরঙ্গ যেন ফেন উদগারে॥
সহস্র জিনিয়া সত্ত্ব
তুরঙ্গম রণ-মত্ত,
তাহে আরোহিয়া বীর হ'ল আগুয়ান।
হস্তে অসি ভয়ঙ্কর,
দারুণ প্রলয়ঙ্কর,
দেখিলেই থর-থর কাঁপয়ে পরাণ॥ ১॥

করুণা-দেবীরে দেখি',
বীররস বলে "একি।
সাক্ষাৎ ভবানী এ-যে জলদ-বিমানে।

লক্ষ্মী-রূপা কে রূপসী,
পাদ-পদ্ম-তলে বসি',
অবনী-লিখিছে অব গুণ্ঠিত বয়ানে!"
বলিল ক্ষণেক-পরে
জীমূত-গভীর স্বরে,
"সৈন্য গণ দাঁড়াও!" অমনি সব বীর
দাঁড়াইল সারি-সারি,
বীর রস আগুসারি',
পূজিল চরণ-পদ্ম করুণা দেবীর॥ ২॥

বলিল করুণাময়ী
"ধর্ম্ম-যুদ্ধে হও জয়ী!
চিরজীবী হয়ে-থাক', ভুঞ্জহ মেদিনী!
কীর্ত্তিতে পুরুক্ ধরা,
সার্থ হো'ক্ অসি-ধরা!"
হেন আশিষিলা দেবী সন্তাপ-নাশিনী॥
কবিরে ডাকিয়া পরে
বলিলেন বীর-বরে
"ভক্ত মোর এজন ইহারে লও সাথে।"
এত বলি' শুভঙ্করী
কবিরে কৃতার্থ করি',
বীর-কুল-কেশরীর সঁপিলেন হাতে॥ ৩॥

*

হেন কার্য্য সাধিয়া, নীরদ-রথে
আদেশিল কৃপা-ময়ী “চল’ বাছা অদর্শন-পথে !”
নিদর্শন তাঁ’র
রহিল না আর !
অসংখ্য তাঁহার কাজ, অসংখ্য জগতে ॥ ৪ ॥

ঠাহরিয়া-দেখিয়া উত্তম দেশ,
সৈন্য-গণে বীররস বিশ্রামিতে করিল আদেশ ।
সৈন্য-সমাবেশ
হৈল যবে শেষ,
কবির, করিল তবে, শিবির-নির্দ্দেশ ॥ ৫ ॥

স্বপক্ষের সহায়-সামর্থ্য যত
সকল একত্র করি’ বীররস, তা’র মধ্যগত
যতেক প্রধান
করি’ আহবান,
মন্ত্রণায় বসিলেন হইয়া সংযত ॥ ৬ ॥

দেব-দ্বয় মৈত্র আর অনুরাগ,
স্বাস্থ্য, দাক্ষ্য, কৌশল, এমনি আর যত মহাভাগ,
ঘেরি’ বীর-রসে
মন্ত্রণায় বসে ;
প্রহরী-সৈন্যেরা মাত্র আছয়ে সজাগ ॥ ৭ ॥

সহসা প্রহরী-গণ দ্রুত-গামী,
জনেক জটীরে ধরি'-আনি' কহে "বলিছেন স্বামী
'কাপুরুষ-
দৈত্য-দানবের যম, উগ্রতপা আমি' ॥" ৮ ॥

বীরে বলে কৌশল "কপট ইনি।"
কবি বলে "এঁর নাম ভণ্ডতপ, এঁরে আমি চিনি।"
কহে ভণ্ড-তপ
"তবে তপ-জপ
মিথ্যা মোর? মঙ্গল করুন্ কপালিনী'॥ ৯ ॥

কে তুমি? আমায় বলিতেছ ভণ্ড?
জান' না, রুষিলে আমি, বীরের প্রতাপ দোরদণ্ড
সব হ'বে পণ্ড।
দেখা'ব, পাষণ্ড,
দেবতার কোপ-দৃষ্টি কেমন প্রচণ্ড? ॥" ১০ ॥

বীর বলে "বারতা কি বল তাই!"
ভণ্ড বলে "কাছে শত্রু তথাপি তোমরা দেখ' নাই।
দ্বেষ হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার
এই তিন দানব মিলেছে এক ঠাঁই। ॥ ১১ ॥

পিছনে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী!
তাহে ভয়ানক-রস, রণার্ণবে ভীষণ কাণ্ডারী!"
এড়াইতে দণ্ড
সত্য কহে ভণ্ড,
গুপ্ত-চর কিন্তু সে মোহন্ত জটাধারী! ॥ ১২ ॥

বীর বলে "আদেশ প্রচার কর'
সাজিয়া দাঁড়া'ক সৈন্য, মন্ত্রণায় মিথ্যা কাল হর'।
দানবের সেনা
বিলম্ব সহে না,
আমরা কি সহিব? ধর' কৃপাণ-ধর'!" ॥ ১৩ ॥

বলিলেন কৌশল "কাজের আগে
মন্ত্রণার বচন শুনিবে, না-ও যদি ভাল-লাগে।
মন্ত্রণা যা' বলে
কালে তাহা ফলে!
ধৈর্য্য হারাইতে নাই কার্য্য-অনুরাগে ॥ ১৪ ॥

ধৈরজ ধরিয়া শুন', পরামর্শ,
মাথার উপর-দিয়া গেছে মোর পঞ্চাশত বর্ষ,—
তাহার বিংশতি
এই ব্রতে ব্রতী!
মোর বাণী না শুন'—রিপুর হ'বে হর্ষ!" ॥ ১৫ ॥

বীর বলে "শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ-বচন,
তথাপি সম্মুখ-রণে বিলম্বিতে নারি কদাচন।
জয়-বা-মরণ
করো না বারণ,
আর যাহা বল' তাহা শিরো-অভরণ॥" ১৬॥

কৌশল বলিল "তব অসি-চর্ম্ম
কাড়িয়া লইতেছি না! শুন' আগে বচনের মর্ম্ম,—
শুনি', তা'র পর
করিও উত্তর!
যাহা আমি বলিব তোমারি তাহা কর্ম্ম॥ ১৭॥

যুটিয়াছে যত দৈত্য, যত দানা,
যত যা'র বল-বীর্য্য-পরাক্রম, আছে মোর জানা।
অগ্রসর হয়ে
যে'তে চাই লয়ে,
যোলো আনা বলের কেবল দুই আনা॥ ১৮॥

অসুর-দুজনে আর দৈত্য-তিনে
ছলে আকর্ষণ-করি' আনি'-দিব তোমার অধীনে।
তুমি তা'র পর
আছ বীর-বর,—
রক্তে ডুবাইবে সবে, শস্ত্র-দুরদিনে॥ ১৯॥

দাক্ষ্য স্বাস্থ্য ঘুষিবে দুর্ভিক্ষ মারী ;
দ্বেষ-হিংসা-দোঁহে মৈত্র অনুরাগ দেব-অস্ত্র-ধারী।
অত্যাচারে আমি
রসাতল-গামী
করিব, ভয়াল-রস বধ্য সে তোমারি ॥ ২০ ॥

সন্ন্যাসীটি নহেন সামান্য লোক !
বোধ হয় গুপ্তচর ! উগরিছে কটা দুই চোক
দুষ্ট অভিসন্ধি !
কর' ও'রে বন্দি !
ভেদ করিয়াছি আমি উহার নির্মোক ॥ ২১ ॥

কে আছিস, উহারে বাঁধিয়া রাখ্ ;
বিচার হইবে পরে, হত্যাকাণ্ড আগে হয়ে যাক্—
হই আগে স্থির !
যুদ্ধ ঘোষ' বীর—
রণ-ভেরী বাজুক, বাজুক জয়-ঢাক ! ২২ ॥

পাতাল-অবধি-গগন স্পরধি'
বাজিল যখন তুরী-ভেরী-শঙ্খ, বাহিনী-জলধি
একটি ইঙ্গিতে—
ঘোর তরঙ্গিতে
লাগিল, এ-মুড়া হ'তে ও-মুড়া অবধি ॥ ২৩ ॥

ঝঞ্ঝনিয়া উঠিল অদ্ভুত বর্ম্ম
মুহূর্ত্তে সাজিয়া দাঁড়াইল সৈন্য ধরি' অসি চর্ম্ম।
সাদী সবে, অশ্ব
বাছি' লয়ে স্ব স্ব,
আরোহিয়া-বসিল সাধিতে বীর-ধর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

কৌশল, মন্ত্রণা, করি সমাধান,
কামান, পদাতি, সাদী, সবাকার নিরূপিয়া স্থান,
লইয়া কেবল
অল্প দল বল,
করিল রিপুর আগে পলায়ন-ভান ॥ ২৫ ॥

দানবেরা ভাবিল, অসংখ্য দল
পলাইছে তরাসে, এমনি খেলা খেলিল কৌশল।
দ্বেষ হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার
পিছনে করিল তাড়া লয়ে দল-বল ॥ ২৬ ॥

রিপু-মাঝে ফেলিয়া কৌশল-চার,
চাহি-আছে বীর রস কতক্ষণে আগে অত্যাচার,
সকলি প্রস্তুত,—
হেন-কালে দূত
"অদূর দার-সেনা" দিল সমাচার ॥ ২৭ ॥

"সৈন্য-গণ দাঁড়াও!" বলিল বীর
"সাজাইয়া কামান, কৃপাণ খুলি', হয়ে-থাক স্থির।
আসিছে অরাতি
যেন মত্ত হাতি,
সিংহের বদন-দ্বারে নিবেশিতে শির॥ ২৮॥

অই শুন', দানবের অহঙ্কার
শাসাইছে স্বর্গ-মর্ত্ত্য! অই শুন' ছাড়িছে হুঙ্কার!
কা'র সঙ্গে যুঝে
তাহা নাহি বুঝে!
তোমা-সবে চিনে না, চিনিবে এইবার! ২৯॥

এক দেহে ধরিয়া অযুত প্রাণ,
একপ্রাণ ধরিয়া অযুত দেহে, রাখ' এই স্থান!
কামান বন্দুক
যতই গর্জ্জুক,
অটল হইয়া থাক অচল-সমান॥" ৩০॥

রিপু-বল-দলন চরণ-দাপে
কাতারে কাতারে এ'ল দৈত্য-গণ, ভীষণ-প্রতাপে।
দ্বেষ হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার,
তিনে দেখি' এক ঠাঁই চৌদ্দ-লোক কাঁপে॥ ৩১॥

রণ-শিঙ্গা, মেঘানলে দিয়া ফুঁক,
রোষে কাঁপি' ঘোষে যেন, শমনের লাগিয়াছে ভুখ!
অযুত-অধিক
দেখিয়া অনীক,
দিগ্বধূ-সবার বুক করে ধুকুধুক্॥ ৩২ ॥

বীর-সৈন্যে করিয়া ভীষণ লক্ষ্য,
ঝটিতি দানব সেনা বিস্তারিল মহা দুই পক্ষ।
কামানের রথ
(সম্মুখের পথ
পরিষ্কার করিবারে শমন প্রত্যক্ষ) ৩৩
ঘর্ঘরিয়া দাঁড়াইল আগে গিয়া।
হ্রেষি'-উঠি তুরঙ্গ, সমর-রাগে বিষম রাগিয়া
বঙ্কিম-গ্রীবায়
খলিন চিবায়;
বীরের হৃদয়ে উঠে আগুণ লাগিয়া॥ ৩৪ ॥

বলে বীর যোধ-সবে,
"মাত' রণ-মহোৎসবে,
দ্রুত-গতি আসিতেছে শমনের খাদ্য।
তোমাদের জয়ে আজ
হ'বে দেব-রাজ
স্বর্গ-ময় হ'বে আজি নৃত্য-গীত-বাদ্য॥ ৩৫ ॥

সেই স্বর্গ চাও' যেই
আজি এই মুহূর্তেই
পাইবে। না পাও যদি তোমাদেরে ধিক্।
ধরিও না তলবার,
প্রত্যেকে তোমা-সবার
না যদি বধিতে-পার' শত্রের অধিক॥ ১৫॥

অত্যাচার-কত্যাঘরে
পৃথিবী রোদন-করে,
ঘাতকের হস্তে যথা গাভী দীন-হীন।
রাখাল তোমরা-সবে,
বৎস গণ আর্ত্ত রবে
তোমাদের পানে চেই চাহে নিশি-দিন॥

তোমরা থাকিতে বীর,
এই দশা পৃথিবীর!
বীরের সম্মুখে দৈত্যে তুলিবে মস্তক?
হান' বাজ! হান' বাজ!
জানুক দানব-রাজ
বীর হস্তে কৃপাণ কেমন ভয়ানক! ১৬॥

মর্ত্ত্য-দেহে কর' সবে তুচ্ছ বোধ!
লভ স্বর্গ, লভ জয়! এগোও এগোও সব যোধ!
দীন-অশ্রু জলে
সমুদ্র উথলে,
রুধির-সমুদ্রে আজি দেও তার শোধ॥" ১৭॥

যেই-মাত্র শুনিল বীরের বাণী,
সিংহ-নাদ ছাড়ি-উঠে, দশ লক্ষ অভীত পরাণী!
অযুত তুরঙ্গ
তেজ-স্ফীত-অঙ্গ
হ্রেষিতে লাগিল ঘোর, শাস্তি নাহি মানি' ॥ ৩৮ ॥

তা'র সঙ্গে বৃংহিতে-লাগিল করী,
শত-শত জয় শিঙ্গা বাজি-উঠে ঘোর শব্দ করি'।
তুরী-ভেরী-শঙ্খ
বাজিল অসংখ্য,
কাঁপাইয়া দিক্-দশ গগন বিদরি' ॥ ৩৯ ॥

চারিদিকে জমিতে-লাগিল মেঘ,
কায়া যা'র নিবিড় সৈনিক পংক্তি, মত্ত যা'র বেগ।
সম্বরিয়া কোপ
মৌন রহে তোপ,
স্তব্ধতায় জনমায় প্রাণের উদ্বেগ ॥ ৪০ ॥

অস্ত্র ধরি' সবে, আছয়ে নীরবে,
অধীর হয়েছে কিন্তু, মাতিবারে সমর-উৎসবে।
বেগে ধ্বজ-পট
করে পটপট,
ঊর্ম্মি বিলসিত করি' সেনা-মহার্ণবে ॥ ৪১ ॥

কামানের তখন খুলিল মুখ,
নাচাইয়া বীরের, কাপুরুষের দমাইয়া বুক।
জুড়ি' রণ-ভূম
উড়ি-উঠে ধূম,
বিদ্যুতিয়া-উঠে তায় অযুত রঞ্জুক ॥ ৪২ ॥

কামানের উত্তর প্রতি-উত্তর
আবর্ত্তিল, ফোয়ারা খুলিয়া গেল অমনি সত্বর
শত শত সের
আয়স-পিণ্ডের,
প্রলয়ে মার্জিল যেন আগ্নেয় ভূধর ॥ ৪৩ ॥

হইতেছে এমনি গোলার বৃষ্টি,—
তোপের ধমকে কাঁপি' গগন, করিছে যেন সৃষ্টি
অসংখ্য উলকা
ছাড়িয়া হলকা
জ্বলিয়া চলিছে গোলা ধাঁধাইয়া দৃষ্টি ॥ ৪৪ ॥

দূর-হইতে নাশিয়া অরাতি-দল
বীরত্ব বিরক্ত হ'ল; হাতে-হাতে পাইবারে ফল,
চোঙে ভরি' গুলি
জয়-ধ্বজা তুলি'
পৃথ্বী কাঁপাইয়া-চলে বীররস-বল ॥ ৪৫ ॥

ফিরিল না কেহই—কি দুঃসাহস !
নশ্বর শরীর পাতে কিনিল অবিনশ্বর যশ !
দ্বিগুণ উদ্যমে
দল-বল জমে,
দ্বিগুণ গর্জ্জন-রবে কাঁপে দিক-দশ ॥ ৪৬ ॥

মৃত দেহ পদ-তলে মরদিয়া,
এগিয়া-দাঁড়ায় শত-শত বীর যমে অবধিয়া।
স্মরি' বীর-ব্রত
ধায় শত-শত,
লক্ষ কামানের মুখে বক্ষ পাতি' দিয়া ॥ ৪৭ ॥

সাক্ষাৎ সংহার মূর্ত্তি যেন শূলী,
আক্রমিল বীর রস, অমনি অজস্র গোলা-গুলি
পড়ি' অনর্গল
ভাঙে দৈত্য-বল,
হল্লা করি' চলে বীর তলবার খুলি ॥ ৪৮ ॥

অস্ত্রে অস্ত্রে না হইতে ঘরষণ,
যাহা নরাধবার, বন্দুক তাহা করি বরষণ,
বেগে অকস্মাৎ
করিয়া ঝপাৎ
ধরিল আরেক মূর্ত্তি লোম হরষণ—৪৯

দাঁত মেলি'-উঠিল সঙ্গীন-ছুরি।
নিবিড়-জলদ যেন দিশি-দিশি উঠিল চিকুরি'।
সম্মুখা-সম্মুখি
দুই দল ঝুঁকি'
রণ-ভূমি করি'-তুলে শমনের পুরী ॥ ৫০ ॥

অস্ত্র-শস্ত্র ওঁচাইয়া মহাবলে
হল্লা রব করিয়া উভয়-দল মিলিল যে-স্থলে,
দল-পারাবার
হয়ে একাকার
ঘুবণা-সমাম ঘুরে আক্রমণ-বলে ॥ ৫১ ॥

দুই দিক্ হইতে দুর্ব্বার নদী
প্রচণ্ড তুমুল বেগে এক ঠাঁই আসি-পড়ে যদি,
কলকল-ঘোষে
ফেণাইয়া-রোষে
উচ্চে ঠিকরিয়া-উঠে গগন স্পরাধ' ॥ ৫২ ॥

তেমনি মাতিয়া-উঠি' রণ-মদে,
একত্র মিলিল আসি' দুই দল, তুমুল শবদে।
হুঙ্কার-নিনাদ
হয়ো উনমাদ,
আর্ত্তনাদে ডুবাইল রুধিরের হ্রদে ॥ ৫৩ ॥

তোড়-পাড় হইতে-লাগিল দল,
অস্ত্র ঝঙ্কারিয়া-উঠি' জানায় কাহার কত বল।
জয়-জয়-রবে
এগোয় গরবে,
পিঁছোয় অমনি পুন', না পাইয়া স্থল ॥ ৫৪ ॥

বীর-সেনা সাক্ষাৎ শমন-দূত,
চসিয়া-চলিল দানবের ব্যূহ শস্ত্র-হল-যুত।
মাথা কাটা পড়ে,
তবু নাহি নড়ে,
'কবন্ধ হইয়া লড়ে—একি অদভুত! ৫৫ ॥

কাটা মুণ্ড খট্-মট্ চাহি'-রয়,
নয়নে ফাটিয়া-পড়ে রুধির, অনল বাহিরয়!
বাহু-পদ-হস্ত
গিয়াছে সমস্ত,
অস্ত-দিবাকর তবু তেজ উগরয়! ৫৬ ॥

বীর-পক্ষে তুরঙ্গ-সহায় আসে,
মুখময় ফেণ বহে, ঝড় বহে নাসার নিশ্বাসে।
অসি ধরি' হাতে,
জিনি বেগ-বাতে,
উড়ি'-চলে অশ্বারোহী সমর-উল্লাসে ॥ ৫৭ ॥

যুবা-ঘোড়-সোয়ার সুদরশন,
পিছাইয়া টানি' রাশ, রণ-মদে টলিছে ভীষণ!
দূর-হইতে লখি'
বর্ম্ম-ঝকমকি,
করি'-দিল অরি-দল গুলি-বরিষণ ॥ ৫৮ ॥

শব-দেহ হইল মুহূর্ত্তে, বীর ;
পৃথিবীতে সটান হইয়া প'ল, বস্তু পৃথিবীর।
অশ্ববর কিবা
ফিরাইয়া গ্রীবা
চাহি'-দেখে প্রভু-পানে, দেহ করি' স্থির ॥ ৫৯ ॥

ক্ষণ-পরে নিকটে সরিয়া-যায়—
নোয়ায় লাগাম-খসা মুখ-নাসা অচেতন গায়।
শুঁকে যেই দেহ,
উথলিয়া স্নেহ
ডেবা-ডেবা আঁখি-দুটা সলিলে ভাসায় ॥ ৬০ ॥

রজো-ধূমে বলের বিস্তার ছাপি',
একেবারে অগণন তুরঙ্গ পড়িল-আসি' চাপি'।
কত অশ্ব পড়ি'
যায় গড়াগড়ি,
হ্রেষিয়া আছাড়ে পদ করি' দাপাদাপি ॥ ৬১ ॥

সাক্ষাৎ শমন সে-যে, হয়-রূপী ;
ক্ষণ-মাঝে আরম্ভিল আসিয়া দারুণ কোপাকুপি ,
কৃপাণের বল
শূন্য করে দল,
কেহ বা ওঁচায় খোঁচা, কেহ ধরে লুফি' ॥ ৬২ ॥

খোঁচা খেয়ে তুরঙ্গ খিঁচায় মুখ,
পিছায় দু এক পদ, পুন' হয় রণে-উন্মুখ।
শত মুখে হায়
শত অস্ত্র খায়,
আঁচায় শোণিতে তবু নাহি মিটে ভুখ ॥ ৬৩ ॥

অশ্ব আসি' করিল দারুণ-কাণ্ড !
চুরমার করিয়া ফেলিল দল, যেন মৃদ্‌ভাণ্ড !
পড়ি'-যায় মুণ্ড
রুধিরের কুণ্ড,
দ্বিখণ্ড হইয়া পড়ে শরীর প্রকাণ্ড ॥ ৬৪ ॥

সাদি দল-কেশরী কৃপাণ-নখে
এমনি করিল কাজ, অরি-করী আঁধার নিরখে !
শোণিত বৃষ্টিতে
না পারি' তিষ্ঠিতে,
ছটকিয়া-পড়ে সবে, কে কা'রে আটকে ॥ ৬৫ ॥

বীর-পক্ষ প্রবল হইল ক্রমে,
হত-বল হইল দানব-দল বীর-পরাক্রমে।
বন্দুকের নল
হ'ল বীতানল,
শান্ত হ'ল দিগ্বিদিক্ ধ্বনি-উপশমে ॥ ৬৮ ॥

হেন-কালে দেখা-দিল মহামারী ;
ভয়ঙ্কর রাক্ষসী—না বাছে বৃদ্ধ, কুমার, কুমারী !
যাহার নিশ্বাস
জ্বলন্ত হুতাশ,
যম-সম দৃষ্টি যা'র সৃষ্টি-লোপ-কারী ॥ ৬৯ ॥

মহামারী নিরখিয়া স্বাস্থ্য-বীরে,
গদা-হস্তে ধাইয়া-আইল রোষে গর্জ্জিয়া গভীরে।
মারি' এক বাড়ি
স্বাস্থ্যে ফেলে পাড়ি',
ভ্রমি-গেল স্বাস্থ্য-বীর ব্যথা পেয়ে শিরে ॥ ৭০ ॥

শুনা-গেল ঘোর ডমরুর শব্দ,
কাঁপিতে কাঁপিতে সবে যুড়ে পাণি, হইয়া নিস্তব্ধ।
আসিছেন রুদ্র,
তপের সমুদ্র,
দারুণ-দর্শন যথা প্রলয়ের অব্দ ॥ ৭১ ॥

হস্তে মহা-ত্রিশূল, রক্ত-লোচন ;
কালানল-মূরতি স্ফুরতি পায়, প্রাণ-বিমোচন।
মাথাময় জটা,
শোণস্রম কটা,
বক্র কটাক্ষিলে আর নাহিক বাঁচন ॥ ৭২ ॥

সাধ্য কার মুখ প্রতি দেখে চেয়ে,
দূর-হইতে নিরখিয়া পড়ে সবে পৃথ্বি তল ছেয়ে।
শাসিতে রাক্ষসী
চরাচর-বশী
দাঁড়াইল রুদ্র সম, মারী এ'ল ধেয়ে ॥ ৭৩ ॥

রুদ্র কহে "স্থির হও যোধ-পংক্তি।"
রাক্ষসীরে বলিলেন "দেখিব তোমার আজি শক্তি।"
বলিল রাক্ষসী,
'কে হেন সাহসী –
যমেরে ঘাঁটায় আসি' কে এমন ব্যক্তি।" ৭৪ ॥

এত বলি' রাক্ষসী অনল শ্বসে,
সেনা-সবে অমনি তাপিত শিরে হাত দিয়া বসে।
বিষাইল বায়ু,
শেষাইল আয়ু,
রুষাইল বলবান্, তাহার তাড়সে ॥ ৭৫ ॥

রুদ্র-রস হুঙ্কারিল রোষ-ময় !
দিক্ অন্ধকার করি' জলধর গর্জ্জে অসময় !
বড় বড় শিল
হইয়া শিথিল,
পড়িল বারেক-দুই জনমিয়া ভয় ॥ ৭৬ ॥

ভাগি'-যায় তড়িৎ আকুল-বেশে ;
কড়্ মড়্ কড়্ মড়্ শব্দ হয় বিমান-প্রদেশে ।
তড়িৎ-লহরী
বেড়ায় বিহরি'
নিখিল গগন-ময় একই নিমেষে ॥ ৭৭ ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি বাধিল দ্বন্দ্ব,
তড়িৎ-চমক দেখি' আঁখি-সব হয়ে্য-প'ল অন্ধ ।
গরজন-ধ্বনি
বাড়িল এমনি
শ্রবণ-কুহর সব, হয়্যে-গেল বন্ধ ॥ ৭৮ ॥

মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়া ধৈর্য্য ধরি',
বজ্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া-প'ল মারী ভয়ঙ্করী ।
সর্ব্বাঙ্গ তাহার
হ'ল ছার-খার,
প'ল যেই ম'ল সেই মহা-নিশাচরী ॥ ৭৯ ॥

গগনে মগন হৈল বজ্র-রব,
বিদ্যুৎ নিভিয়া-গেল, প্রশান্ত হইল দিক্‌-দল।
ছিন্ন মেঘ-মাঝে
তারা-রত্ন রাজে,
ভীরু দিগঙ্গনা-গণে বিতরি' সাহস ॥ ৮০ ॥

দুরভিক্ষ কা'রো কাছে নহে ম্লান!
মৃত্যু-কালে বৃত্রাসুর দিল তারে, রৌদ্র-বরুণ,
দুই অস্ত্র বলি',
সেই বলে বলী,
দাক্ষ্যে বিনাশিতে-যায় দৈত্য নিদারুণ ॥ ৮১ ॥

সন্ধান করিল যেই বাণ-দ্বয়,
আগুণ হইয়া-উঠে গগন, বসন নাহি সয়।
শুখাইয়া তরু
পৃথ্বী হ'ল মরু,
দ্বাদশ তপন যেন একত্র উদয় ॥ ৮২ ॥

ক্ষণ-পরে আবার তেমনি বৃষ্টি!
মেঘে মুখ-ঢাকিয়া দেবতা-গণ ডুবাইল সৃষ্টি!
বৃষ্টি-রব ছাড়া
নাহি শব্দ-সাড়া,
বৃষ্টি-বিনা কিছু আর নাহি হয় দৃষ্টি ॥ ৮৩ ॥

জল পেয়ে প্রাণ-পেয়ে-উঠে তরু,
শব্দি'-উঠে তৃণ-ভূমি, বাঁচি'-উঠে তপ্ত যত মরু।
মনে পেয়ে আশা
হাসি'-উঠে চাসা,
মাঠ-ময় বাজি'-উঠে ভেকের ডমরু ॥ ৮৪ ॥

কাঁদিয়া বাড়ায় বৃষ্টি কবি-গণ!
লক্ষে-ঝম্পে ধরায় ভাঙ্গিয়া-পড়ে দুর্ব্বার গগন।
ব্যাঙে ডাকি' ব্যাঙে
মিছে গলা ভাঙে,
বৃষ্টিরবে সে রব পাতালে নিমগন ॥ ৮৫ ॥

দাক্ষ্য কিবা অদ্ভুত পরাক্রমে
যুঝিল অসুর-সনে, হটিল না বীর কোন-ক্রমে।
দুরভিক্ষ তা'রে
যত বাণ মারে,
সমস্ত কাটিয়া-ফেলে একই উদ্যমে ॥ ৮৬ ॥

দেশ-ময় দাপিয়া-বেড়ায় দাক্ষ্য,
মুহূর্ত্তেক স্থির নাই হস্ত-পদ, মুখে নাই বাক্য।
মারিতেছে বাণ
অমোঘ-সন্ধান,
শত-শত বাহু জিনি ভীষণ-কটাক্ষ ॥ ৮৭ ॥

এক হস্ত শত কিংবা ততোধিক !
একই নিমেষে বীর তীরে-তীরে ঘিরে চারি দিক্‌।
দক্ষিণ, উদীচী,
পূরব, প্রতীচী,
কা'রে সামালিবে অরি নাহি পায় ঠিক ॥ ৮৮ ॥

চারি-দিকে শোঁ শোঁ করে শিলীমুখ,
কোন্‌ দিক্‌ ঠেকাইবে! ভাবনায় কালি হ'ল মুখ।
হ'ল মতি-ভ্রম,
গেল পরাক্রম,
দাক্ষ্যের উদ্যম দেখি' দমি'-গেল বুক ॥ ৮৯ ॥

স্তম্ভিত হইল যদি দেব-অরি,
বলদেব যুঝিতেন যেই অস্ত্রে, সেই অস্ত্র ধরি
দাক্ষ্য মহা শূর
বধিল অসুর,
অস্থি-সার দেহ তা'র বিদরি বিদরি' ॥ ৯০ ॥

সম্মুখে দেখিয়া, দ্বেষ, অনুরাগে,
এগোইয়া অমনি তাহার সনে দ্বন্দ্ব-রণ মাগে।
হয়ো মহা-ক্রুদ্ধ
বলে "দেহি যুদ্ধ,"
"এহি" বলে অনুরাগ তেমনি সোহাগে ॥ ৯১ ॥

রোষানলে জ্বলিল দ্বেষের অঙ্গ,
বলে দৈত্য "আসি এই, দেখাই তোমায় এই রঙ্গ!"
এতেক বলিয়া
অসি নিক্সলিয়া,
হানিতে-লাগিল যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ॥ ৯২ ॥

চর্ম্মে-বর্ম্মে পড়িতে-লাগিল চোট
তড় তড় শিলা-বৃষ্টি জিনি হয় শবদের স্ফোট।
দৈত্য মহা-দর্প
শ্বসে যেন সর্প,
বিকট করিয়া মুখ, দংশিয়া ঠোঁট ॥ ৯৩ ॥

অনুরাগ, তরুণ-অরুণ-চ্ছবি,
রহিল অটল-পদে, স্মরি' নিজ অমর-পদবী।
চাহে ক্ষণ-পরে
দ্বেষের উপরে,
কুজ্ঝটিকা-ঘন-প্রতি চাহে যথা রবি ॥ ৯৪ ॥

মন্ত্রাহত যেমন কুপিত ফণী,
অনুরাগ-নয়নে পড়িয়া দ্বেষ হইল তেমনি।
হল মহাবলী
আড়ষ্ট পুথলী,
অসি-অস্ত্র খসি' পড়ে আপনা-আপনি ॥ ৯৫ ॥

আপনার অনলে আপনি দ্বেষ
জ্বলিতে-লাগিল তবে; যন্ত্রণার নাহি তা'র শেষ—
না যায় কহন,
না যায় সহন,
কেবল দহন-সার, নরক-বিশেষ! ৯৬ ॥

গুমরিয়া গুমরিয়া রোষানলে
তাপি'-উঠে কলেবর, ক্ষণ-পরে ধূ ধূ করি জ্বলে।
এমনি করিয়া
গেল সে মরিয়া,
শেষ হ'ল দ্বেষ-রিপু অনুরাগ বলে ॥ ৯৭ ॥

যুঝে মৈত্র হেতায় উদার-প্রাণে,
বিষাক্ত করিয়া ছোরা চায় হিংসা তা'র মুখ-পানে।
অনভিজ্ঞ জন
জানে না কেমন
সে তাহার চাহনি, যে জানে সেই জানে ॥ ৯৮ ॥

ফণী থাকে যেমন পেটরি-ঢাকা,
বজ্র থাকে যেমন সাবনে-করি' মেঘাবৃত রাকা,
হিংসার চাহনি
সেই-রূপ গণি,
সুযোগ-বিহনে শুধু ধৈর্য্য ধরি' থাকা! ৯৯ ॥

বার-দুই চাহিয়া মৈত্রের পানে,
ছোরা-পানে চাহি'-দেখে একবার জগদ্-প্রাণে।
ইতস্তত' করি'
বিচরি'-বিচরি'
এক লাফে গিয়া-পড়ে অরি-সন্নিধানে ॥ ১০০ ॥

পাশ অস্ত্র হস্তে করি' মৈত্র-বীর,
দৃঢ় বক্ষে ঋজু-কায়ে গিরি-সম রহিলেন স্থির।
সেই তাঁ'র বক্ষ
করি' ঘোর লক্ষ,
করিল হিডিসা-রিপু রুধিরে-রুধির ॥ ১০১ ॥

রোষে জ্বলি' উঠি', দৃঢ় করি' মুঠি,
হস্তে ধরি' খর-ছুরি, নেত্রে ধরি' দারুণ ভ্রূকুটি,
রুখিয়া-পাড়িয়া,
বিঁধিয়া ছুড়িয়া,
হানিতে লাগিল ছুরি না করিয়া ত্রুটি ॥ ১০২ ॥

মৈত্র সে অমর জাতি, দৈব-বলে
হলাহলে অমৃত করিয়া-লয় দিব্য কুতূহলে।
ক্ষত সব তায়,
জোড়া লাগি' যায়,
হিংসা পলাইয়া-যায় সৈন্য-কোলাহলে ॥ ১০৩ ॥

২৫

মৈত্র দেব ছাড়িল বন্ধন-পাশ ;
অমনি হিংসার গলে জিন-যের পড়ি' গেল ফাঁস।
মুখ বিকটিয়া,
আঁখি উলটিয়া,
জিউভা বাহির-করি' চলি'-গেল শ্বাস ॥ ১০৪ ॥

হইল, কৌশলে আর অত্যাচারে,
মুখামুখি ! বলে দৈত্য "আজি তোরে পাইয়াছি কারে!
দিব প্রতিফল,
পি'ব তবে জল !
তুই মাথা নোয়াইলি আনন্দের দ্বারে ! ১০৫ ॥

আনন্দের প্রসাদ এতে কি মিষ্ট,—
মানুষ হইলি তুই মোর খেয়ে, অধম পাপিষ্ঠ,
তাহা ভুলি' যা'স্ !
চরণের দাস
ছিলি—তা' গেছিস্ ভুলি'—খেতিস্ উচ্ছিষ্ট!" ১০৬॥

কৌশল বলিল তবে "তোর চেয়ে
আছে কি রে পাপিষ্ঠ। ভিতরে তোর দ্যাখ্ দেখি চেয়ে—
জন্তু কি নহিস্ ?
তবুও কহিস্
মানুষ হয়েছি আমি তোর অন্ন খেয়ে! ১০৭ ॥

হিংস্র জন্তু যে-জন তাহার খেয়ে
মানুষ ! কি মতিভ্রম ! হয়েছিনু বন্য-পশু চেয়ে
অধম পরাণী !
মানুষ ইদানী
হইয়াছি আনন্দের পদ ছায়া পেয়ে ॥ ১০৮ ॥

দিবা রাত্রি কর্ণে শুনি' হাহাকার,
অন্ন বিষাইত মুখে, শয্যা হ'ত তপত অঙ্গার !
অন্য গতি হীন
আছিনু যদিন,
সয়েছিনু ত'দিন ! সে দিন নাই আর !" ॥ ১০৯ ॥

অত্যাচার বলিল "তোমার দিন
ফুরাইয়া আসিয়াছে ! আর কেন বাড়াইছ ঋণ !"
বলি' অত্যাচার,
খুলি' তলবার,
"তবে রে পাষণ্ড" বলি' কোপ দিল তিন ॥ ১১০ ॥

অত্যাচার যেমন চতুর্থ-বার
ওঁচাইল কৃপাণ, কৌশল-বীর ভাব দেখি' তা'র
ঝটিতি সরিয়া,
ঝনাৎ করিয়া
দু-টুকুরা করি'-ফেলে দৈত্য-তলবার ॥ ১১১ ॥

পাছু হটি' অত্যাচার কৃতাঞ্জলি,
কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া মহা এক ভীষণ শকতি,
শোঁ শব্দ করিয়া
বায়ু বিদারিয়া
ছাড়িল সটান বেগে কৌশলের প্রতি ॥ ১১২ ॥

উরগ শ্বসিত জিনি শব্দ করি'
শকতি সে আসিছে প্রবল বেগে কাঁপি' থরহরি,
ইহা দেখি বীর
করি মনঃস্থির
লুফিয়া ধরিল তারে দর্প তা'র হরি' ॥ ১১৩ ॥

ক্রুদ্ধ ফণী মন্ত্রে যেন রুদ্ধ-গতি,
কৌশল মুষ্টিতে পড়ি' শকতির ঘুচিল শকতি।
শক্তি সে রিপুর
ঘুরাইয়া, শূর
তাহাই ছাড়িল বেগে রিপু দেহ প্রতি ॥ ১১৪ ॥

প্রভু ইনি হ'ন, নাহিক স্মরণ,—
বক্ষ বিদারিল শক্তি না মানিয়া বর্ম্মের বারণ।
করি' ঘোর রব
পড়িল দানব ;
আপন শক্তির ফেরে লভিল মরণ ॥ ১১৫ ॥

বীর বলে "কোথা তুই ভয়ানক!
কোথা তুই পামর! কবিরে তুই করিস্ আটক?
কোথা তুই! অরে!
তোর মুণ্ড-তরে
কৃপাণের জিহ্বা করিছে লক্ লক্॥" ১১৬॥

ভয়ানক, শুনিয়া আহ্বান ধ্বনি
আরক্ত-নয়নে দাঁড়াইল, যেন উদ্যত অশনি।
বলে বীরোত্তমে
"কালান্তক যমে
ডাকিতেছ কে তুমি? আমায় কি চেন'নি?" ১১৭॥

দৈত্য আমি কেমন, দেখা'ব তবে!"
বলি' রাঙাইল আঁখি, গরজিয়া হুহুঙ্কার-রবে।
মারে যদি লাথি,
শুয়ে পড়ে হাতি,
দাঁড়াইল রোষে মাতি' এমনি গরবে॥ ১১৮॥

বীর বলে "ত্বরায় চলিয়া আয়!
অধীর হয়েছে মোর কৃপাণ রুধির-পিপাসায়!
র'বে তোর মাথা
বঁড়সায় গাঁথা,
দেখিবে আবাল-বৃদ্ধ! দেখি কে বাঁচায়!" ১১৯॥

এত বলি' আক্রমিয়া ভয়ানকে,
শত শত কোপ মারে এক এক আঁখির পলকে।
শ্বসিতে শ্বসিতে
অসিতে অসিতে
বাধায় তুমুল দ্বন্দ্ব, অনল ঝলকে ॥ ১২০ ॥

বীররস দেখিয়া-দেখিয়া বাগ,
মারিছে এমনি কোপ—হস্তিকে যেমন বন্য বাঘ
প্রচণ্ড থাবায়
ভুদণ্ড ভাবায়
শুণ্ড মুণ্ড গণ্ড আদি করি' ভাগ ভাগ ॥ ১২১ ॥

ভেবরিয়া গেল যেই ভয়ানক,
আর তা'রে ফেলিতে দিল না বীর একটি পলক,
মারি' এক কোপ
বাহু করে লোপ,
তেমনি আরেক কোপে খসায় মস্তক ॥ ১২২ ॥

"সাধু-সাধু" রব উঠে নভোময়;
পুষ্প-রাশি পড়িল, মেদিনী জুড়ি' উঠে জয়-জয়।
বাজিল দুন্দুভি,
সিন্ধু যেন ক্ষুভি'
বেলা-সনে খেলা করি' ধীরে গরজয় ॥ ১২৩ ॥

সপ্তম সর্গ।

শান্তি-প্রয়াণ।

কামানের বন্দুকের ধূম-চয়
ক্রমে সরি'-পড়িল, অমনি সেই রণ ভূমি-ময়
ক্ষত আর মৃত

দেখিয়া কবির হ'ল করুণা-উদয় ॥ ১ ॥

অস্ত্র-হাতে শত-শত মহা-বীর
নিদ্রা-যায় রণ-ভূমে, সর্ব্ব দেহ রুধিরে-রুধির।
বক্ষ বিদারিত,
অস্ত্র অনাবৃত,
জড়-পিণ্ড হয়ো-রহে ধড় বাহু-শির ॥ ২ ॥

কত পড়ি' রকতা-রকতি হয়;
খেঁচড়িয়া টানিয়া-টানিয়া দেহ, পি'তে চায় পয়।
যন্ত্রণার পাকে
শমনেরে ডাকে
"শীঘ্র লও, শীঘ্র লও, আর নাহি সয়!" ॥ ৩ ॥

দেখি' শুনি' এ হেন দারুণ-দৃশ্য,
ভাবে কবি "এই ঘোর দুঃস্বপন—এ'র নাম বিশ্ব !
আইস' আইস'
বৈরাগ্য ! আশিষ'
ছাড়ি' ভব-দাসত্ব তোমার হই শিষ্য !" ৪ ॥

এত বলি' শান্ত-সমাহিত চিতে
চাহি' করুণার পানে সকাতরে লাগিল ডাকিতে,
"স্বর্গ হ'তে উলি'
লও মোরে তুলি'
পারি না পারি না আর এ-সব দেখিতে ॥ ৫ ॥

অন্ধকারে হইয়া অনন্য-গতি
নয়ন-চকোর যাচে পদ-নখ চাঁদের পাঁকতি।
এ কি ভয়ানক !
আপাদ-মস্তক
ঘুরিছে, দাঁড়াই স্থির নাহি সে শকতি !" ৬ ॥

ভকতের ক্রন্দনে বন্ধনে পড়ি',
স্বর্গ হ'তে নামি'-আইলেন দেবী মেঘ যানে চড়ি'।
সঙ্গে এক জন
দিব্য-দরশন
আইল মহাপুরুষ, হস্তে হেম-ছড়ি ॥ ৭ ॥

রহি' মেঘ রথে, প্রণত ভকতে
বলে দেবী "সুসঙ্গ ইনি তোমায় তপো-পরবতে
পথ দেখাইয়া
যা'বেন লইয়া,"
এত বলি' চলি'-যা'ন দেবযান পথে ॥ ৮ ॥

সুসঙ্গ, কনক-দণ্ড যা'র হাতে,
কবিবরে সম্ভাষিয়া বলিল "আইস মোর সাথে।"
পুরা যবে রাত্রি

তপোগিরি নিরখিল উন্নয়ন-পাতে ॥ ৯ ॥

সুসঙ্গ কহিল "এই তপোচল!
দুরধর্ষ, কোথাও গৃহ-বাসীর নাহি চলাচল!
দেখোছ—অরণ্য
কি ঘোর বিবর্ণ!
অশিব ডাকিছে শিবা, শুন' কোলাহল ॥ ১০ ॥

মধ্যাহ্ন দিবসে, আঁধার দিবসে।
তিলার্দ্ধ নভে না রাত্তি, অরণ্যের প্রশ্রয় সাহসে।
সঙ্কট বড়ই!
গর্জ্জে শুন' অই—
গুহার ভাঙিছে ঘুম উহার তাড়সে ॥ ১১ ॥

কতদূর তোমার এখানে থাকা
সঙ্গত, এখনো বুঝ'। পথ ঘাট বনে সব ঢাকা!"
বলে কবি "হেন
বাক্য মোরে কেন?
বরিষা-নদীরে কেন আটকিয়া-রাখা।" ॥ ১২ ॥

এত বলি' সাহসে করিয়া ভর,
চলিল ঔদ্ধত্য-পথে, আঁধার বাড়িল পর-পর।
তমো-পরাক্রমে
পড়ি' পথ-ভ্রমে,
নত-শিরে ধীরে-ধীরে ফিরে কবিবর ॥ ১৩ ॥

বলে কবি "মানিলাম পরাভব!
দিকের ঠিকানা নাই কোন ঠাঁই, অন্ধকার সব!
না চড়িয়া গিরি
কেমনে বা ফিরি,
মূলেই যে পথ নাই ইহা অসম্ভব।" ১৪ ॥

সাধু বলে "সাধু সাধু! বিধি বাম
নহেন তোমার প্রতি! সফল হইবে মনস্কাম
এইরূপ যদি
মনোবাঞ্ছা-নদী
শান্তিসিন্ধু-পানে ধায়, না জানি বিরাম ॥ ১৫ ॥

অই দেখ ব্যাপি'-আছে বিঘ্ন-বন !
নিবসে হোতায় হিংস্র, জঘন্য, কুৎসিত, কুলক্ষণ,
পশু যত বন্য ,
তাহারেই ধন্য—
উহা যে লঙ্ঘিতে-পারে প্রাণ করি' পণ ॥ ১৬ ॥

দুই পথ , একটির নাম শ্রেয—
দু ধার অরণ্যে ঘেরা . ধর্ম্ম-বীর দুজন অজেয়,
শম আর দম,
ঘোর পরাক্রম,
দেখাইয়া দেয় তাহা , অন্য পথ প্রেয় ॥ ১৭ ॥

মিথ্যাবে যে জন জানে এই সত্য,
প্রেয়ঃপথে চলে সে শান্তির আশে, হয়ে উনমত্ত।
একে লোকাকীর্ণ
তাকে সুবিস্তীর্ণ,
অজ্ঞ-লোক নাহি জানে ফণার সে গত্ত ॥ ১৮

চলে মূঢ় প্রথমে উল্লাস-ভরে ,
পরে যবে ভীষণ বন-গহন পথ-রোধ করে ,
ভ্রমে লাগি' ধাঁদা
হয় যবে আঁধা.
মহিষ গুঁতায় কভু, ব্যাঘ্র কভু ধরে ॥ ১৯ ॥

শম-দম-তাপসের তপোবনে
আইস তোমায় আমি লয়ে-যাই, অতি সংগোপনে
হইবে যাইতে ;
আইলে যাইতে
হিংস্র পশু অনেক দেখিবে যাত্রী-জনে ॥ ২০ ॥

পবিত্র সে তপস্বীর আবসথ
শ্রেয়ঃ পথের দ্বার ! এই যে দেখিছ নামো-পথ
এই পথ-দিয়া
ক্রমে চলি-গিয়া,
সেই পথে উঠি' হও সিদ্ধ-মনোরথ ॥ ২১ ॥

নিম্ন পথ দেখিয়া নূতন ব্রতী
মনে করে 'এ-পথে চলিলে হয় রসাতলে গতি ;'
কিন্তু তাহা ভুল !
নিম্নে এ'র মূল,
গতি উচ্চ-দিকে, নাম ইহার প্রণতি ॥ ২২ ॥

অই সে ঔদ্ধত্য-পথ, মহা-উচ্চ,
এই মাত্র যাহা আরোহিলে তুমি, ধরা করি' তুচ্ছ ।
উহার শিখর
লভে যেই নর,
রসাতল দেখিয়া অমনি যায় মূর্চ্ছা ॥ ২৩ ॥

তেঁই বলি তোমায় প্রণতি-পথ
ধরি' চল' ! এই সে বিজন পথ ! লক্ষে পরবত
পঙ্গু হেতা পশি' !
ভীরু ধরে অসি !
হেঁট হয়ে চল' সিদ্ধ হ'বে মনোরথ ॥" ২৪ ॥

এত বলি' লয়ে-চলে শ্রেয়ঃকামে
নম্র পথে, দুয়ার এমনি ক্ষুদ্র, ডাহিনে ও বামে
এমনি প্রাচীর,
এমনি গভীর,—
উপরে গরজে ব্যাঘ্র, সাধ্য নাই নামে ॥ ২৫ ॥

এইরূপে কিছু কাল দুইজন
চলিল প্রণতি-পথে, ঋক্ষ-বৃক-শার্দুল-গর্জ্জন
যাইতেছে শুনা,
ভয় একগুণা
শত-গুণা হয়ে তায়—এমনি নির্জ্জন ॥ ২৬ ॥

অতঃপর শান্ত তপোবন-ভূমে
[illegible]পিল যাত্রী-দোঁহে; মৃগ-পক্ষী মগ্ন সবে ঘুমে
রজনীর ছায়ে;
মন্দ মন্দ বায়ে
হেলিতেছে পাদপ, বিবর্ণ হোম-ধূমে ॥ ২৭ ॥

*

সম্মুখে চাহিতেই দেখিল দোঁহে
যোগাসনে বসি'-আছে দু-জন ; ভ্রম-প্রমাদ মোহে
করি' খান্ খান্,
জ্ঞান-ভানুমান্
বদন উজ্জ্বল করি', অপ্রতিম শোহে॥ ২৮॥

তপত কাঞ্চন-তনু, তেজোময়,
মনে হয় সহসা ভূতলে যেন তপন-উদয়।
ধ্যানে দিয়া ক্ষান্ত,
পবিত্র প্রশান্ত
নয়ন মেলিল তবে তপোধন-দ্বয়॥ ২৯॥

ঈষৎ হাসিয়া দুই তপোনিধি
প্রণত অতিথি-দোঁহে স্বাগত-সম্ভাষে যথাবিধি
করিল পূজন,
পরে সে দু-জন
বসাইল যাত্রী দোঁহে আপন সন্নিধি॥ ৩০॥

সাধু-বাদ করিয়া কহিল দম
"এসেছ যখন এত কষ্ট লয়ে, বন অতিক্রম
অবশ্য করিবে,
কিন্তু বন্য জীবে
পথ-ঘাট হয়ে-আছে দারুণ দুর্গম।

[illegible]সঙ্গে পেয়েছ সঙ্গী ভাগ্য-বশে,—
নাহ[illegible] শ্রেয়ঃপথে সাধ্য নাই অন্য কেহ পশে,
দেখি' বিস্মারণ্য
হারায় চৈতন্য ;
অবিনীত নর হেতা কভু না সাহসে ॥ ৩২ ॥

দুঃসাহস করে যদি লঘুচেতা ;
মরীচিকা নামে এক রাক্ষসী হইয়া তা'র নেতা,
ফেলি'-দেয় ক্রমে
ঘোর পথ-ভ্রমে ;
এ জনমে আর সে আসিতে নারে হেতা ॥ ৩৩ ॥

মনুষ্য আছিল যা'রা এক-কালে,
বন্য পশু হইয়াছে মরীচীর ঘোর ইন্দ্রজালে।
পশু হ'লে কাজে,
পশু-দেহ সাজে।
মনুষ্য তা'রেই বলি, ধরম সে পালে ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাও যদি,
শ্রেয়ঃপথে চলিতে আরম্ভ কর' আজিকে অবধি।
এসেছ হেতায়
যখন, বৃথায়
বহিয়া না যায় যেন জীবনের নদী ॥ ৩৫ ॥

বিঘ্নে ভয় পেয়ো না, ভুলো না ভ্রান্ত
লোকের কুহকে, শ্রেয়ঃপথে চল' মনুষ্যের মত।
বীর যে পুরুষ,
সত্য যে মানুষ,
ভয়-লোভে করে না সে মাথা অবনত ॥ ৩৬ ॥

বর্ম্ম এই দিলাম তোমায় আমি,
ধৈর্য্য ইহার নাম, হও যদি শ্রেয়ঃপথ-কামী,
পর' ইহা অঙ্গে,
চল' সাধু সঙ্গে,
প্রসাদ বিতরিবেন চরাচর স্বামী ॥" ৩৭ ॥

বলি', ধৈর্য্য-কবচ দিলেন, দম,
অঙ্গে কবি পরিল প্রণাম ক'রি', তা'র পরে শম
দিলেন পরশু,
বলিলেন, "পশু
যত আছে যেখানে, তাদের ইহা যম ॥ ৩৮ ॥

ইহা জ্ঞান-পরশু, অনল নিভ,
ইহারে সহায় করি', জন্ম-জন্ম ধর্ম্ম-পথে জীব'।
দেখিলেই পশু
ছোঁয়া'বে পরশু,
তিন বার উচ্চারিয়া শিব শিব শিব ॥ ৩৯ ॥

বৃথা কালাত্যয়, আর ভাল নয়,
উঠ' জাগ', ওহে সচেতন-যুবা, রিপু কর' জয়।
মৃত্যু-মুখ তর',
শ্রেয়ঃপথ ধর—
তীক্ষ্ণ ক্ষুর-ধার-সম পণ্ডিতেরা কয়॥" ৪০॥

কবিবর, জ্বলি' নব-অনুরাগে
পড়িয়া মুনি-দোঁহার পদ-যুগ, আশীর্ব্বাদ মাগে,
"কর' আশীর্ব্বাদ
ভ্রম-পরমাদ
ছুটি যায়, মন ধায় ধর্ম্মপথ বাগে॥" ৪১॥

"তথাস্তু" বলিল দুই মুনিবর,
সুসঙ্গের পশ্চাতে চলিল কবি, সাধন তৎপর।
বলিল সুসঙ্গ
"আগে বন লঙ্ঘ',
তপোগিরি-শিখর আরোহ তার পর॥" ৪২॥

এত বলি' পথ দেখাইয়া চলে,
দুই পদ না যাইতে মরীচী-রাক্ষসী মায়া-বলে,
চারু-চন্দ্রাননা
যেন সুরাঙ্গনা,
এমনি ধরিয়া রূপ, কাঁদি' কাঁদি' বলে॥ ৪৩॥

"কোথা গেলে প্রাণ-নাথ, দেও দেখা !
চারিদিকে বিজন গহন বন, নারী আমি একা !
দারুণ বিরহে
প্রাণ মোর দহে !
হায় ! পোড়া-কপালে কি এই ছিল লেখা !" ৪৪ ॥

হেরি' বলে কবি "এ নহে মানবী !
দেব কন্যা—নাহি ভুল ! এমন সুন্দর মুখচ্ছবি
কভু কোন ঠাঁই
চক্ষে দেখি নাই !
রূপে আলো-করিয়াছে আঁধার-অটবী ॥ ৪৫ ॥

এলো-থেলো বেশ, এলো-থেলো কেশ !
এঁর যে এ দশা করে, সে মানুষ পাষাণ-বিশেষ
নাহিক সন্দেহ !
পারে কভু কেহ
দেখিতে, ধৈরজ ধরি', অবলার ক্লেশ !" ৪৬ ॥

হেন কালে দিব্য এক ছাগ-পশু
কাছে এ'ল ; সুনন্দ অমনি বলে "পরশু পরশু !
পাইয়াছ যাগ,
বধ' এই ছাগ !"
পরশু-পরশে পশু তেয়াগিল অসু ॥ ৪৭ ॥

চমকিয়া সম্মুখে দেখিল কবি,
যুবা এক পুরুষ হইল খাড়া, কন্দর্প-ছবি।
প্রণমি' কবিরে,
পদ-ধূলি শিরে
লইয়া বলিল "মোরে স্মরাও অটবী॥" ৪৮॥

কবি বলে "বিশ্ব যাঁর আজ্ঞাকারী
ডাক' সেই দয়াময়ে, বিপদের তিনিই কাণ্ডারী—
মোর কি ক্ষমতা!
তোমার বারতা
শুনিতে বাসনা মোর, কহ' গো বিস্তারি'॥" ৪৯॥

বলে যুবা "অই সে সর্ব্বনাশিনী!
দেখিতেছ এখন সাক্ষাৎ যেন ত্রিদিব-বাসিনী—
যে বিষম ঘোরে
ফেল্যেছিল মোরে--
পিশাচী কোথাও নাই এমন নিষ্ঠুরী! ৫০॥

সকল বৃত্তান্ত কাজ নাই শুনি',
শুন' মুখ্য বারতা; অমন এক সুন্দরী তরুণী
পথে যদি কাঁদে,
কে না পড়ে ফাঁদে?
কে হেন কঠোর-ব্রত উগ্র-তপা মুনি? ৫১॥

উদ্ধারিতে-গেলাম উহারে আমি,
ও বলিল 'ত্রিকূলে আমার কেহ নাই। ছিল স্বামী,
সে আমায় ত্যজি'
পর-প্রেমে মজি'
রয়েছে! তোমার আমি হ'ব অনুগামী॥ ৫২॥

ভুলাইয়া আমায় সে মায়াবিনী
লয়ে-গেল সেই বনে, যেই ঠাঁই কামনা কামিনী
আছে চক্ষু মেলি',
পাক-চক্র খেলি',
আইল আমায় দেখি' ধূর্ত্ত সে নাগিনী॥ ৫৩॥

বিষ-শ্বাসে এমনি হয়েছে বায়ু,
নাশায় পশিলে-মাত্র দেহে যত শিরা যত স্নায়ু
করে অবসন্ন,
হয় অকর্ম্মণ্য
সে জন, সে দিক্ দিয়া চলে যে অপায়ু॥ ৫৪॥

নাসায় পশিল যেই সে গরল,
ঢুলু ঢুলু হইয়া-আইল মোর নয়ন-যুগল।
ভুজঙ্গ-রমণী,
আমায় অমনি,
মায়া নাগ-পাশে বাঁধি, করিল ছাগল॥ ৫৫॥

অচেতন ছিলাম, জাগিয়া-উঠি'
দেখিলাম—হইয়াছি ছাগল ! অমনি ছুটা-ছুটি
করি' মহা-বেগে,
ক্ষুধার আবেগে
বেড়াইতে লাগিলাম ফুল-পত্র লুটি ॥ ৫৬ ॥

পশু-দেহ এখন করিনু ত্যাগ
পবিত্র পরশে তব ! কোথায় মনুষ্য—কোথা ছাগ—
ধন্য রে অনঙ্গ !"
বলিল সুসঙ্গ
"পশুত্ব ঘুচায় শুধু রক্তে অনুরাগ ॥ ৫৭ ॥

মোহান্ধের দেন তিনি জ্ঞান-চোক,
তাঁহারে নিরখে তবে, অন্ধকারে তিনিই আলোক !
দুর্ব্বলের বল
তিনিই কেবল,
প্রেম তাঁর ত্বরায় তরায় দুখ শোক ॥" ৫৮ ॥

তিন যাত্রী তখন ত্বরিত-পদে
শ্রেয়ঃ পথে চলিল কতক-দূর, দিব্য নিরাপদে।
মরীচী-রাক্ষসী
ধরি' এক অসি,
বীর-বেশে দেখা-দিল মাতি' বীর-মদে ॥ ৫৯ ॥

কুটিল ভ্রূ-ভঙ্গে বলিল "কে লঙ্ঘে
এ মোর কৃপাণ ঘোর! যে-জন কবচ পরে অঙ্গে,
ভীরু সে মানুষ
ঘোর কাপুরুষ।
লজ্জা হয় আমার যুঝিতে তা'র সঙ্গে॥" ৬০॥

এত শুনি' কবিবর রোষ-ভরে
কবচ খুলিতে যায়, সুসঙ্গ অমনি মানা করে;
বলিল "কি কর'
কি কর'! সম্বর
রোষাগ্নি! বর্ম্ম যে খুলে ব্যাঘ্র তা'রে ধরে॥" ৬১॥

বলিতে-বলিতে এক বিপর্য্যয়
শার্দ্দূল লম্ফিয়া-ধরি' কবিবরে, অধীরে গর্জ্জয়;
নারিল হিংস্রক
দাঁত কিংবা নখ
বসাইতে, কবচ সে এমনি দুর্জ্জয়॥ ৬২॥

পরশু যেমন ছোঁয়াইল কবি,
পরাণ ত্যজিয়া ব্যাঘ্র চকিতে মনুষ্য-দেহ লভি'
দাঁড়াইল তথি
বীর-মহারথী,
তেজোময় মুরতি, প্রচণ্ড যেন রবি॥ ৬৩॥

বলিল সে "আমায় লইলে তুলি'
শ্রেয়ঃ-পথে—কে তুমি—কোন্ দেবতা ! দেও পদ-ধূলি।"
কবি বলে "ছি ছি
কেন মিছামিছি
আমায় দিতেছ লাজ আপনারে ভুলি' ॥ ৬৪ ॥

বীর তুমি, কোথায় অভয় দিবে——
না কোথায় মস্তক করিছ নত আমা-হেন জীবে !
যিনি বিশ্ব-পতি
অগতির গতি
ধন্য ধন্য বল' সেই চরাচর-শিবে ॥" ৬৫ ॥

বীর বলে "যমেরে যুঝিতে পারি,
কিন্তু ওই দেখিতেছ যাঁরে হোতা—ও'র কাছে হারি !
যুদ্ধ মাগে আগে,
পরে পাছু ভাগে
কেবলি, গরল-মাখা বাক্য-বাণ মারি' ॥ ৬৬ ॥

কথা ও'র শুনিয়া, মুখের ভঙ্গী
হেরিয়া, এমনি ক্রোধ উপজিল—শ্রেয়ঃপথ লঙ্ঘি'
উহার পশ্চাতে
তলবার-হাতে
ধাইলাম, ক্ষেত্র-পাল হ'ল মোর সঙ্গী ॥৬৭ ॥

ঘোর এক অরণ্যে পশিনু যেই,
উগ্রচণ্ডা নারী এক আসিয়া বলিল শুধু এই
'দ্বিগুণ দ্বিগুণ
জ্বলুক আগুণ !'
জ্ঞান হারাইনু আমি সেই মুহূর্ত্তেই ॥ ৬৮ ॥

চেতন লভিয়া দেখি, হস্ত-পদে
চারিটা প্রকাণ্ড থাবা ! আপনার গর্জ্জন-শবদে
উঠিনু চমকি' !
অধিক ক'ব কি—
শত্রুও না পড়ে যেন তেমন বিপদে ॥" ৬৯ ॥

এইরূপ কথায়-বার্ত্তায় সবে
কিছুকাল চলিল শ্রেয়ের পথে বিনা-উপদ্রবে।
মরীচী রাক্ষসী
সাজিয়া রূপসী,
সাজাইয়া পসরা বলিল মিষ্ট রবে ॥ ৭০ ॥

"কেগো যাত্রী তোমরা ! কোথাকে যাও !
একটু জিরাও বসি', মো'র ঠাঁই মিষ্ট কিছু খাও !
সুরাসুর-প্রিয়
সুরা এই পিও,
স্বাদু মাংস, মিঠা ফল, খাও যত চাও ॥" ৭১ ॥

এত বলি' কত মত ভক্ষ্য-পেয়
দেখাইল কবিবরে ; তপস্বী যে যোগিকুল-ধ্যেয়,
তাহারো রসন
না মানে শাসন,
দেখে যদি সে সকল দ্রব্য উপাদেয় ॥ ৭২ ॥

আসি' এক কুক্কুর চরণ লিহে
যাত্রি জন-সবার, লাঙ্গুল নাড়ি' লালায়িত জিহ্বে।
নানা বিধ ভক্ষ্য
করি করি' লক্ষ,
কবির মুখের পানে তাকায় সস্পৃহে ॥ ৭৩ ॥

পরশুর পরশে ত্যজিল কায়,
বাহির হইল এক নর-মূর্তি, গতায়ুষ-প্রায়।
লভিয়া মুকতি,
স্মরিয়া দুর্গতি,
চমকিত কবির পড়িল গিয়া পায় ॥ ৭৪ ॥

বলিল সে "একেবারে পথ ভুলি'
পিশাচীর কুক্কুর হইয়াছিনু। লৈলে যদি তুলি',
সঙ্গে লয়ে যাও,
পিতা অপেক্ষাও
পূজ্য তুমি আমার, বিতর' পদ ধূলি ॥" ৭৫ ॥

সঙ্গে লয়ো তা'রে ভবে কবিবর,
শ্রেয়ঃপথে চলিল সংযত-মনে, হৃষ্ট-কলেবর।
মরীচী-রাক্ষসী
ধরিয়া তামসী
দেবী-মুর্ত্তি, কবিরে বলিল "মাগ' বর॥ ৭৬॥

এই সব অপসরা, সুমধ্যমা,
সুভ্রূ, সুলোচনা, চারু-হাসিনী, ত্রিলোক-মনোরমা,
রমণী-রতন!
মনের মতন
দেখিয়া বাছিয়া-লও, সবে অনুপমা॥ ৭৭॥

এই দেখ আসিয়াছে দিব্য-রথ,
নয়নের একটি ইঙ্গিতে চলে যোজনেক পথ।
যেথায় বলিবে
লইয়া চলিবে,
তোমায়, তরিবে সিন্ধু, ডিঙা'বে পর্ব্বত॥" ৭৮॥

অমনি প্রকাণ্ড এক অজাগর
বক্র-গতি নিঃশব্দে আইল তথি, লাঙ্গুল উদর
দূরে রয় পড়ি—
ক্রমে নড়ি চড়ি
অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া হ'তেছে অগ্রসর॥ ৭৯॥

এগোইয়া—ঈষৎ হইয়া আড়,
লম্ফিয়া ধরিল আসি' কবিবরে উঁচা করি' ঘাড়।
প্রহারে প্রহারে
বধিল তাহারে
কবিবর, ক্রমে ক্রমে করিয়া অসাড় ॥ ৮০ ॥

রাজ পুত্র অমনি হ'ল বাহির!
বলিল "কি ঘোর অন্ধকার হ'তে তুলিলাম শির!
মৃত্যু-মুখে ছিল
যা' হতে বাঁচিল,
বিকাইব তা'র পদে, এ মোর শরীর ॥" ৮১ ॥

কবি বলে "অখিলের যিনি নাথ,
তিনি ভিন্ন, বিপদ পাথারে তারে, অন্য কা'র হাত!
তাঁরে বল ধন্য!
তিনি বিনা অন্য
কে করে দীন-জনের রজনী-প্রভাত ॥" ৮২ ॥

বলিল রাজ নন্দন "ও রাক্ষসী
এমনি জানে কুহক—হাতে মোর আনি দিল শশী
বর দান ছলে!
বচন কৌশলে
তুলিল আমায় স্বর্গে ও-সব রূপসী ॥ ৮৩ ॥

রথে যেই উঠিনু, সকলে মিলি'
চক্ষু মোর ফুটাইয়া হাসিতে-লাগিল খিলিখিলি।
বনের মাঝারে,
ঘোর অন্ধকারে,
বলে মোরে 'এই ঠাঁই থাক' নিরিবিলি॥' ৮৪॥

এত বলি' সবে তা'রা পলাইল!
ধূমাবতী-মূরতি অমনি এক দেবতা আইল।
বলিল 'রে মর্ত্ত্য
ওই তোর গর্ত্ত!'
বলি' এক অন্ধকূপে মোরে তাড়াইল॥ ৮৫॥

অন্ধকার সকলি তাহার পর!
নাহি জানি মাথার উপর-দিয়া কত দিবাকর
অস্তে গেছে চলি'!
আজিকে কেবলি
জাগিলাম হইয়া প্রকাণ্ড অজগর॥" ৮৬॥

এইরূপ কথোপকথন করি'
শ্রেয়ঃপথ-যাত্রী-সবে চলিল দণ্ডেক-দুই ধরি'।
রাক্ষস রমণী
মরীচী অমনি
মায়া-গুণে বিরচিল বিচিত্র নগরী॥ ৮৭॥

অশ্বারোহী আসিয়া সহস্রাধিক
সম্মুখ হইতে সরাইছে ভিড়, শাসাইয়া দিক্
শাণিত কৃপাণে,
আজ্ঞাকারি ভাণে
সারি সারি দোধারি দাঁড়ায় পদাতিক ॥ ৮৮ ॥

বাজি'-উঠে শঙ্খ-ঘণ্টা ভেরী-তূরী,
বাহিরিয়া এ'ল সব বরাঙ্গনা উজলিয়া পুরী।
উঠিল অমনি
উলু উলু ধ্বনি,
পড়িতে লাগিল আর পুষ্প ভূরি ভূরি ॥ ৮৯ ॥

মরীচিকা সাজিয়া প্রধানা রাণী,
হস্তে করি' মুকুট, কবিরে বলে প্রলোভন বাণী,
"তোমার বিরহে
প্রজাগণ দহে'
ত্যজিলে তা'-সবে তুমি কি দোষে না জানি ॥ ৯০ ॥

ত্যজিয়াছ আমায়—অদৃষ্ট মোর।
তাহে দুঃখ করিয়া কি করিব! প্রজার দুঃখ ঘোর
শুনি' দিবারাত্র
দহে মোর গাত্র!
প্রতি দিন রাজ দ্বারে কাঁদে ক্রোর ক্রোর ॥ ৯১ ॥

দুখ-নিশি তাঁদের কর'-সে ভোর,
মুকুট পর' মাথায়! একটি বচন রাখ' মোর!
নহিলে তোমার
চরণে এবার
ত্যজি' প্রাণ, এড়াইব যন্ত্রণা কঠোর॥" ৯২॥

"পালা পালা! গেল গেল! ম'ল ম'ল!"
রব তুলি' চারি দিকে, প্রকাণ্ড মহিষ এসে প'ল
কবিবরে যেই
আক্রমিল, সেই
পরশুর পরশেই ছিন্ন শিরা হ'ল। ৯৩॥

মহিষ হইল যেই গত শির,
দোরদণ্ড-প্রতাপ মহীশ এক হইল বাহির।
বলে লোক-প্রভু
"কারো কাছে কভু
তিল মাত্র নোয় নাই যাহার শরীর, ৯৪

সেই আমি তোমার চরণে নত
হই;—যে হও তুমি!" কবি বলে হইয়া বিব্রত
"তুমি জন-স্বামী
তৃণ তুল্য আমি,
মোরে নোয়াইলে শির, এ কি অসঙ্গত!" ৯৫॥

নৃপ বলে, "রাজ-ঐশ্বর্য্য-ভোগ
ছাড়িনু আজি-অবধি! অরণ্যে সাধিব আমি যোগ!
বিপদ্ যে গুরু
সেই মোর গুরু,
সম্পদ অপরিমেয়, সেই মোর রোগ ॥ ৯৬ ॥

দিগ্বিজয় করিতে বাহিরিলাম,
দহিলাম কত দেশ-বিদেশ, কত নগর-গ্রাম!
অই নারী শেষে,
রাজরাণী বেশে,
দর্শন মাগিল মোর, ভাড়াইয়া নাম ॥ ৯৭ ॥

দূত মুখে বলিল 'যদিও আমি
রাজরাজেশ্বরী, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ হারাইল স্বামী।
এ মোর যৌবন
চারু পুষ্পবন
হ ভেছে প্রখর-তাপে ধরাতল-গামী ॥ ৯৮ ॥

শুনিয়া তোমার দিগ্বিজয়ী নাম—
আমা-সনে আমার ঐশ্বর্য্য যত, যত পুর গ্রাম,
যত রত্ন রাজি,
যত গজ-বাজি,
সঁপিবারে এসেছি, পুরাও মনস্কাম ॥ ৯৯ ॥

সসাগরা ধরার হইয়া স্বামী,
আশ মিটিল না মোর—ডাকিনীর হৈনু অনুগামী।
লয়্যে বন-মধ্যে,
পাত্র পূরি' মদ্যে,
হস্তে দিল আমার, পিলাম তাহা আমি ॥ ১০০ ॥

পাত্র যেই মুখে দিনু মদ-ভরা,
সবা সম নিরখিতে লাগিলাম সসাগরা ধরা।
ক্রমে ক্রমে বিশ্ব
হইল অদৃশ্য,
পঙ্কে রহিলাম পড়ি' হয়্যে আধ-মরা ॥ ১০১ ॥

রাত্রি-শেষে লভিনু যবে চৈতন্য,
চমকিয়া দেখিলাম, চতুষ্পদ হইয়াছি বন্য।
পাইলাম শিক্ষা।
এবে চাই ভিক্ষা—
অনুযাত্রা-দল-মাঝে কর' মোরে গণ্য ॥" ১০২ ॥

এইরূপ লাঘব স্বীকার করি
চলিলেন ক্ষিতিপতি, এক-ছত্র মহিমা পাসরি।
বিনা উপদ্রবে
কিছুকাল সবে
শ্রেয়ঃপথে চলিল, আলস্য পরিহরি' ॥ ১০৩ ॥

মরীচিকা সাজিয়া কুব্জা-বুড়ি,
বলিল "হায় রে বিধি! জুড়ি দিলে যায় যা'বা উড়ি',
সেই সব লোক
কাঁপায় ত্রিলোক।
গুণী-লোক মনাগুনে মরে জ্বলি পুড়ি' ॥ ১০৪ ॥

যোগ্য লোক তোমরা এমন ধারা,
হায় রে! তোমরা সবে পথে-পথে হইতেছ সারা।
গরুবে-সবার
আঁতে ঘা দিবার
মন্ত্র এক শেখ'-সে শেখ'-সে বাণ মারা ॥" ১০৫ ॥

হেন কালে ফোঁস্ করি কেউটিয়া
ঝোপের ভিতর হ'তে দ্রুত-বেগে আইল ছুটিয়া
তড়িতের প্রায়।
পরশুর ঘায়
পড়িল অমনি দুষ্ট, ফণা উলটিয়া ॥ ১০৬ ॥

ঝটিতি হইল খাড়া এক-জন
দলপতি। মানের সোপান যা'র অন্যের পতন।
লজ্জা-নত শিরে
নমিয়া কবিরে
বলে "সাধু সঙ্গ-দানে তরাও এ বন ॥ ১০৭।

পথ-হারাইয়া আমি, বিঘ্ন-বনে
বিচরিতেছিলাম, সহসা ওই ডাকিনীর সনে
দেখা হ'ল মোর,
কি যে এক ঘোর
মন্ত্র ফুসলিয়া দিল আমার শ্রবণে—১০৮

চকিতে হইনু আমি কাল-সাপ !"
এত শুনি' বলিলেন সুসঙ্গ "মাৎসর্য্য মহাপাপ।
আত্ম-পর উভে
সম শুভাশুভে.
পরের মঙ্গলে তবে কেন পাও তাপ। ১০৯॥

মগ্ন যেই পরের অশুভ-ধ্যানে,
মিঠা বাক্যে হো'ক্ না সে কামধেনু বৃহস্পতি জ্ঞানে,
ধরুক্ না, সাপ,
পাঁচ-রঙা ছাপ
চরাচর তবু তারে শত্রু বলি জানে॥" ১১০॥

কবি কহে "কেবল উঁহার নয়, সব পৃথিবীর
অই দশা নিরখিয়া মন মোর হয়েছে অধীর———
কিছুতে না হয় তৃপ্ত ! কি আছে এ ছার ভব ধামে ?
আছে বটে প্রেম-রত্ন' কিন্তু কোথা ! প্রেম শুধু নামে।১১১।

চাবি-বদ্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়-মুষ্টি কর !
পদ-প্রসারিতে-মানা চারিদিকে গণ্ডি-আঁকা ঘর !
এ করিছে গর্জ্জন, ও কাঁপে থর থর, এর মুখ
ভ্রূ-কুটিতে ভয়ঙ্কর, শোক-দুঃখে ওর ফাটে বুক। ১১২ ॥

এ'র অভিমান উঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি',
সাধ-যায় চরাচর পদতলে যা'ক্ গড়াগড়ি।
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত,
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত ॥ ১১৩ ॥

কিন্তু ' ' ' া হেন মন, কিছু যা'তে নাহি ফের-ফার ?
কে সে মন, যা'র আছে ' ' ' - হৃদয় সবার
এ। ২ চে ঢালা. কেহ নহে পর. এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবার সমান ॥" ১১৪ ॥

সুসঙ্গ বলিল "ধন্য। সুখী তুমি দুঃখের এ ধামে !
চিরজীবী হয়ো থাক', ধরণী পুলক তব নামে।
চূড়া হও দেশের, কুলের হও জ্বলন্ত মাণিক,
ধর্ম্ম-অর্থ মহত্ত্বের আলোকে উজল' দশ দিক্। ১১৫ ॥

শান্তি-দেবী শিয়রে থাকুন জাগি', আশীর্ব্বাদময়
নয়ন-পঙ্কজ মেলি,' নিদ্রা যাও তুমি যে-সময় !
সুমঙ্গল শান্তি আর হউক্ তোমার পার্শ্ব-চরী
শয্যা-হ'তে বাহিরও যেই-কালে নিদ্রা পরিহরি ১১৬

——প্রেম-উৎসলে হৃদয় পূরেন যবে হৃদয়-অধিপ,
তত্ত্ব-আলো জ্বালিবারে ভাল যাহা, শয্যার প্রদীপ
নিভ' নিভ' হয় যবে, হবে আর আসি' ধীরে ধীরে
মৃদু হাসে অরুণ, ইঙ্গিত ক'রে ক্ষীণাঙ্গী-নিশিরে ১১৭

'এই বেলা পড়' সরি', পরে বলে 'করো না আড়াল,
ঝাট দিয়া ফেলি তারা-কুসুমের এ সব জঞ্জাল,
আসিছেন প্রভু মোর ত্রিলোক বাঞ্ছিত-দরশন"
নিশি-দিন করুক তোমার হৃদে শান্তি-বরিষণ ' ১১৮ ॥

কবি তুমি —কিসের দুখ তোমার ব্যথা পে'লে প্রাণে
ফুটিয়া কহিতে পার' বেদনা, জগত জন কানে।
যাহা শুনি অশান্ত নিতান্ত যে বালক — খেলা ত্যজি'
সে-ও বসে শান্ত হয়ে। সে ও তা'র ভাব-রসে মজি ১১৯

আপন কাজল আঁখি করে সজল। যেইরূপ
নীল-সরসিজ-দলে হিম-বিন্দু ঝরে টুপ টুপ
যখন যামিনী তারা মনে পেয়ে যাতনা দুঃসহ
বিদায় চুম্বন দেয় তাহারে সজল আঁখি সহ ॥ ১২০ ॥

হ'লে সুখী প্রভাত ডাকিয়া-আন আঁধার নিশীথে।
কোকিলে ডাকাও আর কুহু-কুহু কল-কলি গীতে।
প্রকৃতিরে এমনি করেছ বশ হৃদয়ের ধন
ঢালি দিয়া, হেলায় করিতে পার' অসাধ্য সাধন। ১২১ ॥

৮ সাজাইয়া-আনিয়া নব বসন্ত—মাধুরীতে তোর,
দাঁড় করাইতে পার' অকাতরে দুরন্ত কঠোর
শন-শন-স্বন-কারী শিশিরের মুখের সম্মুখে।
অরণ্যের পাখী তুমি, বিলাপের ধ্বনি কেন মুখে! ॥১২২॥

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল। বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য আকাশের সনে মুখামুখি কথা কয়——
ডরে না ঝড়ে ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয় ১২৩

... ন আপনি রহে বিস্তারিয়া সদানন্দ-শাখা।
"এতক্ষণ জড়-সড় ছিল মোর পাখা,
গ অমৃতের ছিটায় জড়তা হ'ল দূর।
... এমন দেও তৃপ্তি-রস দিয়াছ প্রচুর!" ॥ ১২৪ ॥

এত বলি' সুসঙ্গের পদ-দ্বয়
ভাসাইল অশ্রু জলে, পাদ-পদ্মে তৃষিত হৃদয়,
ভক্তি রসে গলি'
পড়িল উথলি', ——
ছাড়িতে চাহেনা আর তেমন আশ্রয় ॥ ১২৫ ॥

অন্য-সবে করিয়া অভয় দান
স্ব স্ব গৃহে বিদায় করিল সাধু করুণা-নিধান।

লয়ো কবিবরে
যত্ন সমাদরে
সানু দেশ আরোহিয়া কহিল সন্ধান ॥ ১২৬ ॥

"শুনহ সন্ধান, করি' প্রণিধান!
বামে স্পরধিছে ভিত, ডানি-দিকে পাতাল-ব্যাদান।
মধ্য-দিয়া পথ,
বাহিয়া পর্ব্বত,
পেঁচাইয়া চলিয়াছে ফণীর-সমান ॥ ১২৭ ॥

দ্বন্দ্ব-নামে বিখ্যাত উভয় পাশ,
বামে কাল-দণ্ড উঁচা, ডাহিনে ভীষণ-কাল-গ্রাস।
নিরখিলে মাত্র
শিহরায় গাত্র,
কিঞ্চিৎ অনবধানে ঘটে সর্ব্বনাশ! ॥ ১২৮ ॥

মধ্য ঠাঁই সরু-পথ, নাম সাম্য;
উন্নতি, সোপান গঠিয়াছে তায়, সাধুজন-কাম্য!
উচ্চে যদি ওঠো,
পৃথ্বী হ'বে ছোটো,
স্বর্গীয় মানিছ যা'রে হ'বে তাহা গ্রাম্য ॥ ১২৯ ॥

হেম-দণ্ড এই যে দীপতিমান,
ধরম ইহার নাম, ধর' ইহা, ইহার সমান

নাহিক আশ্রয় ;
দ্বন্দ্ব করি' জয়
আরোহ' আমার সনে পর্ব্বত মহান্ ॥" ১৩০ ॥

অতঃপর একের পশ্চাতে অন্য
চলিল পর্ব্বত-পথে দূর-হৈতে নাহি হয় গণ্য।
উচ্চে যত উঠে,
শ্রম তত ছুটে,
শিখর লভিল যেই লভিল চৈতন্য ॥ ১৩১ ॥

খুলি'-গেল দিগন্ত সকল-দিকে ;
পর্ব্বত-পাথার-ব্যোম দেখা-দিল একই নিমিখে !
কবি কুতূহলী,
অচল পুত্তলি,
বলিল "কি স্বর্গ-ভোগ আঁখির আজিকে ! ॥ ১৩২ ॥

সুদূর নগর গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রম-শান্তি-সুধা-পানে মজে চরাচর ॥
নিশির উদার-স্নেহে ঢালি'-দিয়া বুক
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ ॥ ১৩৩ ॥

শূন্যে করে চন্দ্র তারা জ্যোতির সঞ্চার।
গাছ-পালা ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার ॥
কে কোথায় আছে পড়ি' কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই ॥ ১৩৪ ॥

কীট-পতঙ্গের মধ্যে খদ্যোত কেবল।
পঞ্চ-ভূত-মধ্যে বায়ু শিশির-শীতল॥
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস-পতন।
এ-করে যা'-কিছু আছে জীবের লক্ষণ॥"১৩৫॥

পৃথ্বী ছাড়ি', আইলাম এ কোথায়!
সাগর কাঁপিছে দূরে, জ্যোৎস্নায় দিব্য দেখা-যায়!
কি সুন্দর বায় —
সন্তাপ নিভায়—
আঃ! মুক্তি যেন কেতা মূর্ত্তিমতী ভায়॥" ১৩৬॥

হেন কালে আইল আরেক দল
শান্তি-নিকেতন-যাত্রী; লভিয়া অজেয় ধর্ম্ম বল
আনন্দ-ভূপতি
হরষিত মতি
আরোহিল ধীরে-ধীরে পুণ্য তপোচল॥ ১৩৭॥

বীর আর কল্যাণ আইল সঙ্গে;
এ-দোঁহার সহায়ে আনন্দ-রাজ বিঘ্ন-বন লঙ্ঘে।
প্রমদা, কল্পনা,
শোভা, তিন জনা
সঙ্গিনী, সমস্ত পথে কাঁপিল আতঙ্কে॥ ১৩৮॥

সুসঙ্গে আনন্দে বহু-কাল সখ্য,
দূর-হৈতে দুই-জন দোঁহারে করিল যেই লক্ষ,
আনন্দের দ্বার
খুলি' গেল আর।
এক ঠাঁই হইল দোঁহার দুই বক্ষ। ১৩৯ ॥

হর্ষ-ভরে আনন্দ-ভূপতি কয়
"কত-দিন এ সুদিন জাগি' জাগি' হইয়াছে লয়
মনের ভিতর।
তপ্তের উপর
আজি এ শীতল শাকা অতি মধুময়॥" ১৪০।

ঝরবিল দোঁহার প্রেমাশ্রু-ধারা।
এ দোঁহে যেমন সখ্য, দেখিয়াছে কে এমন ধারা।
বলিল সুসঙ্গ
"জুড়াইল অঙ্গ,
নেত্রে আজি উদিল সুখের শুক-তারা॥ ১৪১ ॥

প্রেম-ডোরে তোমার এমনি বাঁধা
এ কেন হৃদয় মোর, নয়ন থাকিতে হই আঁধা
অদর্শনে ভয়,
বিচিত্র এ ভব
প্রহেলিকা মনে হয় চিত্তে লাগে ধাঁদা॥ ১৪২ ॥

বহু-দিন সৌরভের দেখা নাই যেই পুষ্প-সনে,
শুষ্ক-কণ্ঠ মধু-হীন যেই-পুষ্প কাঁদে নিরজনে,
তাঁরো হয় শুষ্ক-মুখ আনন্দের হাসিতে সরস,
মলয় সমীরণের পায় যবে কোমল পরশ ॥ ১৪৩ ॥

আজি মোর তেমনি সৌভাগ্য জেনো !
সঙ্গে নারী-সবে এঁরা, রূপে গুণে দেবকন্যা যেন,
এত পরিশ্রমে
বিঘ্ন-অতিক্রমে
এ'লেন, বসুন্ সবে, দাঁড়াইয়া কেন ?" ১৪৪ ॥

আনন্দের চরণ-যুগে নমিল কবিবর,
বলিলেন আনন্দ-ভূপ "এত দিনের পর,
কলপনা তোমার হবে চির-দিনের তরে,
যার লাগি' ফিরিলে তুমি দেশ-দেশান্তরে ॥ ১৪৫ ॥

সবে মিলি', বসিল তবে, ঘেরিয়া সাধু-বরে ;
আনন্দেরে বলিল সাধু "এ হেন গিরি-পরে
আরোহিলে কি মনে করি', বল' তাহা আমায়।
এই সকল ভীরু নারী চকিত-মৃগী-প্রায়, ১৪'

এত পথ আসিয়াছেন ' কোমল অবলার
নিরখিয়া ধরম-নিষ্ঠা মনে লয় আমার,
শূর-বীর পুরুষ সব জগতে যত আছে
উপদেশ পাইতে-পারে নারী-জনের কাছে ॥" ১৪৭ ॥

বলিলেন আনন্দ-ভূপ হেন বচন শুনি'
"সংসার-ব্রতে ব্রতী হ'বে এ-সকল তরুণী,
তাহার আগে পাওয়া চাই ধরম-উপদেশ,
সেই হেতু আগমন সহিয়া এত ক্লেশ ॥ ১৪৮ ॥

বাবে [illegible] সঁপি-দিয়া বিলাসের শাসন
প্রমোদেরে ছাড়িয়া-দিনু রাজ-সিংহাসন।
এই ঠাঁই আসিব বলি হইলাম উদ্যোগী,
রহিল দেশ-দেশান্তরে, হয়েছি আমি যোগী ॥ ১৪৯ ॥

হেন কালে করুণা মোরে দিলেন দরশন,
বলিলেন 'করিবে যদি অচল আরোহণ,
এই প্রমদা-যুবতীরে লইয়া-যাও সঙ্গে,
বীরের যেন বাহু-বলে বিঘ্ন বন লঙ্ঘে ॥ ১৫০ ॥

ঋতুরাজ হবেন পিতা, তাহার প্রতিনিধি
হইয়া তুমি বীর-সঙ্গে ইহার যথাবিধি
বিয়া দিবে, তোমার কন্যা শোভা ও কল্পনা
দোঁহে লও আপন সঙ্গে, বিলম্ব করো না ॥ ১৫১ ॥

পাত্রে বরিয়াছে দোঁহে মনে-মনে, যখন,
কল্যাণ আর করিবে, ভাল নয় এখন
বিবাহ-দানে কাল-ব্যয়, তপোগিরি শিখরে
আরোহিবে আজিকে কি বা রজনীর [illegible] ॥ ১৫২ ॥

শম-দমের তপোবনে কল্যাণ পড়ে-শোনে,
সে-ও আজি হউক্ সুখী অচল-আরোহণে।
পথ দেখায়ো তোমা-সবে লয়ে-যা'বে সে জন.
শ্রেয়ঃপথে চলিতে হ'লে তাহারে প্রয়োজন॥ ১৫৩॥

শোভা হউক্ কল্যাণের, কলপনা কবির,
প্রমদা-রমণী-রতনে ভূষিত হো'ক্ বীর।
সুসঙ্গ সবা'রে দিবেন জ্ঞানের উপদেশ,
এই আজি আমার প্রতি হ'ল প্রত্যাদেশ॥" ১৫৪॥

সুসঙ্গ বলিল তবে যাত্রি-সবে
"এই ঠাঁই মনেরে সংযত কর, সিদ্ধি-লাভ হ'বে।
হয়ো উপবিষ্ট
হও উপদিষ্ট,
সেই ধন পা'বে যা'র তুল্য নাই ভবে॥" ১৫৫॥

কবি কহে "দেব-স্পৃহণীয় শান্তি
কেমনে পাইব বল' কৃপা-করি', ঘুচাইয়া ভ্রান্তি,
'শান্তি শান্তি' করি
দিবা-বিভাবরী,
গুরু উপদেশ বিনা সার হয় শ্রান্তি" ॥ ১৫৬॥

সাধু বলে "সুমতি যেমন মনে
তেমতি না কর' কাজ, ফল-লাভ হইবে কেমনে ?
অচেত অধম,
বিলপে মধ্যম,
সেই সে উত্তম যেই আচরে যতনে ॥ ১৫৭ ॥

কর্ত্তব্য কি মনুষ্যের—শুন' সবে,
গৃহীজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হ'বে।
ধর্ম্মে হ'বে রত
অধর্ম্মে বিরত,
ব্রহ্মে সব সঁপিবে, করিবে যাহা যবে ॥ ১৫৮ ॥

পরব্রহ্ম-ভেলায় করিয়া ভর
অনায়াসে তর' সবে, ভয়াবহ সংসার-সাগর।
তাঁরে প্রীতি কর',
তাঁরি ধ্যান ধর',
বিচর' তাঁহার পথে ধরম-দোসর ॥" ১৫৯ ॥

সুসঙ্গের উপদেশে করি' ভর
[illegible] ধরি', চক্ষু-দুই মেলিল যেমন কবিবর,
দেখিল অমনি,
দ্যুলোক-রমণী
শান্তি, আলো-করি' আছে বিশ্ব চরাচর ॥ ১৬০ ॥

চারিদিকে দেব-দেবী অগণন

পারিজাত-গন্ধে মনে জাগাইয়া নন্দন-কানন,

ছিটায়ে নির্ম্মল

মন্দাকিনী-জল,

পুলকিত করি'-তুলে সবার আনন ॥ ১৬১ ॥

"প্রণম' শান্তির পদে দুঃখ যাবে"

বলিয়া সুসঙ্গ প্রণিপাত করে গদগদ-ভাবে।

প্রণমিল কবি

পুলকিত ছবি,

লভিল পরম-পদ পাদ পদ্ম-লাভে ॥ ১৬২ ॥

অঙ্গে পেয়ে মন্দাকিনী-জ[illegible] সঙ্গ

অন্তরে অমর হ'ল কবিবর, ভঙ্গ হ'ল ভ[illegible]।

পাপ-তাপ-ক্লেশ

সব হ'ল শেষ,

মুখ চক্ষু ধরি উঠে নব এক রঙ্গ ॥ ১৬৩ ॥

হৃদি-মাঝে পাইয়া চেতন-রবি,

ফুটিল নয়ন পদ্ম' "দ্বিজ চৈতন্য" মানে ভাবে কবি।

ব্রহ্ম-তালু ভেদি'

ভব-পাশ ছেদি',

উঠে জ্ঞানানল-শিখা হিরণ্ময়-ছবি ॥ ১৬৪ ॥

এমনি তাহার জ্যোতি সুবিমল !
নয়নে না দেখা যায়, দেখা-যায় চেতনে কেবল।
জড় অঙ্গ-চয়
হইল চিন্ময়,
ইন্ধন যেমন হয় অনলে অনল ॥ ১৬৫ ॥

ধরাতল রসাতল নভস্থল,
আনন্দে আনন্দে হ'ল একাকার, বর্ণন বিফল।
জ্ঞানাঞ্জন মাখি
লভে দিব্য-আঁখি,
লভে [illegible] সহবাসে কোটি পুণ্য ফল ॥ ১৬৬ ॥

পুণ্য [illegible] হইতে এলেন সত্য,
পদ পঙ্ক্তি তাহার দেবতা-গণ করে আনুগত্য।
আইলেন ধর্ম্ম,
আইলেন শর্ম্ম,
দেব লোকে দোঁহার যুগল আধিপত্য ॥ ১৬৭ ॥

আইলেন শ্রী হ্রী ধী করুণা ক্ষমা,
আইলেন ভগবতী পরা বিদ্যা, দ্যুতি অনুপমা,
শ্রদ্ধা নামে সতী,
সত্য যাঁর পতি,
আইলেন, প্রীতি আর সুন্দরী পরমা ॥ ১৬৮ ॥

বলিল, আনন্দ-ভূপ, দিক্‌পালে
"কন্যা গণ আসুন্‌! করিব আমি পুণ্য এই কালে
করতব্য যাহা!
অই তাঁরা—আহা—
সুভূষা যেমন উষা পূরব আড়ালে! ১৭৯॥

হও এ'স সংসার-ধরমে ব্রতী।
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন-দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা-ললনা,
শোভা, কলপনা,
এ'স মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী॥ ১৭০॥

সত্য-দেবে দাঁড়াও সম্মুখ করি',
বল' 'প্রভু তুমি সাক্ষী নাশ' বিঘ্ন প্রসাদ বিতরি।'
ঋষি' সত্য নাম
করহ প্রণাম,
বল' 'তব পদ-যুগ ভবার্ণবে তরী'॥" ১৭১॥

অতঃপর ফিরাইয়া দুই পক্ষ
মুখা মুখি দাড়-করাইল ভূপ যাকে যার লক্ষ।
শুভ সম্প্রদান
করি সমাধান,
সু-মুহূর্ত্তে বাঁধি-দিল জীবনের সখ্য॥ ১৭২॥

দেবলোকে যেমন বিবাহ বিধি
সেইরূপে কন্যাদান করিল আনন্দ গুণ-নিধি।

তারকা কনক-কুচি,
জলদ অক্ষর রুচি,
গীত-লেখা নীলাম্বর পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে
মহিমা কীর্ত্তন করে
সুখ পূর্ণ চরাচর সাথে ॥

কুসুমে তোমার কান্তি
সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি,
(কি জানিবে মূঢ়মতি !)
ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম ॥ ১৬ ॥

সানন্দে সবে আনন্দে
তোমার চরণ বন্দে
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা
তোমারি এ রচনারি
ভাবে নারে নর-নারী,
হা হা করে, মেঘে বহে ধারা ॥

মিলি' সুর নর-ঋষি
প্রণমি তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়।

দেও জ্ঞান দেও প্রেম
দেও ভক্তি দেও ক্ষেম,
দেও দেও ও পদ আশ্রয় ॥" ১৭৭ ॥

নিশি অবসান প্রায়,
সুখে সবে নিদ্রা-যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
সাধা দিয়া হৃদয় মাঝে
মঙ্গল-আরতি বাজে,
পুণ্য-গন্ধা অনিল প্রবাহে ॥
এ হেন সময়ে কবি
উঠিল চেতন লভি,
বাহিরিল সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবলী,
নিরখিল, ভাগীরথী
চলিয়াছে সাগরের পানে ॥ ১৭৮ ॥

বৃক্ষ-গণ হেলিছে শীতল সমীরণে।
পুষ্প-যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে ॥
মত্ত মধু পায়ি দল ধাইল ত্বরা ক'রে।
জাগিল বিহঙ্গ-কুল ভাঙ্গিল বিভাবরী ॥ ১৭৯ ॥